শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন
জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা বার্তা, নাম/পদবী পরিবর্তন, হারানো বিজ্ঞপ্তি, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, স্মরণে বা স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিতে সরাসরি যোগাযোগ করুন—
৯১০১৬৩৫৯০৪, ৭৫৭৭৮৪৫৩৭৮

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক
সাময়িক প্রসঙ্গ
শিলচর ও গুয়াহাটি থেকে একযোগে প্রকাশিত

সমগ্র বরাক উপত্যকার সর্ববৃহৎ একমাত্র বিশ্বস্ত "গ্রহরত্ন" প্রতিষ্ঠান
রত্নলোক
GEMS & DIAMOND
JEWELLERY
Contact Us : +91 91015 76757
প্রতিটি গ্রহরত্ন কেনাকাটায় থাকছে SPECIAL DISCOUNT
শোভনা সুগার মার্কেট, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর-৫, কাছাড়, আসাম

বর্ষ ৪৯ □ সংখ্যা ৯১ শিলচর □ শুক্রবার □ ১৭ জুলাই ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ □ ৩২ আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ □ ২ সফর ১৪৪৮ হিজরি □ ১২ পাতা □ আট টাকা www.samayikprasanga.in

বিভিন্ন বিভাগকে নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক কৌশিক-কৃষ্ণেন্দুর

ক্যাপিটাল-রাঙ্গিরখাড়ি রাস্তা হস্তান্তর হচ্ছে পূর্ত বিভাগে

সাময়িকপ্রসঙ্গ, শিলচর, ১৬ জুলাই : শিলচর শহরের ক্যাপিটাল ট্রেভেলস মোড় থেকে রাঙ্গিরখাড়ি পর্যন্ত ২.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা এনএইচআইডিসিএল-এর হাত থেকে যাচ্ছে অসম সরকারের পূর্ত বিভাগের হাতে। শুক্রবার থেকেই এনিয়ে শুরু হচ্ছে প্রক্রিয়া। প্রথম পর্যায়ে এই অংশ হস্তান্তরের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে রাঙ্গিরখাড়ি থেকে সোনাবাড়িঘাট পর্যন্ত রাস্তার অংশও একইভাবে এনএইচআইডিসিএল-এর হাত থেকে হস্তান্তর করা হবে রাজ্য পূর্ত বিভাগের হাতে। এর পাশাপাশি রাস্তা দ্রুত ভেঙে যাওয়া রুখতে বন্ধ হচ্ছে ক্যাপিটাল মোড় থেকে রাঙ্গিরখাড়ি পর্যন্ত অংশে ভারী যানবাহন চলাচলও।

বৈঠকে দুই মন্ত্রী কৌশিক রায় ও কৃষ্ণেন্দু পাল। শিলচরে বৃহস্পতিবার।

গত সেপ্টেম্বর মাসে দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে ক্যাপিটাল মোড় থেকে রাঙ্গিরখাড়ি পর্যন্ত রাস্তার কাজ করেছিল এনএইচআইডিসিএল। কিন্তু এ বছর মার্চ মাস নাগাদ বৃষ্টি শুরু হওয়ার পরই ভাঙতে শুরু করে এই রাস্তা। এই পরিস্থিতিতে জনমানসে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র ক্ষোভের। বৃহস্পতিবার রাজ্যের দুই মন্ত্রী কৌশিক রায় ও কৃষ্ণেন্দু পাল এনএইচআইডিসিএল, পূর্ত, রাজস্ব, পুরনিগম এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে শিলচরে জেলা কমিশনারের কার্যালয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরাও। বৈঠকের পর সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী কৌশিক রায় জানান, উড়ালপুল তৈরির জন্য ক্যাপিটাল মোড় থেকে রাঙ্গিরখাড়ি পর্যন্ত রাস্তার অংশ এনএইচআইডিসিএল-এর কাছ থেকে রাজ্য পূর্ত বিভাগের কাছে

এরপর ছয়ের পাতায়

- ভাঙন এড়াতে বন্ধ হচ্ছে ভারি যান চলাচল।
- চলবে বাইপাস হয়ে।
- পরবর্তীতে হস্তান্তর সোনাবাড়িঘাট পর্যন্ত অংশও।

আসছে 'সয়েল টেস্টিং' গাড়ি

সাময়িকপ্রসঙ্গ, শিলচর, ১৬ জুলাই : শিলচরে উড়ালপুল তৈরির জন্য 'সয়েল টেস্টিং'-এর কাজ শুরু করতে বিশেষ ধরনের গাড়ি এসে পৌঁছাচ্ছে দুই-তিন দিনের মধ্যেই। এরপরই শুরু হবে 'সয়েল টেস্টিং'-এর কাজ। বৃহস্পতিবার একথা জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী কৌশিক রায়। তিনি জানান, এই গাড়ি প্রায় ২০ দিন আগে গুমড়ায় এসে পৌঁছেছে। সেখানে সেতুতে সমস্যা হওয়ায় আটকে রয়েছে। তবে সেতু চালু হয়ে গাড়িটি দুই-তিন দিনের মধ্যেই এসে পৌঁছে যাবে শিলচরে।

আজ জিন্দে দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনের সূচনা করবেন মোদি

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুক্রবার হরিয়ানার জিন্দ রেল স্টেশন থেকে জিন্দ ও সোনিপতের মধ্যে দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনের শুভ সূচনা করবেন। প্রায় ২,৬০০ যাত্রী ধারণ ও ক্ষমতার এই ট্রেনটি সম্পূর্ণ পরিবেশ-বান্ধব। কারণ, এটি নিজের ভেতরেই হাইড্রোজেন থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করে চলবে, যার ফলে কোনও ধোঁয়া বা কার্বন নির্গমন হবে না। এই ট্রেন চলাচলের সময় কেবল জলীয় বাষ্প ও তাপ উৎপন্ন হবে।

রেল মন্ত্রক বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, দেশে ব্রডগেজ রেল নেটওয়ার্কের ৯৯ শতাংশেরও বেশি বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর, রেল এবার পরিচ্ছন্ন শক্তির অভিমুখে আরও একটি বড় পদক্ষেপ নিচ্ছে। ওভারহেড বিদ্যুৎ লাইনের ওপর নির্ভর না করে, এই ট্রেনটি নিজের ভেতরেই হাইড্রোজেন এবং বাতাসে থাকা অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে বিদ্যুৎ তৈরি করবে। ১০ কামরার এই ট্রেনে দুটি পাওয়ার কার এবং আটটি যাত্রী কামরা রয়েছে। প্রতিটি পাওয়ার কারে ফুয়েল সেল, ব্যাটারি ও হাইড্রোজেন সিলিন্ডার বসানো হয়েছে। ট্রেনটির সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার হলেও, জিন্দ-সোনিপত

এরপর ছয়ের পাতায়

দিল্লি-সহ একাধিক রাজ্যে অভিযান ইডি-র

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই : অবৈধ অনুপ্রবেশ চক্রের সঙ্গে জড়িত একটি মামলায় বৃহস্পতিবার দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ এবং হরিয়ানার বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালালো এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। অভিযোগ, একটি সংগঠিত চক্র রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি নাগরিকদের অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ ও জাল পরিচয়পত্র তৈরি করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বসবাসের ব্যবস্থা করার কাজ করছিল। অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ), ২০০২-এর আওতায় এই অভিযান। ইডি-র লখনউ আঞ্চলিক কার্যালয়ের আধিকারিকরা বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং মুর্শিদাবাদ, হরিয়ানার ফরিদাবাদ, উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরের দেওবন্দ, দিল্লি এবং আরও কয়েকটি স্থানে তল্লাশি চালায়। এই অভিযানে ডিজিটাল সরঞ্জাম, অন্যান্য বেশ কিছু নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, একটি সংগঠিত চক্র রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি নাগরিকদের অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করানোর পর তাদের পরিচয় পরিবর্তনের কাজ করত। এর জন্য জাল আধার কার্ড, প্যান কার্ড

এরপর ছয়ের পাতায়

৩ আগস্ট অরুণোদয়, সেপ্টেম্বরে শুরু নিযুত মইনা-বাবু প্রকল্প : মুখ্যমন্ত্রী

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১৬ জুলাই : অরুণোদয় প্রকল্পে গত কয়েক মাস টাকা না পাওয়ায় চিন্তায় ছিলেন মহিলারা। তাঁদের চিন্তা দূর করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বৃহস্পতিবার নিজের কার্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে ফেসবুক লাইভে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ৩ আগস্ট থেকে অরুণোদয় প্রকল্প ফের শুরু করা হবে। সেদিন প্রতিটি পঞ্চায়েতে সভা আয়োজনের পাশাপাশি অরুণোদয় প্রকল্পের সুবিধা প্রাপকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হবে টাকা। স্বাভাবিকভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা যে মহিলাদের জন্য সুখবর, তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অরুণোদয় প্রকল্প ছাড়াও আগামী ৬-৭ আগস্ট নিযুত মইনা এবং নিযুত বাবু প্রকল্পের ফর্ম বিতরণ করা হবে। বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের। আগামী সেপ্টেম্বর থেকে এই দুটি প্রকল্পে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হবে টাকা। আগস্ট মাস থেকেই রেশন কার্ডে কম মূল্যে ডাল, চিনি, লবণ দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু করা হবে। এখানেই শেষ নয়, আগামী সেপ্টেম্বর থেকে ফের 'জীবন প্রেরণা' প্রকল্প শুরু করার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই প্রকল্পে স্নাতক উত্তীর্ণদের প্রতিমাসে আড়াই হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এক বছর টাকা পাবেন স্নাতক উত্তীর্ণরা। দু'মাস এই প্রকল্পে টাকা পেয়েছেন সুবিধা প্রাপকরা। বাজেট না হওয়ার জন্য এই প্রকল্প বন্ধ ছিল। আগামী সেপ্টেম্বর থেকে ফের এই প্রকল্প শুরু করা হবে। এবং স্নাতক উত্তীর্ণ সুবিধা প্রাপকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হবে টাকা।

তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভর অসম অভিযান' প্রকল্পে প্রথম পর্যায়ে ২৫ হাজার যুবক-যুবতীকে এক লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে যোগ্য বিবেচিত ১২,৫০০ যুবক-যুবতীকে ফের এক লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। সবকিছু যাচাই করার পর

এরপর ছয়ের পাতায়

একধাপ এগুলো বরাকে হাইকোর্ট বেঞ্চের দাবি, স্ট্যান্ডিং কমিটিতে যাচ্ছে প্রস্তাব

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১৬ জুলাই : বরাক উপত্যকায় গুয়াহাটি হাইকোর্টের একটি স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘদিনের দাবিতে বৃহস্পতিবার গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। হাইকোর্ট বেঞ্চ দাবি বাস্তবায়ন কমিটির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে গুয়াহাটি হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি আশুতোষ কুমার জানান, বিষয়টি বিধি অনুসারে হাইকোর্টের প্রশাসনিক স্ট্যান্ডিং কমিটির বিবেচনার জন্য পাঠানো হবে। একে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বলে আখ্যা দিয়েছেন আইনজীবীরা।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে হাইকোর্ট দাবি কমিটির কর্মকর্তারা।

দাবি বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যরা একই দিনে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গেও বৈঠক করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের জানিয়েছেন, স্থায়ী বেঞ্চ বা ডিভিশন বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিচার বিভাগের আওতায় পড়ে। তবে বিচার বিভাগের অনুমোদন মিললে প্রয়োজনীয় ভবন নির্মাণ, পরিকাঠামো গড়ে তোলা-সহ সব ধরনের প্রশাসনিক সহযোগিতা দিতে রাজ্য সরকার প্রস্তুত। বৃহস্পতিবার সকালে মুখ্য বিচারপতির কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিচারপতি মাইকেল জংথুয়া এবং বিচারপতি মনীশ চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে বরাক উপত্যকায়

এরপর ছয়ের পাতায়

কামাখ্যা মন্দির করিডোর প্রকল্পের জন্য উচ্ছেদ শুরু

গুয়াহাটি, ১৬ জুলাই : কামাখ্যা করিডোর প্রকল্পের জন্য উচ্ছেদ শুরু হয়েছে। নীলাচল পাহাড়ের চূড়ায় কামাখ্যা মন্দিরে যাওয়ার প্রধান সড়কের পাশের দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। ৪৯৮ কোটি টাকার এই প্রকল্পের জন্য এই উচ্ছেদ অভিযান চলছে। ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তিপীঠের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং তীর্থযাত্রার অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর উত্তর-পূর্ব অঞ্চল উন্নয়ন উদ্যোগ (পিএম-ডেভআইএনই)-এর অধীনে এই প্রকল্প রূপায়ণ করা হবে।

রাজ্য সরকার, কামাখ্যা মন্দির পরিচালন কমিটি এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনার পরেই উচ্ছেদ শুরু হয়েছে। মন্দিরের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনও রকম আপস না করেই করিডোরটি গড়ে তোলা হবে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো পথচারীদের চলাচলে সুবিধা বাড়ানো, মন্দির চত্বরের যানজট কমানো, নাগরিক সুবিধার মানোন্নয়ন করা এবং প্রতি বছর তীর্থস্থানে আসা লক্ষ লক্ষ ভক্তদের জন্য উন্নততর সুযোগ-সুবিধা তৈরি করা। সরকারি সূত্রে জানা গেছে যে, করিডোরটির নকশা কামাখ্যা মন্দিরের পবিত্রতা ও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী পরিকাঠামোর আধুনিকায়ন করবে।

রথযাত্রায় পুরীতে পদপিষ্ট শতাধিক পুণ্যার্থী, মৃত ১

পুরী, ১৬ জুলাই : ওড়িশার পুরীতে বিশ্বখ্যাত রথযাত্রার উৎসব ঘিরে মর্মান্তিক ঘটনা। ভিড়ের চাপে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে সূত্রের খবর। একই সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরও অন্তত ২০০ জন দর্শনার্থী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রথযাত্রার দিনেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, রথ টানার ঐতিহাসিক মুহূর্ত দেখার জন্য সকাল থেকেই লক্ষ লক্ষ ভক্ত বড় দণ্ডে ভিড় জমিয়েছিলেন। সেই সময় অতিরিক্ত ভিড়ের মধ্যে অপেক্ষা করার সময় এক ভক্ত আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হয় বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে তাঁকে পুরী জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। যদিও মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে এখনও সরকারিভাবে চূড়ান্ত কিছু জানানো হয়নি, প্রাথমিকভাবে শ্বাসকষ্টের জেরেই ওই ভক্তের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

এদিকে একই সময়ে ভিড়ের চাপে আরও কয়েকজন ভক্ত আহত ও

এরপর ছয়ের পাতায়

পরিসীমা নির্ধারণ বিলের আগে সর্বদলীয় বৈঠকের দাবি খাড়গের

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই : সংসদের আসন্ন বাদল অধিবেশনের আগে মহিলা সংরক্ষণ এবং তার সঙ্গে যুক্ত পরিসীমা নির্ধারণ (ডিলিমিটেশন) ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখলেন কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি প্রস্তাবিত সংবিধান (১৩১তম সংশোধনী) বিল, ২০২৬ পুনরায় সংসদে আনার আগে এ বিষয়ে আলোচনা করতে অবিলম্বে একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে পাঠানো চিঠিতে খাড়গে জানান, সরকার যদি সংশোধিত আকারে বিলটি আবার সংসদে আনতে চায়, তবে তার আগে সব রাজনৈতিক দলের মতামত নেওয়া এবং প্রস্তাবিত পরিবর্তন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া জরুরি। তাঁর দাবি, এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে মত গড়ে তোলাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ। খাড়গে জানান, চলতি বছরের মার্চ ও এপ্রিল মাসে তিনি একাধিকবার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর কাছে সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বানের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু সেই অনুরোধে সরকার সাড়া

এরপর ছয়ের পাতায়

হঠাৎ জলস্তর বৃদ্ধি, কার্বি আংলঙের পিকনিক স্পটে নদীতে আটকে ৮

ডিফু, ১৬ জুলাই : অসমের পাহাড়ি জেলা কার্বি আংলঙের লংসোকাংথু পিকনিক স্পটে বৃহস্পতিবার হঠাৎ নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। প্রবল স্রোতের মধ্যে নদীর মাঝখানে আটকে পড়েছেন আট পর্যটক। তাঁদের উদ্ধার করতে কসরত করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, পাহাড়ি নদীতে আচমকা জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে স্রোত অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে। ফলে মাঝনদীতে আটজন নিরাপদে ফিরতে না পেরে বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখে

এরপর ছয়ের পাতায়

মায়ানমার উপকূলে নৌকাডুবি, ৫০০ রোহিঙ্গার মৃত্যুর আশঙ্কা !

ইয়াঙ্গুন, ১৬ জুলাই : বঙ্গোপসাগরের উত্তাল জলরাশি আবারও সাক্ষী হল এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের। মায়ানমারের উপকূল থেকে সমুদ্রপথে পাড়ি দেওয়ার সময় রোহিঙ্গা শরণার্থীবোঝাই দুটি নৌকাডুবির ঘটনায় ৫০০-এরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই ঘটনাকে সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম ভয়াবহ সামুদ্রিক বিপর্যয় হিসেবে অভিহিত করেছে রাষ্ট্রসংঘ।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা এবং রাষ্ট্রসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা এক যৌথ বিবৃতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, নৌকা দুটি মায়ানমারের সংঘাতপূর্ণ রাখাইন রাজ্য থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। জানা গিয়েছে, একটি নৌকায় প্রায় ২৫০ জন এবং অন্যটিতে প্রায় ২৮০ জন যাত্রী ছিলেন। এর মধ্যে একটি নৌকা যাত্রার শুরুতেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং অন্যটি গত ৮ জুলাই মায়ানমারের আয়েয়ারওয়াড়ি উপকূলের কাছে উলটে যায়।

এরপর ছয়ের পাতায়

'অসমে উৎপাদন আন্তর্জাতিক মানের ম্যাচা চা'

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১৬ জুলাই : অসমে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মানের প্রিমিয়াম 'ম্যাচা' চা। আর উৎপাদনের পরই গুয়াহাটি টি-অকশন সেন্টারে (জিটিএসি) প্রথম ব্যাচের নিলামে প্রতি কেজির দাম উঠেছে ৩ হাজার টাকা। বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে এই সাফল্যের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান, অসমের প্রায় ২০০ বছরের চা শিল্পে এটি এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা, যা আন্তর্জাতিক বাজারে 'অসম টি'-র ব্র্যান্ডকে আরও শক্তিশালী করবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনসুকিয়া জেলার ছোটো টিংরাই চা বাগানে এই ম্যাচা চা উৎপাদন শুরু হয়েছে। জাপানের সঙ্গে প্রায় এক দশকের সহযোগিতা, আধুনিক প্রযুক্তি, বিশেষ যন্ত্রপাতি এবং জাপানি বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতার সমন্বয়েই এই সাফল্য এসেছে। তাঁর কথায়, বহু বছর ধরে মূলত কালো চায়ের জন্য পরিচিত অসম এবার বিশেষ ধরনের প্রিমিয়াম চায়ের বাজারেও নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে শুরু করেছে। অসমে উৎপাদিত প্রথম বাণিজ্যিক ম্যাচা চায়ের পাঁচ কেজির প্রথম ব্যাচ সম্প্রতি গুয়াহাটি টি-অকশন সেন্টারের ২৭ নম্বর নিলামে বিক্রি হয়। জে. থমাস অ্যান্ড কোম্পানি

এরপর ছয়ের পাতায়

নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন, গ্রেফতার শিক্ষক, মাদ্রাসা সিল

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১৬ জুলাই : বঙাইগাঁও জেলার যোগীঘোপার এক বেসরকারি আবাসিক মাদ্রাসায় এক নাবালিকা ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন করে প্রতিষ্ঠানের এক শিক্ষক। ঘটনাটি ঘটেছিল বুধবার এবং স্থানীয় জনতা প্রতিবাদ করার পাশাপাশি মাদ্রাসায় ঢুকে ভাঙচুর করেন। অভিযুক্ত শিক্ষককে শেষমেশ গ্রেফতার করে পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসন গোটা মাদ্রাসা সিল করে দিয়েছে। একইসঙ্গে সেখানে থাকা ১৪৯ জন নাবালিকা আবাসিক ছাত্রীকে তাঁদের অভিভাবকদের হাতে তুলে দিয়ে বাড়ি পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, 'ইশওয়াতুল উলুম মাদ্রাসাতুল বানাত' নামে ওই মাদ্রাসার শিক্ষক তথা মৌলভি আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে দুই নাবালিকা ছাত্রী যৌন নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পাওয়ার পরই পকসো আইনে মামলা গ্রহণ করে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে যোগীঘোপা থানার পুলিশ। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা মাদ্রাসার সামনে বিক্ষোভে

এরপর ছয়ের পাতায়

নবম শ্রেণিতে কেন তিন ভাষা সিবিএসইকে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই : সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই) নবম শ্রেণি থেকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য তিনটি ভাষার অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক করেছে। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলল। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, নবম শ্রেণি থেকেই বোর্ড পরীক্ষার চাপ পড়তে থাকে পড়ুয়াদের উপরে। সেক্ষেত্রে তিন ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে চাপ আরও বাড়ানোর অর্থ কী। পাশাপাশি তামিলনাড়ু প্রশাসনকে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ, কেন্দ্রের শিক্ষানীতির বিরোধিতা না করার।

প্রতি জেলায় জওহর নবোদয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে নির্দেশ মাদ্রাজ হাইকোর্ট দিয়েছিল তারই বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয়েছে মামলা। যার শুনানি ছিল এদিন। আর তখনই বিচারপতি নাগারত্ন প্রশ্ন তোলেন, কেন নবম শ্রেণিতে একটি নতুন ভাষা শিক্ষা চালু করা হবে। বিচারপতি নাগারত্ন মন্তব্য করেন, দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার প্রস্তুতির

এরপর ছয়ের পাতায়

লাচিত-এর ওপর পূর্ণদৈর্ঘ্যের সিনেমা, ধুরন্ধর-এর পরিচালককে ফোন হিমন্তের

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১৬ জুলাই : আহোম সেনাপতি লাচিত বরফুকনের বীরত্বগাথা এবার বলিউডের বড় পর্দায় তুলে ধরতে চান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাঁর ইচ্ছে, লাচিতকে কেন্দ্র করে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের হিন্দি চলচ্চিত্র নির্মিত হোক, যা শুধু বাণিজ্যিক সাফল্যই পাবে না, দেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে অসমের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ও পৌঁছে দেবে। সেই লক্ষ্যেই সম্প্রতি 'ধুরন্ধর'-খ্যাত পরিচালক আদিত্য ধরের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন তিনি।

পরিচালকও বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং আগস্টে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সময় দেবেন বলে জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার ফেসবুক লাইভে এসে এই তথ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, বলিউডে বিভিন্ন সময় দেশের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে একাধিক সফল চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এসব ছবি যেমন বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়েছে, তেমনই দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বৃহত্তর দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু অসম কিংবা উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাসের এমন কোনও মহানায়ককে নিয়ে এখনও বলিউডে বড় পরিসরে পূর্ণদৈর্ঘ্যের হিন্দি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়নি। তাঁর মতে, এই শূন্যতা পূরণ হওয়া প্রয়োজন।

এরপর ছয়ের পাতায়

প্রতিবাদের শেষ ভাষাও কি হারিয়ে যাচ্ছে ?

উত্তমকুমার সী

ক্ষুধা কাকে বলে, তা আমরা অনেকেই জানি বলে মনে করি। কিন্তু সত্যিই কি জানি ? দিনের শেষে যখন প্রিয় খাবার নিশ্চিন্তে টেবিলে এসে যায়, তখন টানা উনিশ দিন অনাহারে থাকার সিদ্ধান্তকে উপলব্ধি করা সহজ নয়। হয়তো সেই কারণেই অনশনকে অনেকে রাজনৈতিক নাটক, প্রতীকী কর্মসূচি কিংবা প্রচারের কৌশল বলে উড়িয়ে দেন। অথচ মানবদেহ কোনও প্রতীক বোঝে না, রাজনীতি বোঝে না, সে বোঝে কেবল বেঁচে থাকার নির্মম সংগ্রাম। চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে, খাবার বন্ধ হয়ে গেলে প্রথমে আমাদের শরীর জমিয়ে রাখা শক্তি ব্যবহার করে। তারপর ধীরে ধীরে পেশি ক্ষয় হতে থাকে, চর্বি ভেঙে শক্তি উৎপন্ন হয়, রক্তচাপ কমে যায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হতে শুরু করে। অনশনের প্রতিটি দিন মানুষকে মৃত্যুর আরও কাছাকাছি নিয়ে যায়। তাই অনশন কেবল একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, এটি নিজের শরীরকেই প্রতিবাদের ভাষায় পরিণত করার সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্তগুলির একটি।

এই বাস্তবতার মধ্যেই দিল্লির যন্তর-মন্তরে টানা উনিশ দিন ধরে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। জাতীয় স্তরের চিকিৎসা প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে তাঁর এই আন্দোলন। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, একজন মন্ত্রীর পদত্যাগে কি সমস্যার সমাধান হবে? হয়তো হবে না। কিন্তু জবাবদিহির শুরু তো কোথাও থেকে হতেই হয়। গণতন্ত্রে প্রতিবাদের উদ্দেশ্য সব সময় তাৎক্ষণিক সমাধানের জন্য নয়, অনেক সময় তা রাষ্ট্রকে অস্বস্তিকর সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করানো। প্রশ্নপত্র ফাঁস এখন আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হয় না। গত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নিয়োগ পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় একের পর এক অনিয়ম সামনে এসেছে। প্রতিটি প্রশ্নপত্র ফাঁস কেবল একটি প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর স্বপ্ন, পরিবারের আর্থিক ত্যাগ এবং বছরের পর বছর ধরে চলা কঠোর পরিশ্রম। একটি পরীক্ষা বাতিল হওয়া মানে বহু তরুণের জীবনের মূল্যবান সময় অনিশ্চয়তার অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া। বিশেষ করে চিকিৎসা প্রবেশিকা পরীক্ষা ঘিরে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তা বহু পরীক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। সেই সময় একাধিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনাও সামনে আসে। প্রতিটি ঘটনার পেছনে ভিন্ন ভিন্ন কারণ থাকতে পারে, কিন্তু অনিশ্চয়তা, চরম মানসিক চাপ এবং ভেঙে পড়া আস্থার ভূমিকা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

সোনম ওয়াংচুক চাইলে নিজের গবেষণা, শিক্ষা ও উদ্ভাবনের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে পারতেন। কেউ তাঁকে অনশনে বসতে বাধ্য করেনি।

এরপর ছয়ের পাতায়

সাময়িক প্রসঙ্গ
শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপনের সেরা মাধ্যম
যোগাযোগ করুন:
২৪৬৪২২, ২৩০০০৬

UROLOGIST

স্বনামধন্য কিডনি বিশেষজ্ঞ **Dr. Joy Narayan Chakraborty,** *MS, FRCS, DNB (Double), MCH* বর্তমানে কলকাতার প্রসিদ্ধ FORTIS হাসপাতালে কর্মরত। আগামী **02 August, 2026** স্থানীয় **MEDINOVA** হাসপাতালে সকল ধরনের Kidney ureter, Bladder Stone, Prostate এবং অন্যান্য Urinary জটিল রোগের চিকিৎসা ও প্রয়োজনে LASER-MACHINE-এর দ্বারা অপারেশন করিবেন। নাম নথিভুক্ত করার শেষ দিন **01 August, 2026.**

(M) 6900280695

হারিয়েছে

গত ৭ জুলাই ২০২৫ তারিখ আমি কাটলিছড়া থেকে হাইলাকান্দি যাবার পথে আমার মাধ্যমিক পরীক্ষার মার্কশিট **(Roll A 17-No. 274)** কোথায় হারিয়ে গেছে। কেউ পেয়ে থাকলে নিম্ন ঠিকানায় পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকব।

Address
ABDUL GAFUR
BARBHUIYA
P.O.: Dinanathpur
Mo.: 8812871405

Affidavit

I, **Faizur Ahmed,** S/o. Azizur Rahman, resident of Vill. Srikona Pt-I, P.O. Srikona, P.S. Silchar, Dist. Cachar, Assam. That my actual and correct name is Faizur Ahmed which is written in my all other relevant documents for all legal purposes. That my name has been written in my birth certificate vide registration no.1262 dtd.10/07/1992 as Fayjur Rahman instead of Faizur Ahmed. Faizur Ahmed and Fayjur Rahman is one and same person. By this affidavit before the Magistrate, Silchar on 16th July, 2026.

Faizur Ahmed, Deponent

AFFIDAVIT

My wife name is SarmilaThapa has been recorded in FSD Service Record and correct name is Sharmila Thapa declared vide Affidavit (Certificate) No. IN-AS-50052436396367Y before the Notary Public, Silchar on this the 16th July, 2026

Arun Kumar Thapa, Deponent

AFFIDAVIT

My daughter name is Kritika Thapa, Date of Birth- 02-05-2005 has been recorded in FSD Service Record and correct Date of Birth is 27-02-2005, declared vide Affidavit (Certificate) No. IN-AS-50074752823594Y before the Notary Public, Silchar on this the 16th July, 2026.

Arun Kumar Thapa, Deponent

হলফনামা

আমি, রফিক উদ্দিন লস্কর, পিতা- সাহাদুল ইসলাম লস্কর, গ্রাম- নারায়ণপুর পার্ট-১, ডাকঘর- চাঁদপুর (পশ্চিম), থানা ও জেলা- হাইলাকান্দি, আসাম-এর বাসিন্দা: হাইলাকান্দির নোটারি পাবলিকের সম্মুখে হলফনামা দ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত ও সঠিক নাম হলো "সাহাদুল ইসলাম লস্কর" **(SAHADUL ISLAM LASKAR)**, যা তার সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথিপত্রে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তার আধার কার্ডে (নম্বর ৪৩৪৯ ১৩৩১ ৬০২২) তার সঠিক নাম "সাহাদুল ইসলাম লস্কর"-এর পরিবর্তে ভুলবশত "শাহিদুল ইসলাম লস্কর" **(SAHIDUL ISLAM LASKAR)** হিসেবে নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, "সাহাদুল ইসলাম লস্কর" এবং "শাহিদুল ইসলাম লস্কর"— উভয় নামই একই ব্যক্তির, অর্থাৎ আমার পুত্রের।

AFFIDAVIT

I, **Manuj Pandey,** S/o. Shrinath Pandey, resident of Vill. Koyah T.E, P.O. Koyah, P.S. Lala, Dist.-Hailakandi, Assam, by an affidavit before the 1st Class Judical Magistrate, Hailakandi on 10-07-2026 declare that my actual name is Manuj Pandey and my wife's actual name is Punam Chowbey. But unfortunately in my son namely Riddhi Mann Pandey's birth certificate vide Regd. No.- B-2017: 18-01540-000986, dated 25/09/2017 wherein my name has been wrongly recorded as Monuj Pandey instead of Manuj Pandey and my wife name as Punam Pandey instead of Punam Chowbey which is required to be corrected and rectified.

AFFIDAVIT

I, **Hussain Ahmed,** D.O.B.- 02-03-1983, S/o.- Amin Uddin, permanent resident of Hospital Road, Srigouri, P.O.- Srigouri, P.S.- Badarpur, Dist.- Sribhumi (Karimganj), Assam, Pin-788806, do hereby solemnly declare that my wife's actual and correct name is Momota Begom and this is recorded in all her relevant documents but I have obtained a Passport vide No. V5089747 dated 21-01-2022 wherein inadvertently my wife's name has been wrongly recorded as "Begom Begom" instead of her actual and correct name "Momota Begom" and by the affidavit sworn before the Addl. District Magistrate, Sribhumi on this the 16th day of July, 2026 declare that "Momota Begom" and "Begom Begom" is the name of one and same person in all respects and purposes and both the are my wife's name.

Hussain Ahmed, Deponent

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

সাময়িক প্রসঙ্গে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে পাঠকদের যথাযথ খোঁজখবর নিতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও দাবি বা বক্তব্য সম্পর্কে সাময়িক প্রসঙ্গ কোনও ধরনের দায়িত্ব বা নিশ্চয়তা বহন করে না।

কর্মাধ্যক্ষ— সাময়িক প্রসঙ্গ

GOVERNMENT OF ASSAM
E-mail: assam.samb@gmail.com; ceo.asamb@gmail.com web: http://asamb.assam.gov.in
ASSAM STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
RAMKRISHNA MISSION ROAD, ULUBARI, GUWAHATI-781007

No. ASAMB/ENGG/2928/2026/26

PRESS NOTICE
(INVITATION FOR BID)

The Chief Executive Officer, Assam State Agricultural Marketing Board (ASAMB) invites item rate bids from appropriate class of registered contractor under Agriculture Department/ ASAMB with a validity of 180 (One hundred eighty) days from the date of opening of the bids. The bidders must be registered with the E-tendering system (ETS) of the Govt. of Assam. Details of bids may be seen in the e-procurement portal of Govt. of Assam https://assamtenders.gov.in from 18th July, 2026. All terms and conditions will be as per the Bidding Documents. The works are under the funding of PM- Rashtriya Krishi Vikash Yojona (RKVY).

Chief Executive Officer.

DIPR/CF/SMK 835 17-Jul-26

লক্ষীপুরে গ্রীষ্মকালীন সাংস্কৃতিক কর্মশালা শুরু

JOGAI MATHURA HIGH SCHOOL

সাময়িক প্রসঙ্গ, লক্ষীপুর, ১৬ জুলাই : রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের উদ্যোগে ও কাছাড় জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং ফুলেরতল সরগম শিল্পী সংঘের ব্যবস্থাপনায় শুরু হলো গ্রীষ্মকালীন সাংস্কৃতিক কর্মশালা। শিবির চলবে পনেরো দিন। শিবিরে সঙ্গীত, নৃত্য ও যোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

শিবিরে ৬০ জন প্রশিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। বৃহস্পতিবার বিন্নাকান্দিঘাট জগাই মথুরা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে সরগম সংস্থার সভাপতি সিয়ারাম যাদবের সভাপতিত্বে শিবিরের উদ্বোধনী সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিন্নাকান্দি ব্লক আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভাপতি লাচিত সিং, জগাই মথুরা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ শিল্পজিৎ পাল, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দুর্গাকান্ত পাণ্ডে, ওয়ার্ড সদস্য রাজু খঠিক, যোগ শিক্ষক সৌরভ দাস ও নৃত্য শিক্ষিকা পুষ্পিতা রায়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা অনুষ্ঠানের অতিথিরা। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সৌরভ দাস। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সরগম সংস্থার সম্পাদক অভ্রজিৎ পাল। তাছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন লাচিত সিং, দুর্গাকান্ত পাণ্ডে, শিল্পজিৎ পাল, পুলক দাস, অসীম পাল প্রমুখ।

গুমড়া সেতু : চালক বিক্ষোভে উত্তাল

আব্দুস সুবহান লস্কর

চালকদের সঙ্গে কথা বলছেন পুলিশ অফিসার।

কাটিগড়া, ১৬ জুলাই : গুমড়া সেতুর বাহানায় টানা কুড়ি দিন থেকে অবরুদ্ধ বরাক। জাতীয় সড়কের পাশে মাইলের পর মাইল ঠাঁয় দাঁড়িয়ে হাজার হাজার লরি। সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন চালক-খালাসিরা। এতে স্বাভাবিকভাবেই চালকদের মধ্যে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটল বৃহস্পতিবার। শত শত গাড়িচালক জাতীয় সড়কের করচূড়ায় সড়ক অবরোধ করে বসে প্রতিবাদ জানান। দীর্ঘক্ষণ সড়ক অবরোধের ফলে তীব্র যানজট দেখা দেয় সড়কে আর এতেই টনক নড়ে পুলিশের। দলবল নিয়ে করচূড়ায় পৌঁছান গুমড়া পুলিশ অনুসন্ধান কেন্দ্রের ইনচার্জ প্রণব মিলি। দীর্ঘক্ষণ পুলিশ-চালক বাকবিতণ্ডা চলে। শুরু হয় ঠেলাধাক্কা। তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শেষে শুক্রবার রাতে গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হবে বলে গুমড়া পুলিশ অনুসন্ধান কেন্দ্রের ইনচার্জ প্রণব মিলির আশ্বাসে অবরোধমুক্ত হয় সড়ক। চালকরা জানান, দীর্ঘদিন থেকে সড়কের পাশে এভাবে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকায় হু হু করে বাড়ছে গাড়ির ইএমআই। চুরি হচ্ছে গাড়ির ব্যাটারি, মোবাইল-সহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। সর্বোপরি তীব্র খাদ্যসংকটে ভুগছেন তারা। নেই পানীয়জলের কোনও ব্যবস্থা, ফুরিয়ে গেছে হাতের টাকা। ফলে দু'বেলা দু'মুঠো ভাতও জুটছে না তাদের। নেই শৌচাগারের কোনও ব্যবস্থা। স্নান করতে হলে কয়েক মাইল অতিক্রম করে গুমড়া নদীতে যেতে হয়। এতসব দুর্ভোগের পরও প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা সত্যিই আশ্চর্যজনক। ক্রমশ গাড়ি ছাড়ার দিন বাড়িয়েই চলেছে স্থানীয় প্রশাসন। শুক্রবার রাতে গাড়ি ছাড়া না হলে আর রক্ষা নেই। ঘড়ির কাঁটা ১২টা ছুঁলেই গন্তব্যের উদ্দেশে পাড়ি দেবেন তারা। এতে জেল, ফাঁসি যা হওয়ার হবে বলে স্পষ্ট জানান চালকরা। চালকরা ক্ষোভের সুরে বলেন, ট্রাক চালক সংস্থা, মোটর চালক সংস্থা, একাধিক সংস্থা থাকলেও বিপদের সময় কোনও সংস্থা খোঁজখবর নিতে রাজি নয়। সংস্থার নামে চালকদের কাছ থেকে শুধু অর্থ আদায় করে নেওয়া সংস্থার কর্মকর্তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সীমাবদ্ধ। সেতু বিকল হওয়ায় জাতীয় সড়কের উপর নিরুপায় হয়ে চালকরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকলে গাড়ি প্রতি ২০০ টাকা করে মাসুল বলপূর্বক নিতে চায়। ওরা স্থানীয়, না বাইরের লোক, চিনেন না চালকরা। কুড়িদিন ধরে এই অবস্থায় চালকদের দিন কাটাতে হচ্ছে।

উধারবন্দের দু'টি স্কুলে শুরু গ্রীষ্মকালীন সাংস্কৃতিক কর্মশালা

গ্রীষ্মকালীন কর্মশালা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৬ জুলাই: গ্রীষ্মের ছুটিকে শুধু অবসরের সময় নয়, শিল্প, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার পাঠশালায় পরিণত করার লক্ষ্যে উধারবন্দ বিধানসভা কেন্দ্রের দু'টি বিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয় পক্ষকালব্যাপী গ্রীষ্মকালীন সাংস্কৃতিক কর্মশালা। কাছাড় জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং অসম সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচির ব্যবস্থাপনায় রয়েছে পালংঘাট শিবদুর্গা ক্লাব। শিলচরের ডিএনএনকে স্কুলে (যা বর্তমানে উধারবন্দ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত) আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কর্মশালার সূচনা হয়। একইসঙ্গে উধারবন্দ প্র্যাক্টিসিং গভর্নমেন্ট সিনিয়র বেসিক স্কুলেও শুরু হয়েছে এই কর্মশালা। ডিএনএনকে স্কুলে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় তারাপুর গার্লস হাইস্কুল ও গভর্নমেন্ট গার্লস এইচএস স্কুলের পড়ুয়ারাও অংশগ্রহণ করে। সব মিলিয়ে প্রথম দিনেই প্রায় ৫০ জন পড়ুয়া অংশ নিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে জেলা সাংস্কৃতিক আধিকারিক স্নেহাংশুশেখর রায় বলেন, শিক্ষার প্রকৃত পরিসর কখনও শুধু পাঠ্যবইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকে না। সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, চিত্রকলার মতো সৃজনশীল চর্চাই শিশুদের মননকে সমৃদ্ধ করে এবং আত্মবিশ্বাসী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। রাজ্য সরকার সেই লক্ষ্য নিয়েই গ্রীষ্মকালীন ছুটিকে অর্থবহ করে তোলার এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই কর্মশালা থেকে উঠে আসবে বহু নতুন প্রতিভা, যারা ভবিষ্যতে জেলার সাংস্কৃতিক পরিচয়কে আরও সমৃদ্ধ করবে। স্বাগত ভাষণে শিবদুর্গা ক্লাবের উপদেষ্টা লালনপ্রসাদ গোয়ালা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে রাজ্য সরকার নতুন প্রজন্মকে শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তা নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী। তিনি বলেন, শিশুদের প্রতিভা বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ের বাইরেও এমন উদ্যোগ প্রয়োজন ছিল। সেই দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়ে শিবদুর্গা ক্লাব গর্বিত এবং এই কর্মশালাকে সফল করে তুলতে সংগঠনের সদস্যরা সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন।

বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালার প্রতিনিধি অসীম দেব কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, যা করবে, মন দিয়ে করবে। এই পনেরো দিনে প্রশিক্ষকরা যা শেখাবেন, তা আন্তরিকভাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা করতে হবে। তিনি শিবদুর্গা ক্লাবের দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন। শিক্ষক অরুণাভ দে অভিভাবকদের উদ্দেশে আবেদন জানিয়ে বলেন, সন্তানদের নিয়মিত কর্মশালায় পাঠানোর পাশাপাশি তাদের উৎসাহিত করাও অত্যন্ত জরুরি। পরিবারের সহযোগিতাই শিশুদের প্রতিভা বিকাশের সবচেয়ে বড় শক্তি।

নৃত্য প্রশিক্ষক শুভ্রাংশু নাথমজুমদার ছোটদের উদ্দেশে বলেন, প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বাড়িতে মা-বাবাকেও বুঝিয়ে বলতে হবে। নিয়মিত উপস্থিত থেকেই শেখার আনন্দকে পূর্ণতা দিতে হবে। এই কর্মশালায় চিত্রকলার প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বিশাল দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক সন্দীপ দেবনাথ এবং শিবদুর্গা ক্লাবের সচিব বাবলু দাস-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। আগামী পনেরো দিন ধরে সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, চিত্রকলা ও যোগব্যায়ামের বিভিন্ন বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল বিকাশে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের চেষ্টা চলবে। গ্রীষ্মের ছুটিকে আনন্দ, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির এক অনন্য মিলনমেলায় পরিণত করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

অনুমতি ছাড়া হোর্ডিং ও ইউনিপোল স্থাপনকারীদের নিবন্ধনের নির্দেশ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৬ জুলাই: শিলচর পুরনিগমের অনুমতি ছাড়া শহরের বিভিন্ন স্থানে হোর্ডিং, ইউনিপোল, কিয়স্ক-সহ বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন কাঠামো স্থাপনকারী সমস্ত বিজ্ঞাপন সংস্থা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে আগামী ৩১ জুলাই, ২০২৬-র মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে নাম নথিভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে শিলচর পুর নিগম। পুর নিগমের পক্ষ থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিলচর পুর নিগমের লাইসেন্স শাখায় আবেদনপত্র জমা দিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন না করলে 'আসাম পুরনিগম আইন, ২০২২'-র ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭ ও ১৩৮ নম্বর ধারার বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শিলচর পুর নিগম শহরের বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে স্থাপিত বিজ্ঞাপন কাঠামো নিয়ন্ত্রণ এবং বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনতে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

কাঁঠালতলিতে ৩৯ কৃতী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা, দ্বীনি শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বারোপ

সাময়িক প্রসঙ্গ, কটামণি, ১৬ জুলাই : দ্বীনি শিক্ষার প্রসার, ইসলামি মূল্যবোধের বিকাশ এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাঁঠালতলি আঞ্চলিক এমারতে শরয়িয়াহ ও নদওয়াতুত তামিরের উদ্যোগে ছবাহি মক্তব ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। বুধবার দক্ষিণ বাঘন জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ধর্মীয় ও সামাজিক আবহে ৩৯ জন শিক্ষার্থীকে বই, সনদপত্র ও সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কোরান পাঠ ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। পরে অতিথিদের গামছা ও ব্যাজ পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার আলেম-উলামা, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী, অভিভাবক এবং বিভিন্ন মসজিদ ও মাদ্রাসার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিটি মুসলিম ছেলেমেয়ের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। দ্বীনি শিক্ষা মানুষকে নৈতিকতা, সততা, শৃঙ্খলা, মানবিকতা ও আদর্শ জীবন গঠনের শিক্ষা দেয়। সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, মাদকাসক্তি ও অপরাধপ্রবণতা রোধে ধর্মীয় শিক্ষার বিকল্প নেই বলেও তাঁরা মত প্রকাশ করেন।

বক্তারা অভিভাবকদের সন্তানদের জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামি আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিক জ্ঞান অর্জনের ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় উত্তর-পূর্ব ভারত এমারতে শরয়িয়াহ ও নদওয়াতুত তামির পরিচালিত ছবাহি মক্তবগুলির শিক্ষা কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। বক্তাদের মতে, গ্রামীণ অঞ্চলে শিশু-কিশোরদের কোরান শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে এসব মক্তব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাঁঠালতলি আঞ্চলিকের কাজিয়ে শরিয়ত মওলানা আব্দুল মন্নান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিক্ষক আব্দুস সালাম। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের ছবাহি মক্তব ফাইনাল পরীক্ষায় কাঁঠালতলি আঞ্চলিকের অধীন ৯টি মক্তব থেকে ৩৯ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে শতভাগ সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়। তাদের এই কৃতিত্বকে স্বীকৃতি জানিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে দেশ, জাতি ও শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায় বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়।

মরিয়ম আজমল উইমেন্স কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

সামসুজ্জামান

AJMAL
AJMAL

হোজাই, ১৬ জুলাই : আজমল ফাউন্ডেশনের পরিচালনাধীন মরিয়ম আজমল উইমেন্স কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ১৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস বৃহস্পতিবার বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হোজাই জেলার নির্বাচন আধিকারিক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আরাধনা দাস। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'স্বপ্ন দেখতে শিখো এবং শিক্ষার পথে এগিয়ে যাও। স্বপ্ন না থাকলে সাফল্যও আসে না।' আজমল ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের মা মরিয়ম ওন-নিছা আজমলের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত এই সম্পূর্ণ আবাসিক মহিলা কলেজটি মাত্র ১৮ জন সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রীকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। বর্তমানে অসম-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের শতাধিক ছাত্রী এখানে অধ্যয়ন করছে এবং এখন পর্যন্ত সহস্রাধিক ছাত্রী কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে, ২০০৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দেড় হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। নারী ক্ষমতায়ন এবং মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত কলেজটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে স্নাতক তৈরির পাশাপাশি সিভিল সার্ভিস, পুলিশ সার্ভিস এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্যও ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এছাড়া মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগের পাশাপাশি তাদের আর্থিক ও স্বাস্থ্যগত কল্যাণেও আজমল ফাউন্ডেশন বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আজমল ফাউন্ডেশনের পরিচালক ড. খসরুল ইসলাম বলেন, 'মরিয়ম আজমল উইমেন্স কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, এটি আজমল পরিবারের আবেগ। নারীশিক্ষার প্রসার ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করা এই প্রতিষ্ঠান আজ রাজ্যের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মহিলা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।' উল্লেখ্য, একটি মহিলা কলেজের মাধ্যমে শুরু হওয়া আজমল ফাউন্ডেশনের শিক্ষা অভিযান বর্তমানে সমগ্র রাজ্যে ৩৫টিরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিস্তৃত হয়েছে। এই দীর্ঘ যাত্রায় মরিয়ম আজমল উইমেন্স কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি নারীশিক্ষা, উৎকর্ষতা এবং ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

গভীর উৎসাহ-উদ্দীপনায় রথযাত্রা পালিত সোনাইয়ে

সোনাইয়ে রথ টানার মুহূর্ত।

ফয়জুর রহমান লস্কর

সোনাই, ১৬ জুলাই : প্রতি বছরের মতো এবার ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে প্রভু জগন্নাথের রথযাত্রা পালিত হয় সোনাইয়ে। তবে, এবার বাড়তি আয়োজন উৎসাহ-উদ্দীপনায় আবালবৃদ্ধবনিতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রথের রশি ধরে টানতে দেখা গেছে। এদিন, সোনাই কালীবাড়ি রাধাগোবিন্দজি মন্দির সর্বজনীন রথযাত্রা মহোৎসব কমিটির ব্যবস্থাপনায় কালীবাড়ি রোড থেকে বিকেল আড়াইটে নাগাদ সুসজ্জিত গাড়ি বহরে বের হয় বিশাল রথযাত্রা। মহিলাদের উলুধ্বনি দিয়ে বাবা জগন্নাথ ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে এলাকা। হিন্দু ও মণিপুরি সম্প্রদায়ের আবালবৃদ্ধবনিতা রথের রশিতে হাত লাগান। সর্বপ্রথমে ঝাড়ু হাতে নিয়ে রাস্তা পরিষ্কারের হাত লাগান মহোৎসব কমিটির সহ-সভাপতি ভজন সেন। একে একে অতুল শুক্লবৈদ্য, দীপুকুমার দাস-সহ শীর্ষ স্থানীয় বিশিষ্টজনেরা হাত লাগান। কড়া পুলিশি প্রহরায় শতাধিক পুরুষ-মহিলা, কিশোর-কিশোরী রথের বহর টেনে সোনাই শহরের বিভিন্ন সড়ক পরিক্রমা করেন। রথযাত্রাটি প্রথমে সোনাই-কাবুগঞ্জ, সোনাই-মতিনগর, সোনাই-শিলচর রোড পরিক্রমা করে নেতাজিপল্লী হয়ে ফের জগন্নাথ মন্দিরে ফিরে আসে। এ সময় সোনাই শহরতলিতে ব্যাপক যানযটের সৃষ্টি হয়। পুলিশ প্রশাসন সতর্ক থাকায় কোনও অসুবিধে হয়নি। শহরের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জনগণ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রথের আনন্দ উপভোগ করেছেন। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে রথযাত্রা সম্পন্ন হওয়ায় সোনাইবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন আয়োজক কমিটির কর্মকর্তারা।

রথযাত্রা উপলক্ষে লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে পানীয় জল বিতরণ

SILCHAR VALLEY VIEW

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৬ জুলাই : শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে লায়ন্স ক্লাব অব শিলচর ভ্যালি ভিউ-র উদ্যোগে ভক্ত ও পথচারীদের মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল বিতরণ করা হয়। ইটখলা এলাকায় স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার শাখার বিপরীতে আয়োজিত এই সেবামূলক কর্মসূচিতে রথযাত্রার চারটি শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী ভক্ত এবং পথচারীদের প্রচণ্ড গরমে স্বস্তি দিতে পানীয় জল পরিবেশন করেন ক্লাবের সদস্যরা। এই মানবিক উদ্যোগে প্রকল্পের চেয়ারপার্সন বন্দিতা ত্রিবেদি রায়ের নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি সঞ্জীব রায়, সুবীর দে, রাজদীপ দাস, পুষ্পাবতী রায়-সহ ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা। ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই তাদের মূল উদ্দেশ্য। ভক্ত ও সাধারণ মানুষও এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

দক্ষিণ কৃষ্ণপুর ঈদগাহ কমিটি পুনর্গঠন, সভাপতি আমরুল, সম্পাদক আকতার

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৬ জুলাই: ঐতিহ্যবাহী দক্ষিণ কৃষ্ণপুর ঈদগাহ কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। গত ১২ জুলাই অনুষ্ঠিত এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

নবগঠিত কমিটির সভাপতি হিসেবে আমরুল হক লস্কর এবং সম্পাদক হিসেবে আকতার হোসেন (বাদল) মনোনীত হন। সহ-সভাপতি পদে সইদুল হক বড়ভুইয়া ও নিজাম উদ্দিন মজুমদার এবং সহ-সম্পাদক পদে রাকিব আহমদ মজুমদার ও সাজু আহমদ লস্কর মনোনীত হয়েছেন।

নবগঠিত কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ কৃষ্ণপুর ঈদগাহের সার্বিক উন্নয়ন, শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সকলকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করা হবে। এজন্য এলাকার সর্বস্তরের মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা ও পরামর্শ কামনা করেছে কমিটি। পাশাপাশি ঈদগাহকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডেও সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

দিনপঞ্জিকা

শুক্রবার, ৩২ আষাঢ়, ইং ১৭ জুলাই, মুং ২ সফর (ভাং তাং ২৬ আষাঢ়)। অ ৩২ আহার, ফসলী ১৮ আষাঢ়, সংবৎ ৩ আষাঢ় সুদি। ৫।৩।৩৪ গতে সূর্যোদয়, ৬।২১।২৫ গতে সূর্যাস্ত। তৃতীয়া তিথি।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা মতে।

রাশিফল

মেষ : কর্মে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল হতে পারে। আন্তরিক চেষ্টায় কাজে সাফল্য ও অভিষ্ট বস্তু লাভ।

বৃষ : কোনও বন্ধু বা আত্মীয় বিষয়ে সংশয়। পরোপকারের চেষ্টা সফল হতে পারে।

মিথুন : ভাগ্যোদয় ও স্বগৌরব সাফল্য। শত্রুর বলাবল নির্ণয় করে কর্তব্য স্থির করুন। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

কর্কট : ব্যবসায়িক সাফল্য। বলবান শত্রুর মোকাবিলা। স্বাস্থ্যোন্নতি, সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ। বিদেশযাত্রার যোগ।

সিংহ : সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

কন্যা : বিদ্বান ও সমাজসেবী ব্যক্তির সম্মান লাভ। উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব। আইনগঠিত সমস্যার সমাধান। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর।

তুলা : সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। নতুন কর্মচেষ্টা সফল হতে পারে। সম্পত্তির সংস্কার ও নবনির্মাণ। নতুন যানবাহন ক্রয়।

বৃশ্চিক : বন্ধুবিচ্ছেদ ও স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান। কোনও কাজে সম্মান লাভ। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো।

ধনু : সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ। উত্তরাধিকার প্রাপ্তি ও অর্থসম্পত্তি বৃদ্ধি। সন্তানের কৃতিত্ব। ভ্রাতা-ভগিনীর স্বাস্থ্য ও কর্ম বিষয়ে শুভ।

মকর : বিদেশযাত্রার যোগ। আইনী সমস্যার সমাধান। ব্যবসায়িক সাফল্য। সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।

কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি। সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি।

মীন : বাক্যে সংযম পৈতৃক সম্পত্তি অর্জন এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি। ব্যবসায়ী ও চিকিৎসকের সাফল্য।

শ্রীভূমিতে প্রথমবারের মতো রামকৃষ্ণ মিশনে রথযাত্রা, কালীবাড়ির রথে ভক্তদের ভিড়

টাউন কালীবাড়ির রথযাত্রায় সুব্রত ভট্টাচার্য সহ অন্যরা।

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ১৬ জুলাই : রথযাত্রা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার লোকে লাকারোণ্য হয়ে পড়ে শ্রীভূমি শহরের রাজপথ। করিমগঞ্জ টাউন কালীবাড়ি, ইস্কন মন্দির, মদনমোহন আখড়া, কালী মহাবীর বাড়ি সহ বিভিন্ন মঠ-মন্দিরের রথ শহরের প্রধান প্রধান পথ পরিক্রমা করে। প্রথমবারের মতো শ্রীভূমি রামকৃষ্ণ মিশনে রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়। তবে রাজপথে নয়, মিশন প্রাঙ্গণে রথ পরিক্রমায় সামিল হন অধ্যক্ষ প্রেমঘনানন্দজি মহারাজ সহ সন্ন্যাসী, ছাত্র ও ভক্তরা।

প্রতিবছরের মতো এবারও করিমগঞ্জ টাউন কালীবাড়ির রথযাত্রা ছিল অন্যতম আকর্ষণ। ভক্তদের ভিড়ে রথের দড়ি টানার জন্য ছিল ব্যাপক উৎসাহ। তবে এবার জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থার কারণে রথ আগের বছরের তুলনায় অনেক কম পথ অতিক্রম করে। টাউন কালীবাড়ি পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, মেন রোডের ভাঙাচোরা অংশে রথ নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সীমিত পথেই রথ পরিক্রমা সম্পন্ন হয়। এদিনও অন্যান্য বছরের মতো টাউন কালীবাড়ির রথের অগ্রভাগে দেখা যায় জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি

এরপর সাতের পাতায়

'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে ভাসল শিলচর, রথের দড়িতে হাজারো হাত

সোনার ঝাড়ু হাতে পথ পরিষ্কার মন্ত্রী কৌশিকের

সোনার ঝাড়ু দিয়ে জগন্নাথের রথের পথ পরিষ্কার করছেন মন্ত্রী কৌশিক রায়। বৃহস্পতিবার শিলচরে।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৬ জুলাই : হালকা মেঘলা আকাশের নিচে বৃহস্পতিবার যেন ভক্তির রঙে সেজে উঠল শিলচর। শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টানাদ, হরিনাম সংকীর্তন আর উলুধ্বনির ঢেউয়ে সকাল থেকেই অন্য এক শহরে রূপ নেয় কাছাড়ের প্রাণকেন্দ্র। রাজপথে ছিল মানুষের ঢল, চোখে উৎসবের আলো, কণ্ঠে 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি। শতাব্দীপ্রাচীন বিশ্বাস আর চিরন্তন ঐতিহ্যের হাত ধরে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা এদিন ধর্মীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে হয়ে উঠল মিলন, সম্প্রীতি ও আনন্দের এক মহোৎসব। শহরের রথযাত্রায় এবারও আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিল শিলচর অম্বিকাপট্টি এলাকার ইসকন মন্দির। ভোর থেকেই মন্দির চত্বরে শুরু হয় শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব, বলভদ্র ও দেবী সুভদ্রার ষোড়শোপচারে পূজা। নানা উপাচার, ফলমূল, মিষ্টান্ন ও ব্যঞ্জন দিয়ে নিবেদন করা হয় ভোগ। সকাল বাড়তেই চারদিক ভরে ওঠে জপ, কীর্তন, ভক্তিমূলক সঙ্গীত আর অসংখ্য ভক্তের পদচারণায়। মন্দির প্রাঙ্গণ যেন পরিণত হয় এক মহাতীর্থে।

দুপুরে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব, বলভদ্র, দেবী সুভদ্রা এবং ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিগ্রহ সুসজ্জিত রথে প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাজবেশে অনুষ্ঠানে যোগ দেন মন্ত্রী কৌশিক রায়। আরতি নিবেদন করে তিনি বলেন, স্বামী প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণের বাণীকে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিলেন। আজ পৃথিবীর বহু দেশে ইসকনের উদ্যোগে রথযাত্রা উৎসব সমান উৎসাহে পালিত হয়। তাঁর কথায়, রথযাত্রা কেবল ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি, মানবিকতা ও ঐক্যের এক মহামিলন। তিনি সকলের শান্তি, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করে রাজ্যবাসীকে রথযাত্রার শুভেচ্ছা জানান।

এরপর আসে বহুপ্রতীক্ষিত সেই মুহূর্ত। পরম্পরা মেনে সোনার ঝাড়ু হাতে রথের পথ পরিষ্কার করেন মন্ত্রী কৌশিক রায়। সেই আচার শেষ হতেই শুরু হয় ইসকনের ২৮তম ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা। মন্ত্রী কৌশিক রায়, ইসকন মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি মহারাজ গৌরনিতাই দাস, উপস্থিত সাধু সন্ন্যাসী এবং হাজার হাজার ভক্ত একসঙ্গে রথের দড়িতে টান দেন। মুহূর্তের মধ্যে আকাশ কাঁপিয়ে ওঠে

এরপর সাতের পাতায়

শিলচরে 'সিওন ইন্ডিয়া'র অন্বেষা স্কুটি শো-রুমের উদ্বোধন কণাদের

ফিতা কেটে শো-রুমের দ্বারোদ্ঘাটন করছেন সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৬ জুলাই : বর্তমান বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণের মতো গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তাই দূষণ কমিয়ে পরিচ্ছন্ন ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এখন আর শুধু একটি বিকল্প নয়, বরং সময়ের দাবি। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক যানবাহন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসব যানবাহন কার্বন নিঃসরণ কমায়, জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা হ্রাস করে এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন ও সবুজ ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়তা করে। এই মন্তব্য করেছেন রাজ্যসভার সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ। বৃহস্পতিবার শিলচরে 'সিওন ইন্ডিয়া'র অন্বেষা স্কুটি শোরুমের উদ্বোধন করেন তিনি। রাজ্যে এই প্রথম সিওন ইন্ডিয়ার স্কুটি শোরুম খোলা হয়েছে শিলচর সোনাই রোডে আউলিয়া বাজারের কাছে।

এদিন ফিতা কেটে শোরুমটির উদ্বোধন করে সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার দেশে বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে একাধিক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফেম প্রকল্প, পিএম ই-ড্রাইভ উদ্যোগ, ইভি চার্জিং অবকাঠামোর সম্প্রসারণ এবং দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহ দেওয়ার মাধ্যমে সরকার একটি শক্তিশালী ইলেকট্রিক ভেহিকেল

এরপর সাতের পাতায়

ডিমা হাসাওর বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি দলের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাফলং, ১৬ জুলাই : ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দাবি ও দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানের দাবিতে জাদিখে নাইসো হসম, ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এবং ডিমাসা মাদার্স অ্যাসোসিয়েশনের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল বুধবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধি দলটি ডিমা হাসাও জেলার উন্নয়ন, প্রশাসনিক এবং সাংবিধানিক বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার দ্রুত ও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে।

তাঁরা জানায়, স্মারকলিপিতে জেলার সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ও গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি তুলে ধরা হয়েছে এবং সেগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সরকারের কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন। বৈঠকটি সৌহার্দ্যপূর্ণ ও গঠনমূলক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধি দলের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং উত্থাপিত দাবি ও বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। বৈঠক শেষে প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর ইতিবাচক মনোভাবের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং আশা ব্যক্ত করে, আলোচনায় উত্থাপিত বিষয়গুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিমা হাসাও জেলার সার্বিক উন্নয়ন ও জনগণের স্বার্থ সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ

এরপর সাতের পাতায়

আলগাপুর ভিপিএইচসি-তে তিন মাসে ২৯ শিশুর মৃত্যু : উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি

এনএইচএম-এর মিশন ডিরেক্টর এস লক্ষ্মণন হাতে স্মারকপত্র তুলে দিচ্ছেন ছাত্রনেতা জহির আহমেদ বড়ভূইয়া।

মোস্তাফা আহমদ লস্কর

পাঁচগ্রাম, ১৬ জুলাই : হাইলাকান্দি জেলার আলগাপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গত তিন মাসে অস্বাভাবিক হারে নবজাতক ও শিশুমৃত্যুর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। এমর্মে বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি খ্রিস্টানবস্তি এলাকায় থাকা কার্যালয়ে ন্যাশনাল হেল্থ মিশন (এনএইচএম) অসমের মিশন ডিরেক্টর ডাঃ এস

এরপর সাতের পাতায়

লোয়াইরপোয়ায় সাড়ম্বরে পালিত রথযাত্রা, দিনভর ধর্মীয় অনুষ্ঠান

এসএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ১৬ জুলাই : হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে বৃহত্তর লোয়াইরপোয়া ব্লকজুড়ে বৃহস্পতিবার সৃষ্টি হয় এক অপূর্ব ভক্তিময় পরিবেশ। প্রতি বছরের মতো এবারও অগণিত ভক্ত-অনুরাগীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এবং ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয় রথযাত্রা উৎসব। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে পূজার্চনা, নাম-সংকীর্তন, মহাপ্রসাদ বিতরণ, রথ পরিক্রমা, সন্ধ্যা আরতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসবটি সম্পন্ন হয়।

উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল বাজারিছড়া জগন্নাথ আশ্রম, যেখানে সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড় জমতে

এরপর সাতের পাতায়

লালায় রথযাত্রা, ভক্তদের ভিড়

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ১৬ জুলাই : দেশের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে লালায় ভক্তি, ঐতিহ্য ও উৎসবের আবহে পালিত হল রথযাত্রা। মহাপ্রভু জগন্নাথের রথের দড়িতে হাজারো ভক্তের টানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা শহর। হরিনাম সংকীর্তন, শঙ্খ-ঘণ্টার মঙ্গলধ্বনি এবং জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে এদিন লালা যেন পরিণত হয় এক বিশাল ভক্তিসাগরে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শহর সহ গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। লালার একাধিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রথযাত্রা উদ্‌যাপিত হয়। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে কিন্তু ভক্তিভরে সবাই রথের রশি ধরে হাঁটতে দেখা যায়। এদিকে, গরমের মধ্যে একটু তেষ্টা মেটাতে একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভক্তদের মধ্যে ঠাণ্ডা জল সহ জুস বিতরণ করতে দেখা যায়। এককথায় রথযাত্রাকে ঘিরে লালা শহর এদিন কার্যত এক উৎসবের রূপ ধারণ করে।

জনতার দরবারে মন্ত্রী কৌশিক, শুনলেন অভাব-অভিযোগ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৬ জুলাই : দলীয় কার্যালয়েই জনতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বজায় রাখার উদ্যোগ অব্যাহত রাখলেন মন্ত্রী কৌশিক রায়। বৃহস্পতিবার সকালে শিলচরের ইটখলায় কাছাড় জেলা বিজেপির কার্যালয়ে আয়োজিত জনতার দরবারে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনেন তিনি। পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলেন।

সকাল ১০টা থেকে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলা এই কর্মসূচিতে দলীয় নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। রাস্তাঘাট, পানীয়জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা, সরকারি প্রকল্প সহ নানা সমস্যা তুলে ধরেন তাঁরা। অভিযোগ শুনে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগে বিষয়গুলি পাঠানোর এবং দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য

এরপর সাতের পাতায়

কিশোর নাথের উদ্যোগে স্থায়ী রথের ব্যবস্থা রাজনগরে

নয়া রথের পুজো করছেন পুরোহিত।

সাময়িক প্রসঙ্গ, বড়খলা, ১৬ জুলাই : বিজেপির শ্রীকোণা মণ্ডলের অন্তর্গত রাজনগর জিপির বুড়িখালেরপার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি বস্তির শ্রীশ্রী জগবন্ধু বিগ্রহ মন্দিরে বৃহস্পতিবার ভক্তিভরে রথযাত্রা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে মন্দিরে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হলেও স্থায়ী রথের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। প্রতি বছরই মন্দির কমিটিকে মিউজিক ট্রাক বা বিভিন্ন অস্থায়ী ব্যবস্থার মাধ্যমে রথযাত্রা সম্পন্ন করতে হতো। বহু বছর ধরে চলা এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় ভক্তদের মধ্যে আক্ষেপ ছিল।

কয়েকদিন আগে মন্দির কমিটির সদস্যরা বড়খলার বিধায়ক কিশোর নাথের দ্বারস্থ হয়ে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তাদের আবেদন শোনার পর বিধায়ক কিশোর নাথ আশ্বাস দিয়েছিলেন, এবার রথযাত্রার আগেই তিনি এই দীর্ঘদিনের

এরপর সাতের পাতায়

রথযাত্রা উপলক্ষে সেজে উঠেছে হাফলংয়ের শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দির

বিপ্লব দেব

হাফলং, ১৬ জুলাই : রথযাত্রা উৎসবকে কেন্দ্র করে হাফলংয়ের ঐতিহ্যবাহী শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দিরে উৎসবের আবহ বিরাজ করছে। মন্দির প্রাঙ্গণ রঙিন আলোকসজ্জা, ফুল, পতাকা ও নান্দনিক সাজসজ্জায় সুশোভিত করা হয়েছে। ভক্তদের আগমনে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সমগ্র মন্দির চত্বরে এক আধ্যাত্মিক ও ভক্তিময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মন্দির পরিচালনা সমিতি জানিয়েছে, রথযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ

এরপর সাতের পাতায়

তামেংলং জেলায় স্থানীয় সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠক আসাম রাইফেলসের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৬ জুলাই : রাজ্যে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে আসাম রাইফেলসের শ্রীকোণা ব্যাটালিয়ন বৃহস্পতিবার মণিপুরের তামেংলং জেলার কৈমাই গ্রামে নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলির (সিএসও) সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করে। বৈঠকে আসাম রাইফেলস, মণিপুর পুলিশ এবং ওইনামলং, সিবিলং ও কৈমাই গ্রামের

এরপর সাতের পাতায়

শনিবার শ্রীভূমিতে মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পালের রিভিউ মিটিং

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ১৬ জুলাই : রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ, পার্বত্য এলাকা ও বরাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল শনিবার শ্রীভূমিতে এক পর্যালোচনা বৈঠক করবেন। শনিবার বেলা ১২টায় শ্রীভূমি জেলা কমিশনার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এই পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এতে জেলার সাংসদ, বিধায়ক সহ উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিক ও বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানদের উপস্থিত থাকতে শ্রীভূমি জেলা প্রশাসন থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

এদিকে, বৃহস্পতিবার পাঁচদিনের

এরপর সাতের পাতায়

৪৫ বছর পর গ্রেফতার জিয়াউর রহমান হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মেজর মোজাফফর

আমিনুল হক ভূঁইয়া

ঢাকা, ১৬ জুলাই : বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি অবসরপ্রাপ্ত মেজর মোঃ মোজাফফর হোসেনকে প্রায় ৪৫ বছর আত্মগোপনে থাকার পর গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। বুধবার গভীর রাতে ঢাকার বনানী ডিওএইচএস এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (গোয়েন্দা) মোঃ শফিকুল ইসলাম জানান, গ্রেফতারের পর প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কোর্ট মার্শালের কার্যক্রমের জন্য মোজাফফর হোসেনকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে অবস্থানকালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান বিদ্রোহী সেনা কর্মকর্তাদের হামলায় নিহত হন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত এই হত্যাকাণ্ডের পর সেনাবাহিনী ব্যাপক অভিযান চালায় এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

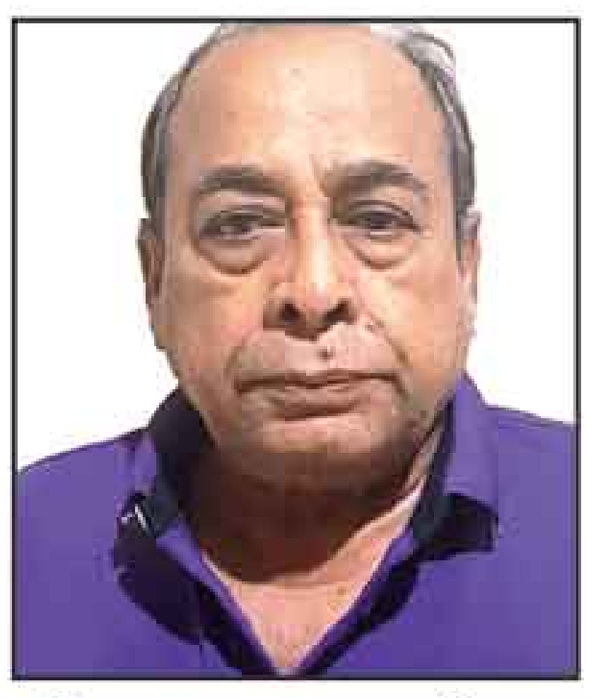

তদন্ত নথি অনুযায়ী, হত্যাকাণ্ডে সরাসরি অংশ নেওয়া সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে মেজর মোজাফফর হোসেন এবং ক্যাপ্টেন মোসলেহ উদ্দিন অন্যতম ছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, মেজর মোজাফফর হোসেন প্রথমে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে সনাক্ত করে তাঁর ওপর গুলি চালান। পরে তিনি তৎকালীন ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুরকে টেলিফোনে রাষ্ট্রপতি নিহত হওয়ার খবর জানান।

ঘটনার পর সেনাবাহিনীর অভিযানে মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুর সহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে মঞ্জুর নিহত হন, যা নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে নানা বিতর্ক রয়েছে। অন্যদিকে ক্যাপ্টেন মোসলেহ উদ্দিন গ্রেফতার হয়ে বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পান। তবে মেজর মোজাফফর হোসেন ও মেজর এসএম খালেদ দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন।

তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি, পলাতক অবস্থায় মেজর মোজাফফর হোসেন দীর্ঘ সময় ভারতে আত্মগোপনে ছিলেন। ১৯৯৭-৯৮

এরপর সাতের পাতায়

ভক্তি ও সম্প্রীতির আবহে রামকৃষ্ণনগরে রথযাত্রা

মনোজ মোহান্তি

রামকৃষ্ণনগর, ১৬ জুলাই : ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, গভীর ভক্তি ও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণনগর বিধানসভা কেন্দ্রজুড়ে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান উৎসব জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। সকাল থেকেই রামকৃষ্ণনগর শহর সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ এলাকাগুলোতে এক অভূতপূর্ব উৎসবের আবহ তৈরি হয়। নিভিয়া বাজার, দুল্লভছড়া, আনিপুর, হরিনগর এবং রামকৃষ্ণনগর শহরের প্রায় প্রতিটি গ্রাম ও পাড়ায় এদিন ভক্তিভরে জগন্নাথদেব, সুভদ্রা ও বলরামের রথযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। দিনভর বিভিন্ন এলাকার মন্দির ও আখড়াগুলোতে বিশেষ পুজো, আরতি, ভাগবত পাঠ এবং

এরপর সাতের পাতায়

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ৯১, শুক্রবার, ১৭ জুলাই, আষাঢ় ৩২, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩

উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাবেই পিছিয়ে আছে ভারতীয় ফুটবল

ভারতে স্পনসরশিপ, মিডিয়া কভারেজ, পরিকাঠামো এবং তরুণ অ্যাথলেটদের সিংহভাগই ক্রিকেটের দিকে ঝুঁকে থাকে।

১৪০ কোটির বেশি জনসংখ্যা এবং ফুটবলের প্রতি বিপুল আবেগ থাকা সত্ত্বেও, বর্তমানে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত ১৩৮ নম্বরে। বিশ্বমঞ্চে ভারতের এই পিছিয়ে পড়ার মূল কারণগুলো নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিশ্লেষণ চলছে, বিশেষত এই ফিফা বিশ্বকাপের ভর মরসুমে। ইউরোপ বা দক্ষিণ আমেরিকার সফল ফুটবল দেশগুলোতে ৬ থেকে ১২ বছর বয়স থেকেই শিশুদের পেশাদার অ্যাকাডেমিতে নিয়মতান্ত্রিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতে এধরনের দীর্ঘমেয়াদি ও বিজ্ঞানসম্মত গ্রাসরুট পরিকাঠামো অত্যন্ত নগণ্য। ফলে অনেক সহজাত প্রতিভা সঠিক বয়সে উপযুক্ত গাইডেন্স না পেয়ে হারিয়ে যায়। আদর্শ ফুটবল সংস্কৃতিতে কোটি কোটি শিশু নীচে খেলবে, সেখান থেকে স্ক্রিনিঙের মধ্য দিয়ে অ্যাকাডেমি এবং সবশেষে পেশাদার লিগ বা জাতীয় দল তৈরি হবে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ-র মতো চকচকে শীর্ষ লিগে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ হলেও সেই তুলনায় নীচের স্তরের স্কুল, কলেজ বা জেলা স্তরের লিগগুলোর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাছাড়া ম্যাচ খেলার কম সুযোগ।

ইউরোপীয় বা শীর্ষ এশীয় দেশগুলোর একজন ফুটবলার বছরে প্রায় ৫০-৫৫টি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার সুযোগ পান। সেখানে ভারতের ঘরোয়া ফুটবল মরসুম অত্যন্ত ছোট এবং একজন ভারতীয় ফুটবলার বছরে গড়ে মাত্র ২০-২৫টি ম্যাচ খেলেন। আন্তর্জাতিক স্তরের গতি ও শারীরিক সক্ষমতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য এই ম্যাচের সংখ্যা একেবারেই পর্যাপ্ত নয়। বিদেশি লিগে খেলার অভাব ও নিয়মের জটিলতার ফলে ভারতীয় ফুটবলাররা সাধারণত দেশের বাইরে কোনও বিদেশি লিগে খেলার সুযোগ পান না। যার ফলে তারা ভিন্ন ঘরানার ও উচ্চমানের ফুটবলের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন না। এছাড়া, ভারতের দ্বৈত নাগরিকত্ব নীতি না থাকার কারণে প্রবাসী ভারতীয় দক্ষ ফুটবলাররা ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার আইনি সুযোগ পান না। এর মধ্যে রয়েছে পরিকাঠামো, স্পোর্টস সায়েন্স ও দূরদর্শিতার অভাব। আধুনিক ফুটবলে ডাটা অ্যানালিসিস, সঠিক ডায়েট, ইনজুরি ম্যানেজমেন্ট এবং স্পোর্টস সায়েন্স অপরিহার্য।

ভারতের বেশিরভাগ ফুটবল ক্লাবেই এই আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি রয়েছে। পাশাপাশি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ)-র দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব এবং অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক জটিলতাও ফুটবলের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে। এছাড়া সামাজিক মানসিকতা ও ক্রিকেট-কেন্দ্রিকতাও এ ক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী। উরুগুয়ে (জনসংখ্যা ৩৫ লক্ষ) বা ক্রোয়েশিয়ার (জনসংখ্যা ৪০ লক্ষ) মতো ছোট ছোট দেশে তৃণমূল স্তরে ফুটবলার তৈরির যে পরিকাঠামো রয়েছে, ভারতের বিশাল জনসংখ্যার অনুপাতে তা অত্যন্ত নগণ্য। ভারতে স্পনসরশিপ, মিডিয়া কভারেজ, পরিকাঠামো এবং তরুণ অ্যাথলিটদের সিংহভাগই ক্রিকেটের দিকে ঝুঁকে থাকে। এছাড়া, ভারতীয় অভিভাবকদের মধ্যে ফুটবলকে একটি নিরাপদ বা আর্থিকভাবে স্থিতিশীল ক্যারিয়ার হিসেবে দেখার মানসিকতা এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি। তবে আশার কথা হলো, এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য ফেডারেশন 'ভিশন ২০৪৭' রোডম্যাপ তৈরি করেছে, যার অধীনে তৃণমূল স্তরে প্রায় ৩৫ মিলিয়ন শিশুকে ফুটবলে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

তবে এত নেই-র মধ্যেও, ভারতের তৃণমূল স্তরের ফুটবল যে আন্তর্জাতিক মানের প্রতিভা তৈরিতে সক্ষম, তা প্রমাণ করেছে দেশের যুব দলগুলো। যেমন, মিনর্ভা অ্যাকাডেমির ইউরোপ জয়। চণ্ডীগড়ের মিনর্ভা অ্যাকাডেমি এফসি ফিনল্যান্ডে অনুষ্ঠিত মর্যাদাপূর্ণ হেলসিঙ্কি কাপ ২০২৬ টুর্নামেন্টে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন এইচজেকে হেলসিঙ্কি-কে ১-০ গোলে হারিয়ে ঐতিহাসিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই অনূর্ধ্ব যুব টুর্নামেন্টে ভারতীয় ছেলেরা মোট ৫১টিরও বেশি গোল করেছে এবং পুরো টুর্নামেন্টে মাত্র ১টি গোল হজম করেছে। নকআউট পর্বে তারা ফিনল্যান্ডকে ১৯-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে বিশ্ব ফুটবলকে তাক লাগিয়ে দেয়। এর ঠিক আগেই এই ভারতীয় যুব দল সুইডেনের বিখ্যাত 'গথিয়া কাপ' (যাকে যুব বিশ্বকাপ বলা হয়) এবং ডেনমার্কের 'ডানা কাপে' ইউরোপীয় দলগুলোকে বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে ট্রফি জিতেছে। সুতরাং, মিনর্ভা অ্যাকাডেমির এই অবিশ্বাস্য সাফল্য প্রমাণ করে যে, ভারতে প্রতিভার অভাব নেই, অভাব উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার। যদি এই যুব তারকাদের কর্পোরেট লিগের বেড়াজালে নষ্ট না করে আগামী ২০৩৪ বা ২০৩৮ বিশ্বকাপের লক্ষ্য নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিচর্যা করা যায়, তবেই ভারত বিশ্ব ফুটবলের মূল মঞ্চে নিজের জায়গা করে নিতে পারবে বলে অবশ্যই আশা করা যায়।

পরিচয়ের গণনা, শুধু পরিসংখ্যানগত অনুশীলন নয়

বিধায়ক দাশ পুরকায়স্থ

মাতৃভাষা সেই 'নাড়ির বন্ধন', যা মাতৃগর্ভে প্রাণের সূচনালগ্ন থেকেই মা ও সন্তানের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সৃষ্টি করে। সেই বন্ধন ইচ্ছামতো ছিন্ন করা যায় না, অন্য কোনও ভাষা দিয়ে প্রতিস্থাপনও করা যায় না। একজন মানুষ পৃথিবীর বহু ভাষা শিখতে পারেন, বহু ভাষায় কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন, কিন্তু তার মাতৃভাষা তার জন্মপরিচয়ের মতোই চিরস্থায়ী। তাই নিজের সামর্থ্যের সর্বোচ্চ প্রয়াসে মাতৃভাষাকে রক্ষা করা, সংরক্ষণ করা এবং সমৃদ্ধ করা প্রত্যেক মানুষের আজীবনের নৈতিক দায়িত্ব। অসমের জনগণনাকে ঘিরে বর্তমান বিতর্কের মূলে রয়েছে এই মৌলিক সত্যটির পুনরাবিষ্কার। কারণ, ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তে বহু মানুষ তাদের ভাষাগত পরিচয় সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আজ সেই সিদ্ধান্তকেই নতুন করে বিচার করছে ইতিহাস।

ভারতের
জনগণনা
২০২৭

ভারতের জনগণনা কেবল জনসংখ্যা গণনার প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়— এটি একটি জাতির আত্মপরিচয়ের দলিল। প্রতি দশ বছর অন্তর রাষ্ট্র যখন তার নাগরিকদের কাছে কয়েকটি আপাত-সরল প্রশ্ন রাখে— আপনার বয়স কত, ধর্ম কী, কোথায় থাকেন, কী কাজ করেন, আপনার ভাষা কী— তখন বাস্তবে সে কেবল সংখ্যা সংগ্রহ করে না— সংগ্রহ করে একটি সভ্যতার স্মৃতি, একটি সমাজের বিবর্তন এবং মানুষের আত্মপরিচয়ের ইতিহাস। জনগণনার প্রতিটি ঘর পূরণ হয় শুধু তথ্য দিয়ে নয়, পূরণ হয় মানুষের জীবন, অভিজ্ঞতা, উত্তরাধিকার এবং অস্তিত্বের গল্পে।

এ কারণেই জনগণনা কখনও নিছক একটি পরিসংখ্যানগত অনুশীলন নয়। অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক— সকলের কাছেই এটি একটি দেশের সামাজিক মানচিত্র। আগামী দশকের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো, কল্যাণমূলক প্রকল্প, ভাষানীতি, এমনকী রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বহু সিদ্ধান্ত এই তথ্যের ওপরই নির্ভর করে। সংখ্যার পেছনে তাই থাকে মানুষের ভবিষ্যৎ।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ২০২১ সালের জনগণনা স্থগিত হওয়ার পর দীর্ঘ বিরতির শেষে অনুষ্ঠিত হতে চলা ২০২৭ সালের জনগণনা (কিছু পর্যায়ের কাজ ২০২৬ সাল থেকেই শুরু) একাধিক কারণে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করছে। এটি হবে স্বাধীন ভারতের অষ্টম এবং দেশের ষোড়শ জনগণনা। একইসঙ্গে এটিই হবে ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল জনগণনা, যেখানে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের পদ্ধতিতে প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আবাসন, শিক্ষা, ধর্ম, ভাষা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অভিবাসন, তফসিলি জাতি-জনজাতি, এমনকী পৃথক পর্যায়ে জাতিভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ— সব মিলিয়ে এটি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের বৃহত্তম প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডগুলোর একটি।

তবে জনগণনার প্রকৃত শক্তি তার প্রযুক্তিতে নয়, তার বিশ্বাসযোগ্যতায়। সেই বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তি গড়ে উঠেছে ভারতীয় সংবিধান এবং 'জনগণনা আইন, ১৯৪৮'-র ওপর। আইনটি প্রত্যেক নাগরিককে সঠিক তথ্য প্রদানের দায়িত্ব দিয়েছে এবং জনগণনা কর্মীদের সেই তথ্য অবিকৃতভাবে লিপিবদ্ধ করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। একইসঙ্গে ব্যক্তিগত তথ্যের কঠোর গোপনীয়তার নিশ্চয়তাও দিয়েছে। অর্থাৎ, জনগণনার উদ্দেশ্য বিচার করা নয়, নথিভুক্ত করা— পরিচয় নির্ধারণ করা নয়, পরিচয়ের বাস্তবতাকে বিশ্বস্তভাবে সংরক্ষণ করা। এই প্রেক্ষাপটেই জনগণনার একটি প্রশ্ন অন্য সব প্রশ্নকে ছাপিয়ে যায়—'আপনার মাতৃভাষা কী?'

ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে এই প্রশ্নের উত্তর প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত। মানুষ কোনও দ্বিধা ছাড়াই তাঁদের মাতৃভাষার নাম উল্লেখ করেন। কিন্তু অসমে এই প্রশ্নের উত্তর বহু দশক ধরে কেবল ভাষাগত বিষয় নয়— এটি ইতিহাস, রাজনীতি, নাগরিকত্ব, আত্মপরিচয়, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং অস্তিত্বের প্রশ্নে পরিণত হয়েছে। একটি মাত্র শব্দ— 'মাতৃভাষা'— অসমের সমাজজীবনে কখনও কখনও এমন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, যা নির্বাচনী রাজনীতি থেকে সামাজিক সম্পর্ক পর্যন্ত নানা স্তরে প্রভাব ফেলেছে।

এই বাস্তবতার কেন্দ্রে রয়েছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলাভাষী মুসলমান সমাজ এবং আংশিকভাবে একই অঞ্চলের একাংশ বাংলাভাষী হিন্দু সমাজ। তাঁদের কাছে জনগণনার 'মাতৃভাষা' কলামটি কেবল ভাষার পরিচয় নয়— এটি বহু প্রজন্মের সিদ্ধান্ত, ত্যাগ, আশা, হতাশা এবং আত্মপরিচয়ের ইতিহাস বহন করে। সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে নেওয়া কিছু সিদ্ধান্ত আজ নতুনভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে। বহু মানুষের অন্তরে এমন সব প্রশ্নের জন্ম হয়েছে, যার উত্তর ইতিহাস আজও সম্পূর্ণভাবে দিতে পারেনি।

এই আলোচনায় প্রবেশের আগে জনগণনায় 'মাতৃভাষা' বলতে কী বোঝায়, তা পরিষ্কারভাবে জানা জরুরি। জনগণনার সরকারি সংজ্ঞা অত্যন্ত স্পষ্ট। মাতৃভাষা হলো সেই ভাষা, যা একজন ব্যক্তি শৈশবে তাঁর মায়ের কাছ থেকে শিখেছেন। যদি শিশুকালেই মায়ের মৃত্যু ঘটে, তা হলে পরিবারের অভ্যন্তরে প্রধানত যে ভাষায় তার বেড়ে ওঠা, সেটিই তার মাতৃভাষা হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ, মাতৃভাষা কোনও রাজনৈতিক পরিচয় নয়, কোনও প্রশাসনিক ভাষাও নয়— এটি মানুষের জীবনের প্রথম ভাষাগত অভিজ্ঞতা।

আরও একটি প্রচলিত ভুল ধারণা এখানে ভেঙে দেওয়া প্রয়োজন। জনগণনায় সংবিধানের অষ্টম তফসিলভুক্ত ২২টি ভাষার মধ্য থেকেই একটি নির্বাচন করতে হয়— এমন কোনও আইন নেই। একজন নাগরিক তার মাতৃভাষা হিসেবে যে কোনও ভাষা বা উপভাষার নাম উল্লেখ করতে পারেন। জনগণনা কর্মীর দায়িত্ব সেটিকে যথাযথভাবে নথিভুক্ত করা। জনগণনা ভাষা সৃষ্টি করে না, ভাষা পরিবর্তনও করে না— কেবল মানুষের মুখে উচ্চারিত সত্যকে পরিসংখ্যানে রূপ দেয়। এখানেই নিহিত রয়েছে সমগ্র বিতর্কের মূল সূত্র।

কারণ, একজন মানুষ একাধিক ভাষা জানতে পারেন— কিন্তু তার 'মাতৃভাষা একটিই'। তিনি বিদ্যালয়ে অসমিয়া, উচ্চশিক্ষায় ইংরেজি, ব্যবসায় হিন্দি এবং দৈনন্দিন জীবনে অন্য কোনও ভাষা ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু যে ভাষায় তিনি মায়ের মুখে প্রথম শব্দ শুনেছেন, যে ভাষায় প্রথম ঘুমপাড়ানি গান শুনে ঘুমিয়ে পড়েছেন, যে ভাষায় প্রথম হাসতে, কাঁদতে, অনুভব করতে এবং পৃথিবীকে চিনতে শিখেছেন— সেই ভাষাটিই তাঁর মাতৃভাষা।

প্রকৃতপক্ষে মাতৃভাষা কোনও ভাষাগত দক্ষতার নাম নয়, এটি মানুষের অস্তিত্বের প্রথম সাংস্কৃতিক পরিচয়।

মাতৃভাষা সেই 'নাড়ির বন্ধন', যা মাতৃগর্ভে প্রাণের সূচনালগ্ন থেকেই মা ও সন্তানের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সৃষ্টি করে। সেই বন্ধন ইচ্ছামতো ছিন্ন করা যায় না, অন্য কোনও ভাষা দিয়ে প্রতিস্থাপনও করা যায় না। একজন মানুষ পৃথিবীর বহু ভাষা শিখতে পারেন, বহু ভাষায় কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন, কিন্তু তার মাতৃভাষা তার জন্মপরিচয়ের মতোই চিরস্থায়ী। তাই নিজের সামর্থ্যের সর্বোচ্চ প্রয়াসে মাতৃভাষাকে রক্ষা করা, সংরক্ষণ করা এবং সমৃদ্ধ করা প্রত্যেক মানুষের আজীবনের নৈতিক দায়িত্ব।

অসমের জনগণনাকে ঘিরে বর্তমান বিতর্কের মূলে রয়েছে এই মৌলিক সত্যটির পুনরাবিষ্কার। কারণ, ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তে বহু মানুষ তাঁদের ভাষাগত পরিচয় সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আজ সেই সিদ্ধান্তকেই নতুন করে বিচার করছে ইতিহাস।

ভাষা, ইতিহাস এবং এক কঠিন সিদ্ধান্তের জন্ম : অসমের ভাষা-ইতিহাস বুঝতে হলে একটি মৌলিক সত্য স্বীকার করতেই হবে— এই ভূখণ্ড কোনও দিনই একভাষিক ছিল না। বরং বহুভাষিকতা, বহুজাতিকতা এবং বহুসাংস্কৃতিক সহাবস্থানই অসমের প্রকৃত ঐতিহ্য। অসমিয়া, বাংলা, বড়ো, কার্বি, মিসিং, ডিমাসা, রাভা, তিওয়া, দেওরী, নেপালি-সহ অসংখ্য ভাষাভাষী মানুষের সম্মিলিত অবদানেই গড়ে উঠেছে আধুনিক অসম। এই বহুত্বই অসমের শক্তি। আবার, ইতিহাসের নানা সন্ধিক্ষণে এই বহুত্বই রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

ঔপনিবেশিক শাসনের একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সেই বিতর্কের ভিতকে আরও গভীর করে তোলে। ১৮৩৬ সালে ব্রিটিশ সরকার অসমিয়া ভাষার পরিবর্তে বাংলাকে প্রশাসন ও শিক্ষার ভাষা হিসেবে চালু করে। এই সিদ্ধান্ত ছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসনের— অসমিয়া সমাজের নয়, বাংলাভাষী সাধারণ মানুষেরও নয়। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম বাস্তবতা হলো, একটি সরকারের সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক অভিঘাত বহু সময় নির্দোষ জনগোষ্ঠীকেও বহন করতে হয়। দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৮৭৩ সালে অসমিয়া ভাষা তার প্রাপ্য মর্যাদা ফিরে পেলেও সেই ঘটনার স্মৃতি অসমের ভাষা-রাজনীতিতে দীর্ঘ ছায়া ফেলে রেখে যায়।

এরপর এল ১৯৪৭-র দেশভাগ। পূর্ববঙ্গ বিভক্ত হলো, জন্ম নিল পূর্ব পাকিস্তান। সীমান্ত বদলে গেল, কিন্তু মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি এবং আত্মপরিচয় রাতারাতি বদলায়নি। দেশভাগের অভিঘাতে বলি, অভিবাসন, ভূমি, নাগরিকত্ব এবং নিরাপত্তার প্রশ্ন অসমের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতাকে ক্রমশ জটিল করে তুলল। ধীরে ধীরে ভাষা আর শুধু ভাষা রইল না— ভাষার সঙ্গে যুক্ত হতে লাগল 'কে স্থানীয়', 'কে বহিরাগত', 'কে এই মাটির সন্তান'— এই কঠিন প্রশ্নগুলো।

এই অস্থির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই ১৯৫১ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম জনগণনা অনুষ্ঠিত হয়। আজ, সাত দশকেরও বেশি সময় পরে ফিরে তাকালে দেখা যায়, ১৯৫১ সালের জনগণনা ছিল কেবল একটি প্রশাসনিক কর্মসূচি নয়— বহু মানুষের কাছে সেটি ছিল ভবিষ্যৎ নির্ধারণের এক মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সন্ধিক্ষণ।

(ক্রমশ)

পুরীর সৈকতে শোভা পাচ্ছে সুদর্শনের বালি ভাস্কর্য

JAI JAGANNATH
HAPPY RATHA JATRA

পুরী, ১৬ জুলাই: সমুদ্র সৈকতে শত রথ। জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে এমনই ভাস্কর্য তৈরি করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বালু-শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক। পুরীর সমুদ্র সৈকতে তাঁর তৈরি একশোটি ছোট আকারের বালির রথ দিয়ে অসাধারণ ভাস্কর্য নজর কাড়ছে। জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা এই শিল্পকর্মটিতে ভগবান জগন্নাথের একটি বিশাল বালির মূর্তির পাশাপাশি ছোট বালির রথ রয়েছে। এতে বার্তা দেওয়া হয়েছে : 'জয় জগন্নাথ, রথযাত্রার শুভেচ্ছা।' এই শিল্পকর্মটি 'পঞ্চসখা'র অন্যতম সাধক-কবি বলরাম দাসের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করে— জগন্নাথের ঐতিহ্য অনুযায়ী, রথযাত্রায় অংশ নিতে না পেরে তিনি সমুদ্রতীরে একটি 'বালি রথ' (বালির তৈরি রথ) নির্মাণ করে মহাপ্রভু জগন্নাথের পূজা করেছিলেন।

পদ্মশ্রী শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক বলেন, 'এই পবিত্র ঘটনাটি অটল ভক্তির এক কালজয়ী প্রতীক এবং উৎসবের আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের ক্ষেত্রে এটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।' ভাস্কর্যটিতে তিনটি বিশাল রথ-সহ ভগবান জগন্নাথকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, আর ১০০টি ছোট বালির রথ সেই লক্ষ লক্ষ ভক্তের ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রতীক, যারা এই বার্ষিক উৎসবে অংশ নেন। সুদর্শন স্যান্ড আর্ট ইনস্টিট্যুটের শিক্ষার্থীদের সহায়তায় এটি তৈরি করা হয়েছে।

শিল্পী আরও বলেন, 'গুণ্ডিচা রথযাত্রা কেবল একটি উৎসব নয়— এটি একটি দিব্য যাত্রা যা প্রতিটি ভক্তের হৃদয়কে বিশ্বাস, ভক্তি ও আনন্দে পূর্ণ করে তোলে। এই ভাস্কর্যের মাধ্যমে আমি মহাপ্রভু জগন্নাথের কাছে বিনম্র প্রার্থনা জানাই এবং শান্তি, সমৃদ্ধি ও মানবজাতির কল্যাণের জন্য তাঁর আশীর্বাদ কামনা করি। জয় জগন্নাথ।'

পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত সুদর্শন পট্টনায়েক ৬৫টিরও বেশি আন্তর্জাতিক বালুশিল্প প্রতিযোগিতা ও উৎসবে অংশগ্রহণ করে ভারতের জন্য বহু সম্মান এনেছেন। বালুশিল্পের মাধ্যমে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রচার এবং এইচআইভি/এইড্‌স, কোভিড-১৯, বিশ্ব উষ্ণায়ন, সন্ত্রাসবাদ, প্লাস্টিক দূষণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির জন্য তাঁর কাজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।

ব্যাক্টেরিয়া ও নাইট্রোজেনের মেলবন্ধনে কৃষির সমৃদ্ধি

চম্পক সাহা

একটি সুস্থ, সবল গাছের গোড়া লুকিয়ে থাকে মাটির গভীরে। আমরা যখন কোনও ফসলের জমি বা বাড়ির ছাদবাগানে সবুজ পাতার মেলা দেখি, তখন মূলত মাটির ওপরের সৌন্দর্যটাই উপভোগ করি। কিন্তু মাটির নীচে যে এক বিশাল অদৃশ্য জগৎ ২৪ ঘণ্টা নিরলস কাজ করে যাচ্ছে, তা আমরা কত জনই বা ভাবি? মাটির প্রকৃত উর্বরতা এবং উদ্ভিদের পুষ্টির প্রধান কারিগর হলো একদল উপকারী ব্যাক্টেরিয়া এবং একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান নাইট্রোজেন। বর্তমান আধুনিক কৃষিতে এবং সাধারণ বাগান পরিচর্যায় এই দু'টির ভূমিকা অপরিসীম।

মাটি কেবল ধূলিকণার সমষ্টি নয়, এটি একটি জীবন্ত পরিবেশ। এক গ্রাম উর্বর মাটিতে কোটি কোটি অণুজীব বা ব্যাক্টেরিয়া বাস করে। এদের প্রধান কাজ হলো মাটিকে সচল ও উর্বর রাখা।

জৈব পদার্থের পচন : মাটিতে থাকা গাছের পাতা, মরা শিকড় বা গোবর সারকে ব্যাক্টেরিয়া ভেঙে ফেলে। এই পচন প্রক্রিয়ার ফলেই তৈরি হয় হিউমাস, যা মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ায় এবং মাটিকে ফাঁপা বা ঝুরঝুরে রাখে।

পুষ্টি উপাদানের রূপান্তর : মাটিতে অনেক পুষ্টি উপাদান এমন অবস্থায় থাকে, যা গাছ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। ব্যাক্টেরিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সেই জটিল উপাদানগুলোকে ভেঙে গাছের গ্রহণযোগ্য সরল উপাদানে পরিণত করে।

ক্ষতিকারক ছত্রাক দমন : কিছু উপকারী ব্যাক্টেরিয়া প্রাকৃতিকভাবেই গাছের শিকড়ে অ্যান্টিবডি তৈরি করে, যা মাটির ক্ষতিকর রোগজীবাণু ও ছত্রাকের আক্রমণ থেকে গাছকে রক্ষা করে।

গাছের বেঁচে থাকার জন্য যে প্রধান তিনটি পুষ্টি উপাদান (নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম) সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তার মধ্যে প্রথমটিই হলো নাইট্রোজেন। এটিকে উদ্ভিদের বৃদ্ধির মূল জ্বালানি বলা যেতে পারে। ক্লোরোফিল উৎপাদন— নাইট্রোজেন হলো ক্লোরোফিলের প্রধান উপাদান। ক্লোরোফিল ছাড়া গাছ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করতে পারে না। পাতা গাঢ় সবুজ রাখার পেছনে মূল অবদান নাইট্রোজেনের।

শারীরিক বৃদ্ধি : গাছের কাণ্ড, নতুন ডালপালা এবং পাতার দ্রুত বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন অপরিহার্য। এর অভাবে গাছের বৃদ্ধি থমকে যায় এবং পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে। গাছের পাতা হলুদ হওয়ার প্রধান কারণ হলো ক্লোরোসিস, যা পাতার সবুজ রঞ্জক পদার্থ বা ক্লোরোফিলের ঘাটতির কারণে ঘটে। এটি সাধারণত অতিরিক্ত বা অপর্যাপ্ত জল, মাটির পুষ্টির অভাব (যেমন— নাইট্রোজেন, ম্যাগনেসিয়াম বা আয়রন), দুর্বল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, আলোর অভাব ও পোকামাকড়ের আক্রমণের ফলে হয়ে থাকে। উদ্ভিদের কোষ বিভাজন এবং প্রোটিন তৈরির জন্য নাইট্রোজেন জরুরি, যা পরোক্ষভাবে ফল-ফুলের আকার ও গুণগত মান নিশ্চিত করে।

আমাদের বায়ুমণ্ডলে প্রায় ৭৮ শতাংশ নাইট্রোজেন গ্যাস রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গাছ বাতাস থেকে সরাসরি এই নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না। এখানেই ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয় ব্যাক্টেরিয়া।

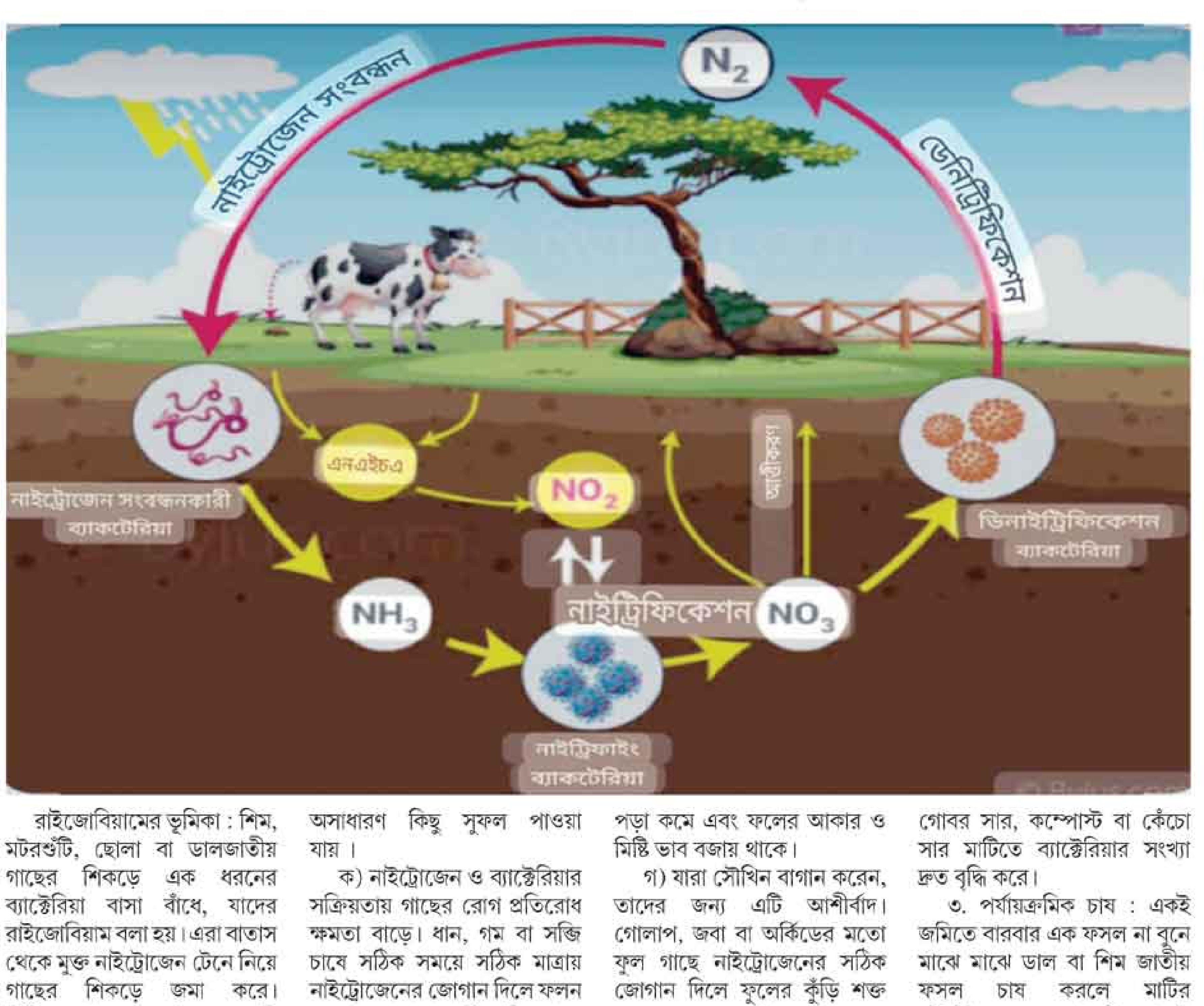

রাইজোবিয়ামের ভূমিকা : শিম, মটরশুঁটি, ছোলা বা ডালজাতীয় গাছের শিকড়ে এক ধরনের ব্যাক্টেরিয়া বাসা বাঁধে, যাদের রাইজোবিয়াম বলা হয়। এরা বাতাস থেকে মুক্ত নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে গাছের শিকড়ে জমা করে। বিনিময়ে গাছ এদের খাদ্য দেয়। এই পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে মাটিতে কৃত্রিম নাইট্রোজেন সার যেমন ইউরিয়া দেওয়ার প্রয়োজন অনেকাংশেই কমে যায়।

এছাড়া আজোটোব্যাক্টর বা ক্লোজট্রিডিয়াম-র মতো কিছু স্বাধীন ব্যাক্টেরিয়া মাটিতে মুক্ত অবস্থায় থেকেই বাতাস থেকে নাইট্রোজেন ধরে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

বাণিজ্যিক চাষাবাদ কিংবা বাড়ির টবে ফুল বা ফলের গাছ লাগান, মাটিতে ব্যাক্টেরিয়া ও নাইট্রোজেনের ভারসাম্য থাকলে অসাধারণ কিছু সুফল পাওয়া যায়।

ক) নাইট্রোজেন ও ব্যাক্টেরিয়ার সক্রিয়তায় গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। ধান, গম বা সব্জি চাষে সঠিক সময়ে সঠিক মাত্রায় নাইট্রোজেনের জোগান দিলে ফলন ৩০-৪০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। দানাদার ফসলের পুষ্টিগুণ ও প্রোটিনের পরিমাণ বাড়ে।

খ) ফল গাছের উপকারিতা (আম, পেয়ারা, লেবু ইত্যাদি) : ফল চাষের ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন গাছের কাঠামো মজবুত করে, যাতে গাছ প্রচুর ফলের ভার সহ্য করতে পারে। মাটিতে ব্যাক্টেরিয়ার উপস্থিতি শিকড়ের বিস্তার বাড়ায়, ফলে গাছ মাটি থেকে বেশি পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও জল শোষণ করতে পারে। এর ফলে ফল ঝরে পড়া কমে এবং ফলের আকার ও মিষ্টি ভাব বজায় থাকে।

গ) যারা সৌখিন বাগান করেন, তাদের জন্য এটি আশীর্বাদ। গোলাপ, জবা বা অর্কিডের মতো ফুল গাছে নাইট্রোজেনের সঠিক জোগান দিলে ফুলের কুঁড়ি শক্ত হয়, ফুলের সংখ্যা বাড়ে এবং পাপড়ির রং উজ্জ্বল হয়। ব্যাক্টেরিয়া সমৃদ্ধ মাটি টবের সীমিত জায়গাতেও গাছকে দীর্ঘদিন সতেজ ও পুষ্ট রাখে। মাটির এই প্রাকৃতিক উর্বরতা ধরে রাখতে আমাদের কিছু বিষয়ে সচেতন হওয়া জরুরি।

১. অতিরিক্ত রাসায়নিক সার বর্জন : অতিরিক্ত ইউরিয়া বা রাসায়নিক কীটনাশক মাটির উপকারী ব্যাক্টেরিয়াকে মেরে ফেলে। তাই সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করতে হবে।

২. জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি : গোবর সার, কম্পোস্ট বা কেঁচো সার মাটিতে ব্যাক্টেরিয়ার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করে।

৩. পর্যায়ক্রমিক চাষ : একই জমিতে বারবার এক ফসল না বুনে মাঝে মাঝে ডাল বা শিম জাতীয় ফসল চাষ করলে মাটির নাইট্রোজেন প্রাকৃতিকভাবেই রিচার্জ হয়ে যায়।

মাটি কোনও জড় বস্তু নয়, এটি একটি জীবন্ত সত্তা। রাসায়নিকের অতি ব্যবহারে মাটির ভেতরের অণুজীবদের ধ্বংস করা মানে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা। টেকসই কৃষি এবং সবুজ পৃথিবীর স্বার্থে আমাদের মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হবে। ব্যাক্টেরিয়া এবং নাইট্রোজেনের এই প্রাকৃতিক চক্রকে সচল রেখেই আমরা পেতে পারি বিষমুক্ত, পুষ্টিকর ফসল এবং একটি সুন্দর সবুজ বাগান।

পলকে

‘ট্রাম্পকে মারব’

তেহরান, ১৬ জুলাই : প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছে ইরান। লক্ষ্য একটাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কফিনবন্দি করা। তারই প্রতিচ্ছবি যেন ধরা পড়ল ইরানের রাস্তায়। তেহরানের এঙ্গেলব স্কোয়ারের বিশাল একটি বিলবোর্ড টাঙানো হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কফিনবন্দি একটি একটি ছবি। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে, মৃত্যুঘুমে ট্রাম্প। তাঁর চোখ বন্ধ। পরনে কালো কোর্ট, লাল টাই। তাঁর হাত বুকের উপরে। তিনি কালো একটি কফিনের উপরে শুয়ে রয়েছেন। সঙ্গে একটি বার্তায় লেখা, ‘ট্রাম্পকে আমরা হত্যা করব।’ সেখানে মিনাবের নিহত শিশুদের কথাও স্মরণ করা হয়েছে। ব্যঙ্গাত্মক এই ছবিটি ইতোমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। তবে গোটা বিষয়টি নিয়ে ওয়াশিংটন এখনও মুখ খোলেনি।

যদিও ট্রাম্প যে ইরানের হিটলিস্টের এক নম্বরে রয়েছে, তা আগেই স্বীকার করে নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সম্প্রতি আমেরিকার নেতৃত্বাধীন ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলনে বক্তৃতা করতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, ইরানের নেতারা এখন আর কেউ নয়। আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর আরেও এক দল নেতা এসেছিল। কিন্তু তারাও এখন আর কেউ নেই। মজার বিষয় হল আমিও হয়তো চলে যেতে পারি। কারণ, এখন আমি তাদের প্রধান লক্ষ্য। তেহরানের তথাকথিত হিটলিস্ট বা হত্যার তালিকায় আমি প্রথম স্থানে।

. বরখাস্ত শিক্ষক

হায়দরাবাদ, ১৬ জুলাই : হোমওয়ার্কের নামে এক দ্বিতীয় শ্রেণির হিন্দু ছাত্রকে কলমা পাঠের নির্দেশ শিক্ষকের! সম্প্রতি এমন অভিযোগকে কেন্দ্র করেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হায়দরাবাদের একটি বেসরকারি স্কুলে। ইতোমধ্যেই অভিযুক্ত শিক্ষককে বরখাস্ত করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ছাত্রের অভিভাবকের অভিযোগ, ধর্মীয় বিষয় পাঠ্যক্রমের বাইরে থাকা সত্ত্বেও সম্প্রতি ওই শিক্ষক গোটা ক্লাসকে হোমওয়ার্কে কলমা মুখস্থ করার নির্দেশ দেন। শুধু তাই নয়, পরদিন সেটি ক্লাসে পাঠ করারও নির্দেশ দেন। হিন্দু ছাত্রদেরও এই ‘হোমওয়ার্ক’ করতে হবে বলে জানান শিক্ষক। বিষয়টি জানার পরই বহু অভিভাবক স্কুলে গিয়ে প্রতিবাদ করেন। বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে স্কুল চত্বর। অভিভাবকদের দাবি, পরিবারের সম্মতি ছাড়া হিন্দু শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ধর্মের প্রার্থনা মুখস্থ করার নির্দেশ অনুচিত। এহেন আচরণ ধর্মীয় অনুভূতিতে সরাসরি আঘাত। ঘটনার তদন্তেরও দাবি জানান তারা। সায়েদাবাদ পুলিশ নিশ্চিত করেছে, এই সংক্রান্ত একটি অভিযোগ ইতোমধ্যেই তারা পেয়েছে। শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্তও। বিতর্কের মুখে অভিযুক্ত শিক্ষককে বরখাস্ত করেছে স্কুল কতৃপক্ষ। অভিভাবকরা বলেন, তস্কুলগুলির উচিত সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। পরিবারের সম্মতি ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের কোনও ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করতে বাধ্য করা উচিত নয়।

বাবাকে খুন

RIME SCENE DO NOT CR

গাজিয়াবাদ, ১৬ জুলাই : সম্পত্তির নথি দিতে হবে তাকে। তা নিয়েই বাবার সঙ্গে শুরু হয়েছিল বচসা। তার পরই চলল গুলি। লুটিয়ে পড়লেন ব্যবসায়ী। উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে বাবাকে খুনের অভিযোগ উঠল পুত্রের বিরুদ্ধে। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ব্যবসায়ীকে তিন রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঘটনাটি মোদীনগরের বুধানা গ্রামের। মৃতের নাম হরিওম চৌধরী। তিনি ওই গ্রামের সমৃদ্ধ কৃষক। মোদীনগরে তার ৭৫ বিঘা জমি রয়েছে। এছাড়াও দিল্লি-মেরঠ রোডে একটি বাজারের মালিকও তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, হরিওমের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১৫০ কোটি। দুই পুত্র এবং স্ত্রীকে নিয়ে সংসার হরিওমের। জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম নিখিল এবং কনিষ্ঠপুত্রের নাম নিশু। পুলিশ জানিয়েছে, নিখিল মাদকাসক্ত। আর সে কারণেই বাবার সঙ্গে তার তিক্ত সম্পর্ক ছিল। হরিওমের স্ত্রী মীনাক্ষি জানিয়েছেন, হরিওম তার সম্পত্তি দুই পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেন। সম্পত্তির এক অংশ স্ত্রী এবং তার নামেও রেখে দিয়েছেন। কিন্তু সেই সম্পত্তির নথি চাওয়া নিয়েই গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়।

‘জীবন মূল্যবান’, ওয়াংচুকের অনশন নিয়ে কেন্দ্রকে নির্দেশ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই : ১৯ দিন ধরে তিনি অনশন। শারীরিক অবস্থা উদ্বেগজনক। দ্রুত খাবার খাওয়ানো না গেলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। অথচ দিল্লির যন্তরমন্তরে অনশনরত সোনম ওয়াংচুককে নিয়ে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ দেখায়নি কেন্দ্র। তাঁর পরিস্থিতি কী, শারীরিক অবস্থা কেমন, নিয়মিত সেই খোঁজটাও নেওয়া হয় না। যা নিয়ে এবার উষ্মা প্রকাশ করল দিল্লি হাইকোর্ট। আদালত সাফ জানিয়ে দিল, প্রত্যেক নাগরিকের জীবন মূল্যবান। তাই নিয়মিত সোনমের মেডিক্যাল পরীক্ষা করাতে হবে। প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দিতে হবে। তাঁর জীবন বাঁচানোর সবরকম চেষ্টা সরকারকে করতে হবে।

সোনমের অনশন ভাঙাতে দ্রুত হস্তক্ষেপ করুক কেন্দ্র। এই দাবিতে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন সমাজকর্মী রাকেশকুমার সাইনি। তিনি আদালতে দাবি করেন, সোনমের মৃত্যু হলে তা দেশ ও বিশ্বের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক বিষয় হবে। তাই অবিলম্বে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। সেই মামলাতেই দিল্লি হাইকোর্ট বলল, সোনম ওয়াংচুকের জীবন বাঁচাতে যা যা করণীয় সবটা করতে হবে সরকারকে। সেক্ষেত্রে আগামী দিনে ওয়াংচুককে ইরম শর্মিলা চানুর মতো নাকে নল ঢুকিয়ে জোর করে খাবার খাওয়ানো হতে পারে কি? অনেকেই সেই সম্ভাবনা দেখছেন। এদিন মামলার শুনানি চলাকালীন কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা স্বীকার করে নেন, ওই সমাজকর্মীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবরও রাখছে না সরকার। তিনি জানান, সোনমের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা হচ্ছে। তবে কখনও সেটা সরকারি চিকিৎসক করেন। কখনও বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক। সেই স্বীকারোক্তির পর দিল্লি হাইকোর্ট বলে, আমরা চাই সরকারি চিকিৎসকরাই ওই ব্যক্তির নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা করুন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে যদি সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়, দয়া করে সেটা করুন। প্রত্যেকটা জীবন মূল্যবান।

দিল্লির যন্তর মন্তরের একা কুম্ভের মতো অনশন করে চলেছেন সোনম। বৃহস্পতিবার তাঁর অনশন পড়ল ১৯ দিনে। এদিন সোনমের চিকিৎসা সংক্রান্ত বুলেটিন প্রকাশ করেছে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি)। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে সোনমের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। তাঁর ওজন কমে প্রায় ৫৭ কেজিতে নেমে এসেছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় তাঁর ওজন কমেছে প্রায় ৪০০ গ্রাম। অনশন শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত কমেছে প্রায় ৮.৯ কেজি। সোনমের রক্তচাপ ১০৫/৭৬ মিমি এইচজি। রক্তে শর্করার মাত্রা ৮০ মিগ্রা/ডেসিলিটার এবং অক্সিজেনের মাত্রা ৯৭ শতাংশ। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তিনি সচেতন ও মানসিকভাবে সজাগ থাকলেও তাঁকে ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখা প্রয়োজন।

ইসরো ছাড়লেন ১০০ বিজ্ঞানী, চাপে পড়ে বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই : অল্প কিছুদিনের মধ্যে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর ১০০ জন বিজ্ঞানী স্বেচ্ছাবসর নিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে স্বেচ্ছাবসর সংক্রান্ত নিয়মে বদল আনল কেন্দ্র। ১৪ জুলাই এই নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় মহাকাশ বিভাগ। বিশেষ ভাবে ওই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে ইউআর রাও স্যাটেলাইট সেন্টার এবং বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টারে। যেহেতু ইসরোর এই দুই সেন্টার থেকে সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞানী কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন।

কেন্দ্রের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ‘গগনযান’ এবং অন্যান্য ‘গুরুত্বপূর্ণ মিশন’-র সঙ্গে যুক্ত ‘গ্রুপ-এ’ পর্যায়ের বিজ্ঞানী ও কারিগরি কর্মীদের ঢালাও ইস্তফা গ্রহণ করা হবে না। এতদিন ইসরোর বিভিন্ন সেন্টারের ডিরেক্টররাই বিজ্ঞানীদের ইস্তফা গ্রহণ করতে পারতেন। নয়া নির্দেশিকায় তাঁদের সেই ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এবার থেকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কেবল কেন্দ্রীয় মহাকাশ বিভাগ। নির্দেশিকায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ মিশনের মাঝপথে লাগামছাড়া স্বেচ্ছাবসরের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ‘গগনযান’ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মিশন। বিষয়টি জাতীয় স্বার্থে আঘাত হানছে।

ইতোমধ্যে কেন্দ্রের নির্দেশিকা পৌঁছে গিয়েছে ইসরোর অন্তর্গত সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার (এসডিএসসি), লিকুইড প্রপালশন সিস্টেমস সেন্টার (এলপিএসসি), স্পেস অ্যাপ্লিকেশনস সেন্টার (এসএসি), ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টার (এনআরএসসি), ইসরো টেলিমেট্রি, ট্র্যাকিং অ্যান্ড কমান্ড নেটওয়ার্ক (আইএসটিআরএসি) এবং মাস্টার কন্ট্রোল ফ্যাসিলিটিতে (এমসিএফ)। সম্প্রতি যারা ইসরো ছেড়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রবীণ বিজ্ঞানী ভিক্টর জোসেফ টি। যিনি ভিএসএসসি-তে ‘জিওসিনক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল মার্ক ৩’ প্রকল্পের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। প্রশ্ন হল, হঠাৎ কেন গণইস্তফার হিড়িক পড়েছে ইসরোতে? বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত, ভারতে মহাকাশ গবেষণায় নতুন নতুন বেসরকারি সংস্থা প্রবেশ করছে। তারা অনেক বেশি টাকা, উচ্চপদ এবং স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত বিজ্ঞানীদের। সম্ভবত এর ফলেই ইসরো ছাড়ছেন বড় বড় বিজ্ঞানীরাও।

বুলডোজার অ্যাকশনে নিষেধাজ্ঞা নয়, জানাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই : বুলডোজার ব্যবহার করে বেআইনি ও দখলীকৃত নির্মাণ ধ্বংসের উপরে সামগ্রিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা সম্ভব নয়। তবুও মানুষকে শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট ভাবে বেছে বেছে পদক্ষেপ করা উচিত নয়। বৃহস্পতিবার বুলডোজার অ্যাকশনের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একগুচ্ছ মামলার শুনানি শুনতে অস্বীকার করে এমনটাই জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ২০২৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া ‘ঐতিহাসিক’ নির্দেশ লঙ্ঘন করা হচ্ছে, এই মর্মে দায়ের হওয়া মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত জানায়, এই সংক্রান্ত মামলাগুলির শুনানি করতে হবে সংশ্লিষ্ট হাই কোর্টগুলিতেই। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে শুনানির সময় বিচারপতি বাগচি বলেন, প্রশাসন এবং অবৈধ দখলদারদের মধ্যকার আঁতাতের ফলে যখন আইনের শাসন রুদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন বুলডোজার ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু আইন বাস্তবায়নের আড়ালে কোনও ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে টার্গেট হিসেবে বেছে নেওয়া উচিত নয়। এটি মৌলিক নীতির পরিপন্থী। আসল প্রশ্ন হল ওই ব্যক্তির কাছে যথাযথ অনুমোদন ছিল কি না এবং আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছিল কি না।

গত ১৩ নভেম্বর এক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বেআইনি ও দখলীকৃত নির্মাণ ধ্বংসের ক্ষেত্রে গাইডলাইন বেঁধে দিয়েছিল। জানানো হয়েছিল, আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়া কোনও নির্মাণ ভাঙা যাবে না। নোটিশটি স্পষ্টভাবে নির্মাণের কাছেই প্রদর্শিত করতে হবে। ১৫ দিন আগে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে ভাঙার কারণ ও শুনানির তারিখ উল্লেখিত থাকতে হবে। স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে কেন এমন চরম পদক্ষেপ করতে হচ্ছে। বিজ্ঞপ্তি জারির সঙ্গে সঙ্গে জেলাশাসককেও তা মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে হবে। অবশ্যই তৈরি করতে হবে বিস্তারিত ‘স্পট রিপোর্ট’। এবং নির্মাণটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার ভিডিও রেকর্ডিং রাখতে হবে। ঘটনাস্থলে সরকারি আধিকারিক ও পুলিশকে উপস্থিত থাকতে হবে। এই নির্দেশ অমান্য করলে তা অবমাননা বা অন্যান্য আইনি পদক্ষেপের জন্য বিচার্য হবে।

শিশুদের ক্যান্সার হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় বোমা ছুড়েছে আমেরিকা

তেহরান, ১৬ জুলাই : ইরানে শিশুদের ক্যান্সার হাসপাতালের কাছে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। এমনটাই অভিযোগ তুলল তেহরান। তাদের দাবি, পশ্চিম ইরানের আহওয়াজ শহরে এক হাসপাতালের কাছে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে মার্কিন বাহিনী। ওই হাসপাতালে শিশুদের ক্যান্সার চিকিৎসার বিশেষ বিভাগও রয়েছে। হামলার জেরে হাসপাতাল খালি করে দিতে হয়েছে। হাসপাতালের বাইরে রাস্তায় জড়ো হয়েছেন অসুস্থ শিশুদের অভিভাবকেরা।

আমেরিকা-ইরান শান্তি আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর থেকে পশ্চিম এশিয়া জুড়ে ফের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত কয়েক দিন ধরে ইরানকে লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে আমেরিকা। চলছে ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ। বৃহস্পতিবারও ইরানের বন্দর আব্বাস, সিরিক, চাবাহার, খোন্দাব, খোরমবাদ-সহ বিভিন্ন শহরে বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিম ইরানের আহওয়াজ শহরেও বিস্ফোরণ হয়েছে। ইরানি সংবাদ সংস্থা মেহর জানাচ্ছে, ওই হামলার জেরে শাহিদ বাঘেই হাসপাতাল খালি করে দেওয়া হয়েছে। ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের জনসংযোগ কেন্দ্রের প্রধান হোসেন কেরমানপোরও জানিয়েছেন, হাসপাতালের কাছেই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, আপাতত শুধু অত্যন্ত সঙ্কটজনক রোগীদেরই হাসপাতালে রাখা হয়েছে।

প্রণামীর মুঠো মুঠো টাকা নিয়ে পকেটে ভরেছেন বদ্রীনাথ মন্দিরের ধৃত কর্মী!

অযোধ্যা, ১৬ জুলাই : অযোধ্যার রামমন্দিরের মতোই উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথধামে প্রণামী চুরির তদন্তে বড় ভূমিকা নিল সিসি ক্যামেরার ফুটেজ। গ্রেফতার হওয়া বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটির (বিকেটিসি) বরখাস্ত কর্মী প্রমোদ নাটিওয়ালকে অন্তত চার দিনের ভিডিও ফুটেজে প্রণামীর টাকা গণনার সময় লুকিয়ে পকেটে ও মোবাইলের খাপে ভরতে দেখা গিয়েছে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছে পুলিশ। প্রমোদের পাশাপাশি আরও কয়েকজন সন্দেহভাজনকেও সিসি ফুটেজ দেখে চিহ্নিত করা গিয়েছে বলে চামোলি পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)-র সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা এএনআই জানিয়েছে।

বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটির (বিকেটিসি) তরফে বুধবার প্রণামী চুরির ঘটনায় ১৮ পাতার অভ্যন্তরীণ তদন্ত রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে সিট-কে। সেখানেই সিসি ক্যামেরার ফুটেজের বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে বলে প্রকাশিত খবরে দাবি। বদ্রীনাথ থানার স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) মহাদেব ইউনিয়াল জানিয়েছেন, বদ্রীনাথ মন্দিরে প্রণামী চুরির মামলায় গ্রেফতার অভিযুক্ত প্রমোদকে এ পর্যন্ত পরীক্ষা করা সিসি ফুটেজে অন্তত চার বার নগদ অর্থ চুরি করতে দেখা গিয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা প্রণামী গণনার চার দিনের ফুটেজ পরীক্ষা করেছি, ২২ জুন, ২৫ জুন, ২৯ জুন এবং ২ জুলাই। চারটি ক্ষেত্রেই অভিযুক্তকে চুরি করতে দেখা গিয়েছে।’ ইউনিয়াল জানান, মন্দিরের সিসিটিভি ব্যবস্থা উন্নত করার পর পুরনো এবং নতুন ভাবে স্থাপিত ‘নেটওয়ার্ক ভিডিও রেকর্ডার’ (এনভিআর), উভয়ের ফুটেজই পুলিশ পরীক্ষা করেছে। তিনি জানান, চলতি তীর্থযাত্রার মরসুমে মন্দির খোলার পর থেকে বদ্রীনাথে মোট ৩৪ দফা প্রণামী গণনা করা হয়েছে। যে চারটি দিনের সিসি ফুটেজ পরীক্ষা করা হয়েছে, তার মধ্যে ২৫ জুন এবং ২৯ জুন প্রমোদ ছাড়াও অন্য একাধিক ব্যক্তিকে প্রণামী চুরির জন্য সনাক্ত করা হয়েছে বলে এএনআই প্রকাশিত খবরে দাবি। সিট-র তদন্তকারীরা ইতিমধ্যেই প্রণামী চুরিকাণ্ডে কয়েক জন সাক্ষীর বয়ান রেকর্ড করেছেন। মন্দির কমিটির থেকে গত তিন বছরের ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে লেনদেনের তথ্য চাওয়া হয়েছে।

যুদ্ধকালীন তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী পেল ইউক্রেন

কিয়েভ, ১৬ জুলাই : ইউক্রেনের বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় তেল ও গ্যাস প্রতিষ্ঠান নাফতোগাজের প্রধান সের্গেই কোরেৎস্কিকে নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে দেশটির পার্লামেন্ট। প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ঘোষিত মন্ত্রিসভার পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে তিনি যুদ্ধকালীন সময়ে ইউক্রেনের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন। ৪৮ বছর বয়সি সের্গেই কোরেৎস্কি পেশায় একজন প্রকৌশলী ও অর্থনীতিবিদ। এর আগে তিনি কখনো সরকারি পদে দায়িত্ব পালন করেননি এবং কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও তাঁর সংশ্লিষ্টতা নেই।

রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ হওয়া এবং দক্ষ ব্যবস্থাপক হিসেবে পরিচিতি তাঁর জন্য বড় সুবিধা। ইউক্রেনের পেন্টা থিংক ট্যাংকের পরিচালক ভলোদিমির ফেসেঙ্কোর মতে, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার সমন্বয়ই কোরেৎস্কিকে এই দায়িত্বের জন্য উপযুক্ত করে তুলেছে। সের্গেই কোরেৎস্কির জ্বালানি খাতে দুই দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি তেল উৎপাদন, পরিশোধন, খুচরা ও পাইকারি জ্বালানি ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক অর্থায়ন নিয়ে কাজ করেছেন।

২০২৫ সালের মে মাস থেকে তিনি ইউক্রেনের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি প্রতিষ্ঠান নাফতোগাজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিষ্ঠানটি ইউক্রেনের গ্যাস উৎপাদন, আমদানি ও সরবরাহের বড় অংশ পরিচালনা করে।

ওয়াকফ বোর্ডকে নিষ্ক্রিয় ঘোষণা করল কেরল হাইকোর্ট

তিরুবনন্তপুরম, ১৬ জুলাই : নিয়ম মেনে তৈরি হয়নি। নেই অমুসলিম সদস্য। তাই কেরলের ওয়াকফ বোর্ডকে নিষ্ক্রিয় ঘোষণা করল সে রাজ্যের হাইকোর্ট। কেরল হাইকোর্ট জানিয়ে দিল, আইন মেনে তৈরি না হলে ওয়াকফ বোর্ড কাজ করতে পারে না। যতদিন না নতুন করে সংবিধান মেনে ওয়াকফ বোর্ড গঠিত হয়, ততদিন ওয়াকফ সম্পত্তি দেখাশোনা করবেন ওয়াকফের দায়িত্বে থাকা সচিব। আসলে কিছুদিন আগে কেরল হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন বিজেপি নেতা শন জর্জ ও একটি খ্রিস্টান সংগঠন।

মামলাকারীর দাবি ছিল, কেরলে বর্তমানে যে ওয়াকফ বোর্ড কাজ করছে, সেটা অসাংবিধানিক। নতুন ওয়াকফ সংশোধনী আইন মেনে তৈরি হয়নি। তাই ওই কমিটিকে নিষ্ক্রিয় ঘোষণা করা হোক। ওই মামলার শুনানিতে কেরল হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি ভিএম সূর্যকুমারের বেঞ্চ অন্তর্বর্তী রায়ে জানাল, যতদিন না নতুন করে গঠিত হচ্ছে ততদিন কেরলের ওয়াকফ বোর্ড নিষ্ক্রিয় থাকবে।

আসলে কেরলের ওয়াকফ বোর্ডে ১১ জন সদস্যের বদলে মাত্র ৯ জন সদস্য রয়েছেন। বোর্ডে বাধ্যতামূলকভাবে দু’জন অমুসলিম সদস্য থাকার কথা। সেটাও রাখা হয়নি। শুনানি চলাকালীন সদ্য নির্বাচিত কংগ্রেস সরকারের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেলও মেনে নিয়েছেন, ওই ওয়াকফ বোর্ড গঠনের সময় সংবিধান মানা হয়নি। এরপরই আদালত জানিয়েছে, অমুসলিম সদস্যের শর্ত না মানা হলে বর্তমান বোর্ড কাজ চালিয়ে যেতে পারে না। আদালতের এই রায় বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ শুধু কেরল নয়, এখনও দেশের বেশিরভাগ রাজ্যেই ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিম সদস্য নেই।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রের সংশোধিত ওয়াকফ আইন অনুযায়ী, ওয়াকফ বোর্ডের সব সদস্যের আর মুসলিম হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। নতুন আইন অনুযায়ী ওয়াকফ বোর্ডের দু’জন সদস্য অনুসলিম হতে হবে। সদ্যাই ওই আইন অনুযায়ী মধ্যপ্রদেশে ওয়াকফ বোর্ড গঠিত হয়েছে। প্রথম রাজ্য হিসাবে মধ্যপ্রদেশ ওয়াকফ বোর্ডে দু’জন হিন্দুকে জায়গা দিয়েছেন। যা পরিস্থিতি তাতে আগামী দিনে সব রাজ্যের বোর্ডেই অমুসলিম সদস্য অন্তর্ভুক্ত হবেন।

স্বামীকে খুন

বেঙ্গালুরু, ১৬ জুলাই : চিকিৎসক স্বামীকে খুনের অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। বুধবার চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটিকে ঘটেছে কর্নাটকে। শুধু তাই নয়, ৮ বছরের সন্তানকেও ছুরি দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠেছে তরুণীর বিরুদ্ধে। তবে শিশুটি বেঁচে গিয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম কিরণ হোন্নাভার। বেশ কয়েক বছর আগে প্রিয়ঙ্কার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। তরুণীও পেশায় চিকিৎসক। বুধবার রাতে নিজের বাড়িতেই মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় কিরণকে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত থেকেই কিরণের পরিবারের সদস্যরা তাকে ফোন করছিলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিরণকে পাওয়া যাচ্ছিল না। শুধু তাই নয়, ফোন ধরছিলেন না প্রিয়ঙ্কাও। তাদের অভিযোগ, বেশ কয়েকবার ফোন করার পর ফোন ধরেন তরুণী। কিন্তু কিরণের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি এক এক একসময়ে একেক রকম কথা বলতে থাকেন। কখনও বলেন, কিরণ বিশ্রাম নিচ্ছেন, আবার কখনও বলেন তার স্বামী অফিসে গিয়েছেন। তখনই সন্দেহ হয় তাদের। এরপর বুধবার রাতে তারা কিরণের বাড়িতে উপস্থিত হন। ভিতরে প্রবেশ করতেই হতবাক হয়ে যান তারা। দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় বিছানায় পড়ে রয়েছে কিরণের নিথর দেহ। পাশে শুয়ে শুয়ে মোবাইল ফোন স্ক্রল করছেন প্রিয়ঙ্কা! গুরুতর আহত অবস্থায় অন্য একটি ঘরে পড়ে রয়েছে তাদের সন্তান। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গ্রেফতার করা হয় প্রিয়ঙ্কাকে।

ভারতের পহেলগাঁও তদন্ত উড়িয়ে হাফিজ সইদকে ক্লিনচিট

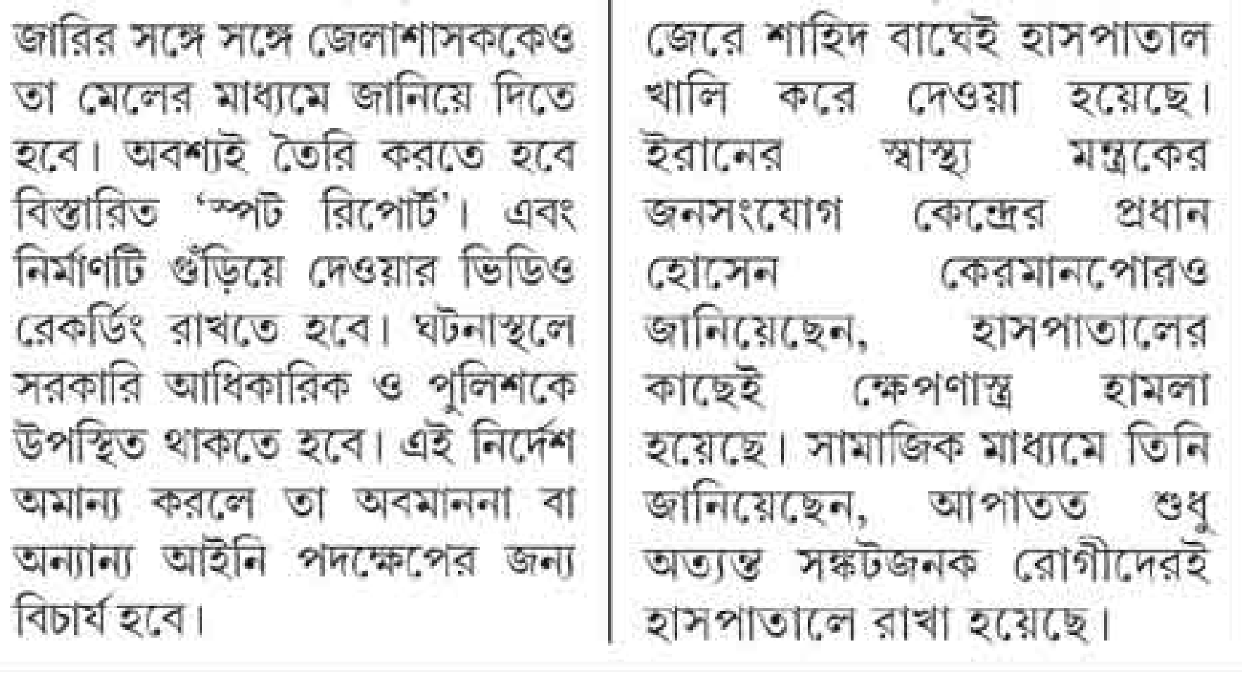

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই : পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার ঘটনায় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। আর সেই চার্জশিটে নাম উঠেছে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার প্রধান হাফিজ সইদের। তারপরই জঙ্গি নেতাকে ‘বাঁচাতে’ তৎপর পাকিস্তান। হাফিজকে ক্লিনচিট দিয়ে লস্কর প্রধানেরই পাশে দাঁড়াল শাহবাজ শরিফের দেশ। এনআইএ-র চার্জশিটকে ‘পরিকল্পিভাবে সাজানো’ বলে আখ্যা দিয়েছে ইসলামাবাদ।

সম্প্রতি পাক বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র তাহির আন্দ্রাবি বলেন, ভারতের তদন্তকারী সংস্থার এই চার্জশিট উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, পরিকল্পিতভাবে সাজানো। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে নিশানা করার জন্যই এই ভুয়ো চার্জশিট বানানো হয়েছে। এই চার্জশিট ভারত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে। তিনি আরও বলেন, পহেলগাঁও হামলার সঙ্গে পাকিস্তানকে জড়ানোর ভিত্তিহীন। আমরা এটি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করছি। ভারত এ বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

পহেলগাঁও হামলার তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত ১,৫৯৭ পৃষ্ঠার চার্জশিট পেশ করেছে এনআইএ। গত ৬ জুলাই এই হামলার সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেখানে পহেলগাঁও হামলায় পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ, হাফিজ সইদের ভূমিকা-সহ অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্য প্রমাণ যুক্ত করা হয়েছে। তারপরই ঘুম উড়েছে ইসলামাবাদের। উল্লেখ্য, এই মামলায় ২০২৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর প্রথম চার্জশিট পেশ করেছিল এনআইএ। সেখানে পাক হ্যান্ডেলার সাজিদ জাট, অপারেশন মহাদেবে নিহত তিন সন্ত্রাসী এবং গ্রেফতার হওয়া দুই অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করে। একইসঙ্গে লস্কর ও তার শাখা টিআরএফ-র ভূমিকা, হামলার পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিচালনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

অধিকৃত কাশ্মীরে পাকিস্তানি হিংসা অব্যাহত, সংঘর্ষে হত ১২

পেশোয়ার, ১৬ জুলাই : অধিকৃত কাশ্মীরে পাকিস্তানের নৃশংসতা অব্যাহত। গতকাল রাওয়ালকোটের বাস টার্মিনালে পাক সেনার গুলিতে মৃত্যু হয় ৬ বিক্ষোভকারীর। বুধবার আরও ১২ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। পিওকে-তে আন্দোলনের মাত্রা বাড়ায় নতুন করে ৪০০০ হাজার জওয়ান মোতায়েন করেছে প্রশাসন। লাগাতার দমন-পীড়নে একাধিক প্রতিবাদীর মৃত্যুর পর বুধবার দুপুরে বিরাট মিছিল হয় রাওয়ালকোট থেকে মুজাফফরাবাদে। বিবিসি উর্দুর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিক্ষোভ ঠেকাতে অধিকৃত কাশ্মীরের শহরগুলিকে কার্যত দুর্গে পরিণত করেছে প্রশাসন। রাওয়ালকোটে সাংবাদিকদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ। সাধারণ নাগরিকদের বিক্ষোভ, দমন-পীড়নের খবর আড়াল করতে পিওকেতে সাংবাদিকদের কার্যত প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রায় মাসাধিককাল জুড়ে পাকিস্তানি প্রশাসনের আমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে এবং নাগরিক অধিকারের দাবিতে বিক্ষোভ চলছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। ক্রমশ সেখানে হিংসার আগুন ছড়াচ্ছে। নতুন করে দুই জওয়ান-সহ ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, অধিকৃত কাশ্মীরে ইসলামাবাদের লাগাতার দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হয়েছে ভারত। নয়াদিল্লি সাফ জানিয়ে দিয়েছে, এহেন আচরণ পরিকল্পিত শোষণ ছাড়া আর কিছু নয়। মঙ্গলবার বিদেশমন্ত্রক একটি বিবৃতি জারি করে। সেখানে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, এই অঞ্চল অবৈধ ও বলপূর্বক দখল করে রেখেছে পাকিস্তান। কয়েক দশক ধরে পরিকল্পিত শোষণ, মৌলিক অধিকার হরণ এবং প্রশাসনিক নিপীড়নের ফলেই সেখানকার মানুষ আজ গর্জে উঠেছেন। তিনি আরও বলেন, তসেখানকার মানুষদের দাবিগুলি শোনার পরিবর্তে পাকিস্তান বলপ্রয়োগ করছে। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, অধিকৃত কাশ্মীরের নারী, শিশু-সহ সাধারণ মানুষের উপর চরম দমন-পীড়ন চলছে। বন্ধ খাদ্য, ওষুধ-সহ জরুরি সরবরাহ। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘এহেন চরম দুর্ব্যবহারের জন্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানকে জবাবদিহি করতে হবে।’

একের পাতার পর

ক্যাপিটাল-রাঙ্গিরখাড়ি রাস্তা

হস্তান্তর করা জরুরি। সাধারণ পরিস্থিতিতে দুই মাস পর এই প্রক্রিয়া সারার কথা ছিল। তবে বর্তমানে উদ্ভূত পরিস্থিতির দরুন আগামীকাল থেকেই শুরু হচ্ছে এই প্রক্রিয়া। তিনি জানান, উড়ালপুল হবে প্রায় ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ। এর মধ্যে ২ কিলোমিটার অংশ রয়েছে এনএইচআইডিসিএল এবং বাকি ১ কিলোমিটার রাজ্য পূর্ত বিভাগের অধীনে। পুরো রাস্তাটাই নিয়ে আসতে হবে পূর্ত বিভাগের অধীনে। মন্ত্রী জানান, প্রথম পর্বে ক্যাপিটাল মোড় থেকে রাঙ্গিরখাড়ি পর্যন্ত অংশ হস্তান্তরের পর দ্বিতীয় পর্বে হস্তান্তর করা হবে রাঙ্গিরখাড়ি থেকে সোনাবাড়িঘাট পর্যন্ত জাতীয় সড়কের সংযোগী অংশও। রাঙ্গিরখাড়ি থেকে সোনাবাড়িঘাট পর্যন্ত অংশে এনএইচআইডিসিএল বর্তমানে নালা তৈরির কাজ করছে। এই কাজ শেষ হওয়ার পরই ওই অংশও হস্তান্তর করা হবে পূর্ত বিভাগের হাতে। আর শিলচর বাইপাস গণ্য হবে জাতীয় সড়কের সংযোগী সড়ক হিসেবে।

মন্ত্রী জানান, ক্যাপিটাল মোড় থেকে রাঙ্গিরখাড়ি পর্যন্ত অংশে এনএইচআইডিসিএল ব্লক বসিয়ে যে মেরামতির কাজ করছে তা চলবে। এর পাশাপাশি পূর্ত বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই অংশে কাজের জন্য এস্টিমেট তৈরি করতে। এনএইচআইডিসিএল যা করছে তা আপাতত শহরবাসীর দুর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে। সড়ক হস্তান্তর প্রক্রিয়ার পর পূর্ত বিভাগ এই সড়ক পাকাপাকিভাবে তৈরির কাজ করবে। সড়কটি যাতে দ্রুত ভেঙে না যায় এর জন্য ক্যাপিটাল থেকে রাঙ্গিরখাড়ি পর্যন্ত অংশে ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি। পাথর বা অন্যান্য সামগ্রী বহনকারী ভারী যানবাহন এই অংশ এড়িয়ে চলাচল করবে বাইপাস হয়ে। এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারও। মন্ত্রী জানান, তাঁকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

কথার সূত্রে তিনি জানান, এবার ক্যাপিটাল মোড থেকে রাঙ্গিরখাড়ি, এর পরবর্তী পর্যায়ে রাঙ্গিরখাড়ি থেকে সোনাবাড়িঘাট পর্যন্ত অংশ পূর্ত বিভাগকে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও জাতীয় সড়কের সংযোগী তারাপুর থেকে রংপুর পর্যন্ত রাস্তা থাকবে এনএইচআইডিসিএল-এর হাতেই। বর্তমানে ওই অংশেও সংস্কারকাজ চলছে। তবে বৃষ্টির জন্য কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। যার দরুন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আবহাওয়ার রিপোর্ট দেখে দুইদিন রাতে ওই অংশে যান চলাচল বন্ধ করে সংস্কারকাজ সেরে নিতে।

মেহেরপুর বীরবল বাজার থেকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তার কাজ নিয়ে তিনি জানান, এই রাস্তা চওড়া করার কাজে জমি অধিগ্রহণ বাবদ ২৬ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে ইতোমধ্যেই। আর সব প্রক্রিয়া সেরে কাজের জন্য আগামী ২০ আগস্ট-এর মধ্যে পুরো রাস্তা সমঝে দেওয়া হবে ঠিকাদারকে। আর বর্তমানে চলাচলের উপযোগী করার জন্য সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে আগামীকাল বা পরশু থেকে। সঙ্গে রাস্তার ওই অংশে যানজট এড়াতে ২৪ ঘণ্টা পালাক্রমে ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের কাজে লাগানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। তিনি আরও জানান, রামনগর আইএসবিটি থেকে শিলচর -চুরাইবাড়ি রাস্তার প্যাকেজ-১-এর যে কাজ চলছে এর জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূল্যায়নের কাজ বাকি রয়েছে। কাজে গতি আনার লক্ষ্যে আগামীকাল পূর্ত (ভবন) সহ অন্যান্য বিভাগের আধিকারিকরা ওই এলাকায় গিয়ে সব কিছু খতিয়ে দেখবেন।

জেলার অভিভাবক মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, রাস্তা সংস্কার করে শিলচরবাসীর দুর্ভোগ লাঘব সহ উড়ালপুল দ্রুত বাস্তবায়নে খুবই আগ্রহী মুখ্যমন্ত্রী। এর জন্য মন্ত্রী কৌশিক রায় ও তাঁকে নিয়মিত তদারকির নির্দেশ দিয়েছেন। এনএইচআইডিসিএল-এর কাজকর্ম নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে এ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী পাল তা খণ্ডন করে বলেন, ওই বিভাগও ভালোভাবে কাজ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এদিনের পর্যালোচনা বৈঠকে কাছাড়ের জেলা কমিশনার রাহুলকুমার গুপ্তা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এনএইচআইডিসিএল-এর এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর কিষান জামভুলকর।

আজ জিন্দে দেশের প্রথম

শাখায় এটি ঘণ্টায় ৭৫ কিলোমিটার গতিতে চালানো হবে। রেল মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের বেশ কিছু দেশে হাইড্রোজেন ট্রেন চললেও সেগুলি সাধারণত দুই থেকে চারটি কামরার হয়ে থাকে। সেই তুলনায় ভারতের এই ১০ কামরার ট্রেনটি যাত্রী ধারণক্ষমতার নিরিখে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম হাইড্রোজেন যাত্রিবাহী ট্রেন। ট্রেনে হাইড্রোজেনের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিরাপদ করতে বহুস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। হাইড্রোজেন গ্যাস লিকেজ, আগুন, ধোঁয়া এবং অতিরিক্ত তাপমাত্রা দ্রুত শনাক্ত করার জন্য এতে আধুনিক সেন্সর লাগানো হয়েছে। সামান্যতম গোলযোগ দেখা দিলেই হাইড্রোজেনের সরবরাহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। ট্রেন এবং জিন্দে অবস্থিত হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্রে আধুনিক অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এই ট্রেনের জন্য হরিয়ানার জিন্দে দেশের বৃহত্তম রেলওয়ে হাইড্রোজেন রিফুয়েলিং কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে জল থেকে হাইড্রোজেন প্রস্তুত করা হবে, তা সুরক্ষিতভাবে মজুত রাখা হবে এবং পরে ট্রেনে ভরা হবে। এই ব্যবস্থাকে 'পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস সেফটি অর্গানাইজেশন' (পিইএসও)-এর ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। রেল মন্ত্রক জানিয়েছে, ট্রেনটিকে ট্র্যাকে নামানোর আগে এর বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, ব্রেক, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং গতি সংক্রান্ত সমস্ত কারিগরি পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া জার্মানির একটি নিরপেক্ষ সংস্থা 'টিইউভি সুড' -এর পক্ষ থেকেও এর নিরাপত্তা পরীক্ষা করা হয়েছে। ভারতীয় রেলের নেতৃত্বে তৈরি এই প্রকল্পে 'রিসার্চ ডিজাইনস অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অর্গানাইজেশন' (আরডিএসও), 'ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি' (আইসিএফ) এবং 'মেধা সার্ভো ড্রাইভস' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৩ আগস্ট অরুণোদয়

আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বাকিদেরও এক লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে ৭৫ হাজার যুবক-যুবতীকে এই প্রকল্পে ৭৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে ৭৫ হাজার যুবক-যুবতীকে তিনদিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁদের ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, এবারের বাজেটে এই প্রকল্পে ৫০ হাজার যুবক-যুবতীকে ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। চলতি বছরেই আবেদনকারীদের বাছাই প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। এছাড়াও ২ লক্ষ যুবক-যুবতীকে চাকরি দেওয়ার প্রক্রিয়াও ইতোমধ্যে শুরু করে দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচুর মানুষকে বন্যার মুখে পড়তে হয়েছে। ধেমাজি এবং লখিমপুর জেলায় বন্যার কবলে পড়ে কষ্ট পেয়েছেন প্রচুর মানুষ। এখনও পর্যন্ত বন্যা ভয়ানক রূপ ধারণ করেনি। তবে বন্যাক্রান্তদের পাশে সরকার রয়েছে। তাঁদের সাহায্যে কোনও ধরনের ত্রুটি রাখা হবে না। তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত বন্যায় একটি বাঁধও ভাঙেনি। যা সন্তুষ্টির কথা। তবে ভাঙন সমস্যা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাবুয়ায় ভাঙন ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে। আগামী ১-২ আগস্ট ভাঙনের কবলে পড়া এলাকাগুলো পরিদর্শনের জন্য চাবুয়ায় যাবেন বলেও জানান তিনি। কথায় কথায় গুয়াহাটির উড়াল সেতুগুলোতে ভার্টিক্যাল গার্ডেন নির্মাণের প্রসঙ্গ টেনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ইতোমধ্যেই গুয়াহাটির দুই-তিনটি উড়াল সেতুতে ভার্টিক্যাল গার্ডেন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদি আমজনতা পছন্দ করেন, তাহলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের উড়াল সেতুগুলোতেও ভার্টিক্যাল গার্ডেন নির্মাণ করা হবে। একইসঙ্গে কামাখ্যা করিডরের কাজ শুরু করার প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২৪ সালে কামাখ্যা করিডর প্রকল্পের শিলান্যাস করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু হাইকোর্টে মামলার জন্য কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। তবে আজ থেকে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে এই প্রকল্পে ব্যয় করা হবে ৫০০ কোটি টাকা। এছাড়াও গুয়াহাটি চিড়িয়াখানাকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার কাজও চলছে। সেইসঙ্গে যোরহাটের ফ্রিডম পার্ক, শিবসাগরের রংঘরকেও নতুন করে সাজিয়ে তোলা হবে। ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে থাকা মধুপুর সত্রকেও নতুন রূপ দেওয়া হবে।

ফেসবুক লাইভে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জমির সমস্যা খুবই জটিল। আর জমির সমস্যা মেটাতেই মিশন বসুন্ধরা প্রকল্প শুরু করা হয়েছিল। ইতোমধ্যেই বসুন্ধরা এক-দুই-তিন প্রকল্পে দশ লক্ষ পরিবার উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু আজও জমির শ্রেণি নিয়ে সমস্যা রয়েছে। তাই আগামী ২৫ ডিসেম্বর থেকে মিশন বসুন্ধরা-৪ প্রকল্প শুরু করা হবে। যাঁদের জমির সমস্যা রয়েছে, তাঁরা আবেদন করতে পারবেন। সেইসঙ্গে একটি পোর্টালও নতুন করা হবে। সেই পোর্টালে জমি সংক্রান্ত সমস্যার পাশাপাশি অভিযোগ, পরামর্শ দিতে পারবেন যে কেউই। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এতদিন পর্যন্ত তফশিলি উপজাতিরাই বনাঞ্চলে জমির অধিকার পেয়ে আসছেন। তবে মরান-মটক জনগোষ্ঠীর মানুষরাও যাতে বনাঞ্চলে জমির অধিকার পান, সেই চেষ্টাই করছে সরকার। প্রয়োজনেই এর জন্য আইনে সংশোধন করা হবে।

একধাপ এগুলো বরাকে

স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার পক্ষে আইনি, সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক যুক্তি, বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ, ভৌগোলিক বাস্তবতা এবং বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। সব দিক বিবেচনা করার পর মুখ্য বিচারপতি জানান, স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা কোনও একক সিদ্ধান্তের বিষয় নয়; এর জন্য নির্ধারিত প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই বিষয়টি প্রশাসনিক স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে পাঠানো হবে। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

প্রতিনিধি দলকে তিনি আরও জানান, অতীতেও বরাক উপত্যকায় স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার আবেদন এসেছে। সেই সময় বিভিন্ন কারণে বিষয়টি বাস্তবায়িত না হলেও ভবিষ্যতেও তা সম্ভব নয়;এমন কোনও অবস্থান আদালতের নয়। চলতি মাসে বিধানসভায় বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ার পর এবার বিচার বিভাগের প্রশাসনিক প্রক্রিয়াতেও দাবিটি এগোল। গত ৬ জুলাই বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিন কাটিগড়ার বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বরাক উপত্যকায় হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ গঠনের দাবি উত্থাপন করেন। জবাবে আইনমন্ত্রী সুশান্ত বরগোহাঁই জানান, বরাক উপত্যকা এবং ডিব্রুগড়ে স্থায়ী বেঞ্চ গঠনের প্রস্তাব বর্তমানে গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিবেচনাধীন রয়েছে। বৃহস্পতিবার মুখ্য বিচারপতির আশ্বাস সেই প্রক্রিয়াকে আরও একধাপ এগিয়ে দিল বলে মনে করছেন আন্দোলনকারীরা।

বর্তমানে গুয়াহাটি হাইকোর্ট অসম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এবং অরুণাচল প্রদেশের অভিন্ন উচ্চ আদালত। যদিও আইজল, কোহিমা এবং ইটানগরে এর স্থায়ী বেঞ্চ রয়েছে, দক্ষিণ অসমের বিচারপ্রার্থীদের এখনও অধিকাংশ মামলার শুনানির জন্য গুয়াহাটি যেতে হয়। দাবি বাস্তবায়ন কমিটির তথ্য অনুযায়ী, বরাক উপত্যকার প্রায় পাঁচ হাজার মামলা বর্তমানে গুয়াহাটি হাইকোর্টে বিচারাধীন। সামান্য শুনানির জন্যও কয়েকশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হওয়ায় বিচারপ্রার্থীদের সময় ও অর্থ; দুয়েরই অতিরিক্ত চাপ বহন করতে হয়। স্থায়ী বেঞ্চ গঠিত হলে কাছাড়, শ্রীভূমি, হাইলাকান্দি এবং ডিমা হাসাও জেলার মানুষের বিচারপ্রাপ্তি আরও সহজ হবে বলে আইনজীবীদের মত।

বরাকে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চের দাবি নতুন নয়। কয়েক দশক ধরে আইনজীবী, নাগরিক সমাজ, বিভিন্ন সংগঠন এবং সাধারণ মানুষ এই দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। চলতি বছরের মে মাসে হাইকোর্ট বেঞ্চ দাবি বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্য বিচারপতির কাছে ১১২ পাতার একটি বিশদ স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। সেখানে স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার পক্ষে আইনি, সাংবিধানিক, ভৌগোলিক এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরা হয়। সেই স্মারকলিপির পরিপ্রেক্ষিতেই ১৬ জুলাই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে সম্মত হন মুখ্য বিচারপতি। বৃহস্পতিবারের বৈঠকে সেই সমস্ত তথ্য ও নথি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। এর আগে জনতা ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে বরাক উপত্যকায় স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা একটি 'ভিশন ডকুমেন্ট'-এর কপি তুলে দেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। বৈঠকে শিলচরের বিধায়ক রাজদীপ রায় এবং বড়খলার বিধায়ক কিশোর নাথও উপস্থিত ছিলেন। মুখ্য বিচারপতির সঙ্গে বৈঠকে কমিটির সভাপতি আইনজীবী ধ্রুব কুমার সাহার নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে সাধারণ সম্পাদক নিখিল পাল, অ্যাডভোকেট ধর্মানন্দ দেব, শান্তনু নায়েক, জ্যোতির্ময় নাথ, তুহিনা শর্মা, দেবমিতা চক্রবর্তী-সহ বরাক উপত্যকার চার জেলার প্রতিনিধিরা অংশ নেন। দীর্ঘদিনের এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতিবারের জোড়া বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ। বিষয়টি প্রশাসনিক স্ট্যান্ডিং কমিটির বিবেচনায় যাওয়ার আশ্বাস এবং বিচার বিভাগের অনুমোদন মিললে রাজ্য সরকারের পরিকাঠামোগত সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি; এই দুই পদক্ষেপ বরাকে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার দাবিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে।

রথযাত্রায় পুরীতে পদপিষ্ট

অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে ঘটনাস্থলেই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। বাকিদের দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। উদ্ধারকাজে নেমে পড়ে বিশেষ উদ্ধারকারী দল। আহত এবং অসুস্থ ভক্তদের নিরাপদে ভিড়ের বাইরে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ঘটনার খবর পেয়েই পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং অন্যান্য উদ্ধারকারী সংস্থার সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। ভিড় সামাল দেওয়া এবং দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এ বছরও পুরীতে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়েছে। জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রার রথ টানার ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেশ-বিদেশ থেকে বহু মানুষ পুরীতে পৌঁছেছেন। সেই কারণে গোটা শহরজুড়েই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ, উদ্ধারকারী বাহিনী এবং চিকিৎসক দলকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যাতে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এর আগের দিনেও বিপুল ভিড়ের মধ্যে এক ব্যক্তি আচমকা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকেও সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই ঘটনার পর থেকেই প্রশাসন ভিড় নিয়ন্ত্রণে আরও সতর্ক হয়। রথযাত্রার মতো বিশাল ধর্মীয় উৎসবে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য প্রশাসন পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে। একইসঙ্গে জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা, উদ্ধার ব্যবস্থা এবং জনসমাগম নিয়ন্ত্রণের কাজ আরও জোরদার করা হয়েছে। তবে ভক্তের মৃত্যুর খবর সামনে আসায় উৎসবের আনন্দের মাঝেই নেমে এসেছে শোকের ছায়া। প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি।

দিল্লি-সহ একাধিক রাজ্যে

এবং পাসপোর্ট তৈরি করা হতো। এরপর এইসব অনুপ্রবেশকারীদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হতো কর্মসংস্থানের জন্য। ইডি-র তদন্তে উঠে আসে, কিছু দাতব্য সংস্থা বিপুল পরিমাণ বিদেশি অনুদান পাচ্ছিল। সেই অর্থ বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, এমনকি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট এর মাধ্যমে অবৈধ কার্যকলাপে ব্যবহার করা হচ্ছিল। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির অনুমান, সেই অর্থের একাংশ সন্দেহভাজনদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছিল। এও জানা গেছে, এই দাতব্য সংস্থাগুলি বিদেশ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে সন্দেহভাজন অনুপ্রবেশকারীদের কাছে পাঠাতো, যাতে তাদের ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস ও জীবনধারণে তাদের সহায়তা করা যায়।

মায়ান্মার উপকূলে নৌকাডুবি

বর্তমানে বঙ্গোপসাগরে বর্ষাকাল চলায় সমুদ্র অত্যন্ত উত্তাল থাকে। প্রবল বৃষ্টিপাত এবং বন্যার কারণে এই নৌযাত্রাকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলে আগেই সতর্ক করেছিল আবহাওয়া অফিস। তা সত্ত্বেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই যাত্রার সিদ্ধান্ত প্রাণঘাতী হয়ে উঠল। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের সামরিক অভিযানের পর থেকে প্রায় ১২ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। মায়ান্মারে অবশিষ্ট রোহিঙ্গারাও সেখানে কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যে জীবনযাপন করছেন। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে মরিয়া এই মানুষগুলোই প্রায়শই দালালদের খপ্পরে পড়ে মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে সমুদ্রপথে পাড়ি দেন।

তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সাল থেকে এই সমুদ্রপথটি শরণার্থী ও অভিবাসীদের জন্য বিশ্বের অন্যতম বিপজ্জনক রুটে পরিণত হয়েছে। গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার রোহিঙ্গা এই পথে বিপজ্জনক যাত্রা করেছিলেন, যার মধ্যে প্রায় ৯০০ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন অথবা নিখোঁজ হয়েছেন। এটিই ছিল এযাবৎকালের রেকর্ড মৃত্যু। এবারের এই ভয়াবহ ঘটনায় আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র শোকের ছায়া নেমে এসেছে। উদ্ধারকাজ এবং নিখোঁজদের সন্ধানে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির কাছে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ।

অসমে উৎপাদন আন্তর্জাতিক

প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে নিলাম হওয়া এই চা গুয়াহাটির শেওসঙ্গ চাই কোম্পানি প্রতি কেজি ৩ হাজার টাকা দরে কিনেছে। চা শিল্পের প্রতিনিধিদের মতে, দেশের বাজারে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত ম্যাচা চায়ের জন্য এই নিলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা।

তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে দ্রুত বাড়তে থাকা চাহিদার কারণে ম্যাচা চা এখন একটি অত্যন্ত দামি পণ্য হিসেবে পরিচিত। এই পরিস্থিতিতে অসমে এর উৎপাদন শুরু হওয়া রাজ্যের চা শিল্পের বহুমুখীকরণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে নতুন সুযোগও তৈরি করবে। তাঁর মতে, জাপানের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতার ফলেই এই উদ্যোগ বাস্তব রূপ পেয়েছে। ম্যাচা তৈরির জন্য চা-পাতা বিশেষ পদ্ধতিতে ছায়ায় চাষ করা হয়। পরে সেই পাতা শুকিয়ে সূক্ষ্ম গুঁড়ো তৈরি করা হয়, যা সাধারণ গ্রিন টি-র মতো ভিজিয়ে নয়, সরাসরি পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্যসচেতন ক্রেতাদের মধ্যে এই চায়ের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। উল্লেখ্য, গত ৬ জুলাই নয়াদিল্লিতে জাপানের রাষ্ট্রদূত ওনো কেইইচির বাসভবনে ঐতিহ্যবাহী জাপানি চা-অনুষ্ঠান 'চা-নো-ইউ'-এ যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকে ভারত-জাপান শীর্ষ সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিতে সেমিকন্ডাক্টর, পরিচ্ছন্ন শক্তি, জাপানি ভাষা প্রশিক্ষণ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণের পাশাপাশি অসমের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়। সেই প্রেক্ষাপটে জাপানের সহায়তায় অসমে বাণিজ্যিক ম্যাচা চা উৎপাদনের এই সাফল্যকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজ্য সরকার।

নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন

সামিল হন। একসময় উত্তেজিত জনতা প্রতিষ্ঠানে ঢুকে আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। বঙাইগাঁওয়ের পুলিশ সুপার নুমাল মাহাতোর নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী এবং প্রশাসনের আধিকারিকরা সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন।

মাহাতো জানান, ছাত্রীর অভিযোগের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধারায় মামলা গ্রহণ করে পুলিশ এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর গোটা বিষয়ে প্রশাসনের কাছে জানানো হয় এবং জেলা কমিশনারের অনুমতিতে আপাতত মাদ্রাসা সিল করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি এবং গ্রেফতার হওয়া শিক্ষকের বয়ান নথিভুক্ত করা হয়েছে। মহিলা এবং শিশুদের সঙ্গে হওয়া অপরাধের বিরুদ্ধে আমাদের মনোভাব কঠোর।' জেলা প্রশাসনের প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে, বেসরকারিভাবে পরিচালিত ওই মাদ্রাসাটি প্রয়োজনীয় সরকারি স্বীকৃতি ছাড়াই চলছিল। প্রশাসনের দাবি, প্রতিষ্ঠানের কোনও ইউডাইস কোড ছিল না। বাধ্যতামূলক সিসিটিভি নজরদারির ব্যবস্থাও ছিল না। পাশাপাশি আর্থিক লেনদেন এবং আয়কর সংক্রান্ত নথিপত্র নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এসব অনিয়মের প্রেক্ষিতেই পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত মাদ্রাসাটি সিল করে দেওয়া হয়েছে। সহকারী কমিশনার শ্রেয়া ঘোষের উপস্থিতিতে সমস্ত আবাসিক ছাত্রীকে তাঁদের অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রশাসনের দাবি, প্রত্যেক ছাত্রী নিরাপদে বাড়ি ফিরেছে। পুলিশ সুপার নুমাল মাহাতো জানান, যৌন নির্যাতনের অভিযোগের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও আইনি অনিয়মের বিষয়েও তদন্ত চলছে। অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তদন্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পরিসীমা নির্ধারণ বিলের আগে

দেয়নি। উল্লেখ্য, ১৭ এপ্রিল লোকসভায় উত্থাপিত সংবিধান (১৩১তম সংশোধনী) বিল প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন না পাওয়ায় তা পাস হয়নি। চিঠিতে তিনি আরও উল্লেখ করেন, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, সরকার আসন্ন বাদল অধিবেশনে সংশোধিত বিলটি আবার পেশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই সংসদে বিলটি উত্থাপনের আগে রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রস্তাবিত সংশোধনগুলি খতিয়ে দেখার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া এবং সর্বদলীয় আলোচনার সুযোগ করে দেওয়া উচিত।

উল্লেখ্য, সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হচ্ছে ২০ জুলাই। তার আগে সোনিয়া গান্ধীর সভাপতিত্বে কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠকে অধিবেশনে সরকারের বিরুদ্ধে কোন কোন ইস্যুতে সরব হওয়া হবে, তা নিয়ে বিস্তারিত কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে সহ দলের শীর্ষ সাংসদরা। সোমবার থেকে শুরু হতে যাওয়া বর্ষাকালীন অধিবেশনে কংগ্রেস সংসদে রামমন্দিরের অনুদান চুরি, ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো আরও বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন করবে বলে জানিয়েছেন যোগাযোগ ইনচার্জ জয়রাম রমেশ। তিনি আরও বলেন, সরকার যদি কোনও সীমানা পুনর্নির্ধারণ বিল আনে, তবে তার বিরুদ্ধে বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ করতেও দলটি কাজ করবে। বৈঠকের পর রমেশ বলেন, সরকার গতবার সীমানা নির্ধারণ বিলটি পাস করাতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং সংসদে এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। 'আমাদের অবস্থান স্পষ্ট যে আমরা এর বিরোধিতা করতে যাচ্ছি।' 'যে বিলটি সরকার উত্থাপন করতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে, সে সম্পর্কে আমাদের কাছে আগে থেকে কোনও তথ্য নেই। আমরা আশা করছি যে সর্বদলীয় বৈঠকে আমাদের এ বিষয়ে জানানো হবে। যদিও এটি কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা, কারণ এই বৈঠকে ৩৫-৪০ জন নেতা কথা বলেন, কিছু মন্ত্রী শোনেন, কিন্তু সর্বোচ্চ পদে থাকা ওই দু'জন যা করতে চান তাই করেন।

নবম শ্রেণিতে কেন তিন ভাষা

জন্য ছাত্রছাত্রীরা ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্য পড়াশোনার চাপের মধ্যে থাকে। তিনি বলেন, 'নবম শ্রেণিতে খুব চাপই থাকে। কেন আপনারা নবম শ্রেণিতে নতুন ভাষা শিক্ষা চালু করছেন? আপনারা ষষ্ঠ শ্রেণিতে এটা চালু করতে পারতেন।' সেই সঙ্গেই কেন্দ্রের কাছে তাঁর আর্জি, এই নীতি চালুর সময়টা নতুন করে বিবেচনা করা হোক। তাঁর কথায়, 'সরকারের কাছে অনুরোধ, নবম শ্রেণিতে তৃতীয় কোনও ভাষা রাখবেন না। সিবিএসই, আইসিএসই বা রাজ্য বোর্ড; দশম শ্রেণি হল বোর্ড পরীক্ষার বছর। তাই অষ্টম শ্রেণি শেষ হওয়ার পর থেকেই কিন্তু পড়াশোনার চাপ শুরু হয়ে যায়।' সেই সঙ্গেই তিনি জানান, তার চেয়ে মাঝামাঝি সময়েই এটা চালু করা যায়। আর এই প্রসঙ্গে নিজের ছোটবেলার কথাও তুলে ধরেন। জানান, তাঁদের সময়ে মাঝামাঝি সময়ে তিন ভাষা শিক্ষা চালু হয়েছিল বলে তাঁর সুবিধা হয়েছিল নতুন ভাষা শিক্ষা করতে।

সেই সঙ্গেই এদিন তামিলনাড়ু সরকারের বিরোধিতার প্রসঙ্গেও মন্তব্যও করেন বিচারপতি। তিনি বলেন, 'রাজ্যের নিজস্ব ভাষা শেখাতে হবে, ইংরেজি শেখাতে হবে এবং এর পাশাপাশি অন্য কোনও তৃতীয় ভাষা শেখাতে হবে। এতে হিন্দির কথা বলা হয়নি। আপনারা হিন্দি চান না, কিন্তু যদি সেটি সংস্কৃত হয়, তবে সমস্যা কোথায়?' সেই সঙ্গেই তিনি বলেন, 'আপনাদের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা থাকতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলির বিরোধিতা করতে পারেন না। কেন্দ্রীয় সরকার বলেই বিরোধিতা করতে হবে, এমন মনোভাব রাখবেন না।'

হঠাৎ জলস্তর বৃদ্ধি

পড়েন। ঘটনার একটি ভিডিও ইতোমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওয় দেখা গেছে, আটকে পড়া ব্যক্তিরা চারদিক থেকে দ্রুতগতির জলের স্রোতে ভাসছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারী বৃষ্টিপাতের সময় উজান থেকে হঠাৎ জল ছেড়ে দেওয়া বা আকস্মিক ঢলের কারণে নদীর জলস্তর মুহূর্তের মধ্যে বেড়ে যেতে পারে। তাই এ ধরনের স্থানে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

লাচিত-এর ওপর পূর্ণদৈর্ঘ্যের

মুখ্যমন্ত্রী জানান, সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত 'ধুরন্ধর' দেখে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছেন। ছবিটির নির্মাণশৈলী এবং উপস্থাপনা তাঁর এতটাই ভালো লেগেছে যে, লাচিত বরফুকনের জীবন ও বীরত্ব নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রথমেই আদিত্য ধরের কথাই তাঁর মনে আসে। এরপরই তিনি পরিচালকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে নিজের ভাবনার কথা জানান। তিনি বলেন, 'আমরা চাই এমন একটি সিনেমা তৈরি হোক, যা ব্লকবাস্টার হবে। গোটা দেশের মানুষ ছবিটি দেখবেন এবং আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে জানবেন। আমাদের মূল উদ্দেশ্য লাচিত বরফুকনের বীরত্বগাথা সিনেমার মাধ্যমে সারা ভারতের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আমি আদিত্যকে ফোন করেছি। তিনি আমার ধারণা শুনে খুশি হয়েছেন এবং বলেছেন, আগস্ট মাসে সময় নিয়ে বসবেন। তার আগে আমরাও আমাদের প্রস্তুতি এগিয়ে রাখব। আমার বিশ্বাস, তাঁর মতো একজন পরিচালক যদি এই ছবিটি নির্মাণ করেন, তাহলে তা অবশ্যই বড় সাফল্য পাবে।'

ভারতের ইতিহাসে লাচিত বরফুকনের নাম বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। ১৬৭১ সালের সরাইঘাটের যুদ্ধে মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে আহোম সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে ঐতিহাসিক জয় এনে দেন তিনি। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাঁর নেতৃত্ব, কৌশল এবং আত্মত্যাগ আজও অসমের বীরত্ব, আত্মমর্যাদা ও জাতীয় গৌরবের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। গত কয়েক বছরে লাচিত বরফুকনের ইতিহাসকে জাতীয় স্তরে তুলে ধরতে ধারাবাহিক উদ্যোগ নিয়েছে অসম সরকার। তাঁর ৪০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে নয়াদিল্লিতে লাচিত বরফুকনকে স্মরণ করে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাঁর জীবন ও বীরত্ব নিয়ে লেখা বই একাধিক ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। পাশাপাশি জাতীয় প্রতিরক্ষা অ্যাকাডেমিতে (এনডিএ) লাচিত বরফুকন স্বর্ণপদক প্রদানের ঐতিহ্যও নতুন করে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা এবং সাংস্কৃতিক মঞ্চেও লাচিতকে নিয়ে আলোচনা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রীর মতে, বই, গবেষণা বা সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি চলচ্চিত্র এমন একটি মাধ্যম, যা অল্প সময়ে দেশের বিস্তীর্ণ দর্শকের কাছে ইতিহাসকে পৌঁছে দিতে পারে। সেই কারণেই লাচিত বরফুকনের জীবন ও বীরত্বগাথাকে বড় পর্দায় তুলে ধরার ওপর জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার। আদিত্য ধর এর আগেও দেশপ্রেম ও সামরিক পটভূমিকে কেন্দ্র করে নির্মিত চলচ্চিত্রের জন্য প্রশংসা কুড়িয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখেই তাঁকে এই প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগস্টে সম্ভাব্য বৈঠকে প্রকল্পটির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। যদিও এখনও ছবি নির্মাণের বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি, তবে উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে লাচিত বরফুকনকে কেন্দ্র করে এটিই হবে বলিউডের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের হিন্দি চলচ্চিত্র।

প্রতিবাদের শেষ ভাষাও কি

তবু তিনি নিজের শরীরকেই প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন রাষ্ট্রের ঘুম ভাঙানোর জন্য। তাঁর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সকলের একমত হওয়া জরুরি নয়। কিন্তু একজন মানুষ যখন নিজের জীবনকে ঝুঁকির মুখে রেখে একটি প্রশ্ন তুলছেন, তখন সেই প্রশ্ন অন্তত শোনা উচিত।

বৃহস্পতিবার ছিল সোনমের অনশন আন্দোলনের উনিশতম দিন। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় দিল্লি হাইকোর্ট পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, প্রতিদিন সরকারি চিকিৎসকদের মাধ্যমে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে অবিলম্বে চিকিৎসা দিতে হবে। আদালতের এই পর্যবেক্ষণ একটি মৌলিক সত্যকে সামনে আনে, প্রত্যেক নাগরিকের জীবন রাষ্ট্রের কাছে মূল্যবান হওয়া উচিত। এখানেই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। একজন মানুষ যখন অনশনের উনিশতম দিনেও রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্পষ্ট রাজনৈতিক সাড়া পান না, তখন কি সেটি কেবল একটি আন্দোলনের ব্যর্থতা, নাকি রাষ্ট্রের সংবেদনশীলতারও ব্যর্থতা?

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে অনশন নতুন নয়। মহাত্মা গান্ধী থেকে পোত্তি শ্রীরামুলু, আন্না হাজারে- বিভিন্ন সময়ে অনশন গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে উঠেছে। এই আন্দোলনগুলির সাফল্য বা ব্যর্থতা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট, অনশন তখনই সামনে আসে, যখন মানুষের মনে হয় অন্য সব পথ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। আজ যন্তর-মন্তরে বহু ছাত্রছাত্রীও প্রতীকী অনশনে সামিল হয়েছেন। তাঁদের কথায় রাগের চেয়ে বেশি শোনা যায় হতাশা। ভেঙে পড়া বিশ্বাস, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং রাষ্ট্রের জবাবদিহির অভাব তাঁদের কণ্ঠে স্পষ্ট। তাঁরা চিৎকার করছেন না, শান্তভাবে প্রশ্ন করছেন। হয়তো সেই নীরব প্রশ্নই সবচেয়ে বেশি অস্বস্তিকর।

আসলে সহানুভূতি মানে সব দাবি সমর্থন করা নয়। সহানুভূতি মানে অন্য একজন মানুষের যন্ত্রণা স্বীকার করা। গণতন্ত্রে মতপার্থক্য থাকবে, বিরোধ থাকবে, বিতর্ক থাকবে। কিন্তু যখন কেউ নিজের শরীরকে শেষ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন, তখন তাঁকে উপেক্ষা করার আগে অন্তত তাঁর কথা শোনা উচিত। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস আমাদের আরেকটি শিক্ষাও দেয়। মতবিরোধ তীব্র হলেও অতীতে বহু সরকার অনশনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছে। সব দাবি মেনে নেওয়া হয়নি, কিন্তু তাঁদের সম্পূর্ণ উপেক্ষাও করা হয়নি। কারণ একটি গণতন্ত্রে বিরোধী কণ্ঠকে নীরব করে দেওয়া যত সহজ, তার দীর্ঘমেয়াদি মূল্য ততই ভয়াবহ। আজকের উদ্বেগের জায়গাটি সেখানেই। আমরা কি এমন এক সমাজে পরিণত হচ্ছি, যেখানে একজন মানুষ ধীরে ধীরে নিজের শরীরকে নিঃশেষ করে ফেলছেন, আর আমরা সেটিকে সোশ্যাল মিডিয়ার আরেকটি সংবাদ হিসেবে স্ক্রল করে চলে যাচ্ছি?

রাষ্ট্রেরও আত্মসমালোচনা প্রয়োজন। কোনও আন্দোলনের সঙ্গে একমত না হওয়া সরকারের অধিকার। কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব কেবল আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা নয়, মানুষের কথা শোনা, উদ্বেগের উত্তর দেওয়া এবং প্রয়োজনে আলোচনার পথ খুলে রাখা। দীর্ঘ নীরবতা কখনও কোনও সমস্যার সমাধান করে না, বরং অবিশ্বাসকে আরও গভীর করে। গণতন্ত্র তখনই শক্তিশালী হয়, যখন ভিন্নমতের মানুষকে শত্রু নয়, নাগরিক হিসেবে দেখা হয়। যখন প্রতিবাদকে অপরাধ নয়, আলোচনার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা হয়, যখন রাষ্ট্র মনে রাখে, বিরোধিতার কণ্ঠও দেশেরই কণ্ঠ।

বস্তুত, সোনম ওয়াংচুকের অনশন সফল হবে কি না, তা ভবিষ্যৎ বলবে। তাঁর দাবি মানা হবে কি না, সেটিও সময়ের হাতে। কিন্তু ইতিহাস একটি প্রশ্ন অবশ্যই করবে, একজন মানুষ যখন নিজের শরীরকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে রাষ্ট্রের দরজায় কড়া নাড়ছিলেন, তখন ক্ষমতাসীনরা কি তাঁর কথা শুনতে চেয়েছিলেন, নাকি তাঁকে চির-নীরব হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন? কারণ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি অনেক সময় কোনও মৃত্যুর মধ্যে নয়, বরং সেই নীরবতার মধ্যে, যেখানে একজন মানুষ বেঁচে থাকতে কথা বলেছিলেন, অথচ সমাজ ও রাষ্ট্র কেউই শুনতে চায়নি।

মণিপুরের সড়কে তোলাবাজি, জ্বালানি পরিবহন বন্ধের হুমকি

ইম্ফল, ১৬ জুলাই : মণিপুরের ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে চলমান তোলাবাজি অবিলম্বে বন্ধ করতে মুখ্যমন্ত্রী ইয়ুমনাম খেমচাঁদ সিংহের কাছে দাবি জানিয়েছে পেট্রোলিয়াম ও এলপিজি পরিবহনকারী সংগঠনগুলি। তারা সতর্ক করে দিয়েছে, তোলা-সমস্যার সমাধান না হলে আগামী ৩১ জুলাই থেকে জ্বালানি পরিবহন পরিষেবা বন্ধ করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত এক স্মারকপত্রে অল মণিপুর পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস ট্রান্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন সহ মোট নয়টি পরিবহন সংগঠন অভিযোগ করেছে, ইম্ফল ও জিরিবামের মধ্যে জ্বালানি বহনকারী ট্যাংকারগুলিকে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স সঙ্গে নিয়ে যাতায়াত করতে হলেও অবৈধভাবে টাকা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। সংগঠনগুলির দাবি, ২০২৩ সালের মে মাসে রাজ্যে জাতিগত সহিংসতা শুরু হওয়ার পর থেকে ইম্ফল-জিরিবাম ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কপথে পেট্রোলিয়াম, তেল, লুব্রিকেন্ট এবং এলপিজি ট্যাংকারগুলি নিরাপত্তা বাহিনীর এসকর্টে চলাচল করছে। স্মারকপত্রে বলা হয়েছে, প্রতিটি কনভয়ে প্রায় ১০০টি ট্যাংকার থাকে, সেগুলির কাছ থেকে জাতীয় সড়কের বিভিন্ন স্থানে কথিত 'লুটেরারা' অবৈধ কর তথা তোলা আদায় করছে। পরিবহনকারীদের অভিযোগ, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দাবিকৃত টাকার পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে।

এতে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথমে প্রতি ট্রাক থেকে ২০০ টাকা নেওয়া হত, কিন্তু এখন তা বেড়ে প্রতি ট্রাকে ৭ হাজার টাকায় পৌঁছেছে। সংগঠনগুলি জানিয়েছে, তারা বারবার এই বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনলেও কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, ফলে তোলাবাজি অব্যাহত রয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, 'আমরা বহুবার এই চাঁদাবাজির বিষয়টি তুলেছি, অথচ এখনও তা চলছে। পরিবহনকারীরা আর এই অতিরিক্ত খরচ বহন করতে পারছেন না।' সংগঠনগুলির দাবি, আগামী ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এই অবৈধ তোলা-আদায় বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় ৩১ জুলাই থেকে ওই সড়কে পেট্রোলিয়াম ও এলপিজি ট্যাংকার চলাচল বন্ধ রাখা হবে।

'কংগ্রেসের মতোই পতন হবে', সোনমের পাশে দাঁড়িয়ে মোদিকে আন্নার অনশন মনে করালেন কেজরি

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই : সোনম ওয়াংচুকের অনশনের জেরে পতন হবে বিজেপি সরকারের! বৃহস্পতিবার যন্তর মন্তরে গিয়ে হুঙ্কার দিলেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মনে করিয়ে দিলেন, ২০১১ সালে আন্না হাজারের অনশন শুরু হয়েছিল ঠিক এই জায়গা থেকেই। ২০১৪ সালে ইউপিএ সরকারের পতন হয়। তিন বছর পরে নরেন্দ্র মোদি সরকারেরও একই দশা হতে পারে বলে হুঙ্কার দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর।

যন্তর মন্তরে ১৯ দিন ধরে অনশন করছেন সোনম। বেশ কয়েকজন রাজনীতিবিদ ইতোমধ্যেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। বৃহস্পতিবার সোনমের সঙ্গে দেখা করলেন কেজরি। যন্তর মন্তরে দাঁড়িয়ে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর হুঙ্কার, 'আসলে প্রধানমন্ত্রী ভয় পাচ্ছেন যে সোনম ওয়াংচুক বিপ্লব আনতে চলেছেন। দেশের পড়ুয়াদের জন্য তিনি নিজের জীবন বাজি রেখেছেন। তাঁকে স্যালুট জানাই। সঙ্গে মনে করিয়ে দিই, ২০১১ সালে ঠিক এখানেই আন্না হাজারের অনশনে সঙ্গী হয়েছিলাম আমি। সরকারকে সতর্ক করছি, সোনমের দাবি শুনুন নয়তো তিনবছর পর কংগ্রেসের মতোই দশা হবে।' আপ সুপ্রিমো জানিয়ে দিলেন, ধর্মেন্দ্র প্রধানকে দ্রুত ইস্তফা দিতে হবে। দেশের পরবর্তী শিক্ষামন্ত্রী করা উচিত সোনমকে।

উল্লেখ্য, সোনমকে নিয়ে এদিনই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। সমাজকর্মী রাকেশকুমার সাইনি উচ্চ আদালতে আবেদন জানান সোনমের শারীরিক অবস্থা নিয়ে। তিনি জানান, সোনমের মৃত্যু হলে তা দেশ ও বিশ্বের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক বিষয় হবে। তাই অবিলম্বে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। সেই মামলাতেই দিল্লি হাইকোর্ট বলল, 'সোনম ওয়াংচুকের জীবন বাঁচাতে যা যা করণীয় সবটা করতে হবে সরকারকে।' সেক্ষেত্রে আগামী দিনে ওয়াংচুককে ইরম শর্মিলা চানুর মতো নাকে নল ঢুকিয়ে জোর করে খাবার খাওয়ানো হতে পারে কি? অনেকেই সেই সম্ভাবনা দেখছেন।

দিল্লির যন্তর মন্তরে একা কুম্ভের মতো অনশন করে চলেছেন সোনম। বৃহস্পতিবার তাঁর অনশন পড়ল ১৯ দিনে। এদিন সোনমের চিকিৎসা সংক্রান্ত বুলেটিন প্রকাশ করেছে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে সোনমের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। তাঁর ওজন কমে প্রায় ৫৭ কেজিতে নেমে এসেছে। অনশন শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত কমেছে প্রায় ৮.৯ কেজি। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তিনি সচেতন ও মানসিকভাবে সজাগ থাকলেও তাঁকে ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখা প্রয়োজন।

এদিকে, কংগ্রেস নেতা শশী থারুর আজ ওয়াংচুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, আপনি দেশের বিবেককে জাগিয়ে দিয়েছেন।

রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা কোয়েলের

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই : রথযাত্রার সকালেই তৃণমূল কংগ্রেসে নতুন রাজনৈতিক জল্পনার জন্ম দিলেন টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ কোয়েল মল্লিক। চলতি বছরের ৬ এপ্রিল রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার মাত্র ১০১ দিনের মাথায় সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা পড়ার খবর সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। যদিও পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোয়েল মল্লিক বা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

পদত্যাগের খবর সামনে আসার পাশাপাশি এ দিনই নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদবের বাসভবনে কোয়েল মল্লিকের উপস্থিতির খবরও রাজনৈতিক মহলে চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে। তবে সেটি সৌজন্য সাক্ষাৎ ছিল নাকি অন্য কোনও রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে, সে বিষয়ে কোনও পক্ষই মুখ খোলেনি। ফলে এই সাক্ষাৎ এবং পদত্যাগ;দুই ঘটনাকে ঘিরেই জল্পনা আরও ঘনীভূত হয়েছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে রাজ্যসভার নির্বাচনের জন্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সেই তালিকার অন্যতম চমক ছিল কোয়েল মল্লিকের নাম। দীর্ঘদিন বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হলেও সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁর আনুষ্ঠানিক অভিষেক ঘটে রাজ্যসভার মাধ্যমে। মার্চে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার পর ৬ এপ্রিল সংসদ ভবনে রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেন তিনি।

বরাক উপত্যকায় শিশুমৃত্যুর আবহে বদলি তিন জেলার ডিপিএম

স্বাস্থ্য বিভাগের অন্দরমহলে জোর বিতর্ক, উঠছে জবাবদিহিতার প্রশ্ন

এসএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ১৬ জুলাই : রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও গতিশীল, জবাবদিহিমূলক এবং ফলপ্রসূ করে তোলার লক্ষ্যে ন্যাশনাল হেলথ মিশন (এনএইচএম), অসম এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক রদবদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বুধবার মিশন ডিরেক্টর ডাঃ লক্ষ্মণন এস স্বাক্ষরিত এক সরকারি আদেশে রাজ্যের ছ'টি জেলার ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার (ডিপিএম)-দের বদলি ও নতুন কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ জারি করা হয়। এই সিদ্ধান্তে বরাক উপত্যকার তিনটি জেলা শ্রীভূমি, কাছাড় ও হাইলাকান্দি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ফলে স্বাস্থ্য প্রশাসনের অন্দরে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা। সরকারি আদেশে বদলির কারণ হিসেবে কেবল 'জনস্বার্থে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি'-র কথা উল্লেখ করা হলেও এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে নানা জল্পনা ও প্রশ্নও সামনে এসেছে। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, গোয়ালপাড়া জেলার ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার খুরশেদ আলমকে শ্রীভূমি জেলায় বদলি করা হয়েছে। অন্যদিকে শ্রীভূমির বর্তমান ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার হানিফ মহম্মদ কে আলমকে গোয়ালপাড়া জেলায় স্থানান্তর করা হয়েছে। একইসঙ্গে কাছাড় জেলার রাহুল ঘোষকে শোণিতপুরে, শোণিতপুরের বিনয় দাসকে কাছাড়ে, হাইলাকান্দির মারুফ আলম বড়ভুইয়াকে ওয়েস্ট কার্বি আংলংয়ে এবং ওয়েস্ট কার্বি আংলংয়ের হিল্টন শইকিয়াকে হাইলাকান্দি জেলায় বদলি করা হয়েছে।

সরকারি আদেশে আরও জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিক্ট হেল্‌থ সোসাইটিকে বদলিকৃত কর্মকর্তাদের বর্তমান কর্মস্থল থেকে অব্যাহতি দিয়ে ১৫ দিনের মধ্যে নতুন কর্মস্থলে যোগদানের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্য বিভাগের একাংশের মতে, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য, টিকাকরণ, স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়ন, রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচি এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যেই এই প্রশাসনিক রদবদল করা হয়েছে। প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নই এর অন্যতম উদ্দেশ্য বলে মনে করা হচ্ছে। শ্রীভূমি জেলায় নতুন ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে খুরশেদ আলমের যোগদানকে ঘিরে স্বাস্থ্য মহলে ইতিবাচক প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্প বাস্তবায়নে নতুন গতি আসবে বলেই আশা করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। তবে এই প্রশাসনিক রদবদলকে ঘিরে ভিন্ন একটি আলোচনাও জোরদার হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রের দাবি, বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড়, শ্রীভূমি ও হাইলাকান্দিতে সাম্প্রতিক সময়ে শিশুমৃত্যুর ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই এই বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও সরকারি আদেশে এর কোনও উল্লেখ নেই এবং স্বাস্থ্য বিভাগও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। সূত্রের দাবি, স্বাস্থ্য পরিষেবায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিপিএমদের বদলি করা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি সামনে আসতেই স্বাস্থ্য বিভাগের অন্দরমহলে শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা। উঠছে একাধিক প্রশ্ন। স্বাস্থ্য বিভাগের একাংশের প্রশ্ন, শিশুমৃত্যুর মতো সংবেদনশীল এবং বহুমাত্রিক ঘটনার দায় কি শুধুমাত্র জেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজারদের ওপরই বর্তায়? জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিচালনায় একাধিক প্রশাসনিক ও চিকিৎসা আধিকারিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। হাসপাতালের পরিকাঠামো, চিকিৎসক ও নার্সের প্রাপ্যতা, ওষুধ সরবরাহ, নবজাতক পরিচর্যা, রেফারেল ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক তদারকি সবই একটি সমন্বিত ব্যবস্থার অংশ।

ফলে প্রশ্ন উঠেছে, যদি শিশুমৃত্যুর ঘটনাই প্রশাসনিক পদক্ষেপের অন্যতম কারণ হয়ে থাকে তা হলে কেবল ডিপিএম-দেরই বদলি করা হল কেন? জেলার অন্যান্য দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের ভূমিকা কি খতিয়ে দেখা হয়েছে? স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম অধিকর্তা বা অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কেন কোনও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হল না? এই প্রশ্নগুলিই এখন স্বাস্থ্য বিভাগের অন্দরমহলে ঘুরপাক খাচ্ছে বলে একাধিক সূত্রের দাবি। যদিও এসব জল্পনা-কল্পনা ও সূত্রভিত্তিক দাবির বিষয়ে ন্যাশনাল হেল্‌থ মিশন (এনএইচএম) কিংবা স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ বিভাগ এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেয়নি। ফলে বদলির প্রকৃত কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই গেছে। স্বাস্থ্য মহলের মতে, প্রশাসনিক বদলি সরকারি পরিষেবার একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। তবে বরাক উপত্যকার তিন জেলার ডিপিএমকে একই সময়ে বদলি করা এবং সাম্প্রতিক শিশুমৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে তৈরি হওয়া প্রেক্ষাপটের কারণে এই সিদ্ধান্ত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখন নজর থাকবে, নতুন ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজাররা নিজ নিজ জেলায় দায়িত্ব গ্রহণের পর স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন এবং জনসাধারণের আস্থা পুনরুদ্ধারে কতটা সফল হন। একইসঙ্গে স্বাস্থ্য বিভাগ বদলির নেপথ্য কারণ সম্পর্কে কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেয় কি না, সেদিকেও কৌতূহলী দৃষ্টি রয়েছে স্বাস্থ্যমহল ও সাধারণ মানুষের।

আমড়াঘাট সরস্বতী বিদ্যানিকেতনে গ্রীষ্মকালীন কর্মশালার সূচনা

শিবিরের সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, আমড়াঘাট, ১৬ জুলাই : কেন্দ্র সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের উদ্যোগে এবং কাছাড় জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার আমড়াঘাট সরস্বতী বিদ্যানিকেতনে ধলাই বিধানসভা কেন্দ্র ভিত্তিক গ্রীষ্মকালীন কর্মশালার সূচনা হয়েছে। পক্ষ কালব্যাপী গ্রীষ্মকালীন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে ১৬ থেকে ৩০ জুলাই। এতে রয়েছে সঙ্গীত, নাটক ও যোগ। বৃহস্পতিবার আমড়াঘাট সরস্বতী বিদ্যানিকেতনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই কর্মশালার সূচনা হয়। পালংঘাট মাতা সংঘ ক্লাবের সভাপতি জিষ্ণু ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান আচার্য রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সমাজসেবী অলক চন্দ, সুবোধ দাস, পালংঘাট আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের উপ-সভাপতি উপেন্দ্রচন্দ্র দাশ, সুমিত রায়, ক্লাব সদস্য মাধব দে, রজত দে, সাইনুর আহমদ প্রমুখ। এদিকে এদিন ক্লাব সম্পাদক রাজীব দে জানান, ধলাইর বিধায়ক অমিয়কান্তি দাশের বিশেষ সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানটি আমড়াঘাট সরস্বতী বিদ্যানিকেতনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এদিন মোট ৬০ জন ছাত্রছাত্রী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

লংকার গোপাল আশ্রমে ৮৭তম রথযাত্রা, শহরজুড়ে উৎসবের আমেজ

সাময়িক প্রসঙ্গ, লংকা, ১৬ জুলাই : হোজাই জেলার লংকা শহরের ঐতিহ্যবাহী শ্রীশ্রী গোপাল আশ্রমে বৃহস্পতিবার ৮৭তম রথযাত্রা উৎসব ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ভক্তিময় পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমের রথযাত্রা দীর্ঘদিন ধরেই লংকা শহরের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় আকর্ষণ হিসেবে পরিচিত। রথযাত্রা উপলক্ষে সকাল থেকেই আশ্রম প্রাঙ্গণে শত শত ভক্তের সমাগমে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রার পূজা-অর্চনার পর বিকেলে প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী রথ টেনে তাঁদের 'মাসির বাড়ি' নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রা বের হয়। রথটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করলে রাস্তার দুই ধারে অসংখ্য ভক্ত রথের দড়ি টানার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। ভক্তিময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে রথযাত্রা শহরজুড়ে এক আনন্দঘন আবহের সৃষ্টি করে। রথের সঙ্গে হরিনাম সংকীর্তন, ভজন ও ধর্মীয় সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। এদিন লংকা শহরের ইসকন মন্দির থেকেও জগন্নাথদেবের রথযাত্রা বের হয়। পাশাপাশি হরিচাঁদ মন্দিরের রথও শহর পরিক্রমা করে। ফলে একাধিক রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে গোটা লংকা শহর উৎসবের রঙে সেজে ওঠে এবং হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে দিনভর ভক্তি ও আনন্দের আবহ বিরাজ করে।

কপাহবাড়ি এইচএস স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি জোরদার

সাময়িক প্রসঙ্গ, ডবকা, ১৬ জুলাই : হোজাই জেলার বিন্নাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কপাহবাড়ি এইচএস স্কুলের আসন্ন সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনকে সামনে রেখে সম্প্রতি বিদ্যালয়ে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সম্মিলনের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মইন উদ্দিন আহমদ। সভায় আগামী দুই বছরের জন্য প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সম্মিলনের ৫১ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটিতে নেসার আহমদ ও হেলাল আহমদ উপদেষ্টা, দিলাল আহমদ সভাপতি, সিরাজুল ইসলাম কার্যকরী সভাপতি, ইব্রাহিম আলি, হারুন আহমদ, নীরেন দাস, বদরুল ইসলাম ও লুৎফুর রহমান সহ-সভাপতি এবং আনোয়ার হোসেনকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয়েছে। একইসঙ্গে সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি পৃথক অভ্যর্থনা কমিটিও গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি হিসেবে নেসার আহমদকে মনোনীত করা হয়। বিষয় শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম কার্যকরী সভাপতি এবং হারুন আহমদ, বদরুল ইসলাম ও হবিবুর রহমান লস্করকে সহ-সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নোজ উদ্দিন আহমদ উভয় কমিটির পদাধিকারবলে সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সভার শুরুতেই কপাহবাড়ির বিশিষ্ট সমাজসেবী সাহাবুদ্দিনের অকাল প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানানো হয়। কবি দিলাল আহমদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রায় দুই শতাধিক প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবকে সফল ও স্মরণীয় করে তুলতে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

দোহালিয়া স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রে নয়া ভবন নির্মাণের কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা

আব্দুর রহমান

দোহালিয়া স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের নতুন ভবন নির্মাণকাজের সূচনা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।

বিনোদিনীবাজার, ১৬ জুলাই : পাথারকান্দির বিধায়ক তথা রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পার্বত্য ও বরাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল দোহালিয়া স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের নতুন ভবন নির্মাণকাজের জন্য প্রায় ৫২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। বুধবার এই কাজের সূচনা করার পাশাপাশি বিশেষ পূজার্চনায় অংশগ্রহণ করেন পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান সুজামিনি দাস, পাথারকান্দি মণ্ডল বিজেপির সভাপতি শশীবাবু সিন্হা, শ্রীভূমি জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি রতিরঞ্জন দাস। এদিন হাসপাতাল প্রাঙ্গণে দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত নতুন ভবন নির্মাণের সূচনা উপলক্ষে ভূমিপূজন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, পূজা-পার্বণ এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় এই কর্মসূচি।

বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রতিরঞ্জন দাস ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নির্মাণকাজের আনুষ্ঠানিক সূচনার সাক্ষী হন এবং হাসপাতালের উন্নয়নের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের অ্যাকাউন্টান্ট আবু হানিফ, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি দীপঙ্কর দে, দেবাশিস ভৌমিক, বিধানচন্দ্র দেব, লক্ষণ দাস, শঙ্কর দেবনাথ, তাপল পাল, রামানুজ চক্রবর্তী, সজল দেব, রিতেশ দাস প্রমুখ। হাসপাতাল পরিচালন সমিতির সদস্য, এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক, জনপ্রতিনিধি, সমাজসেবী এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, ভক্তিমূলক স্তোত্র এবং পূজার্চনার মধ্য দিয়ে নতুন ভবনের শিলান্যাস করেন তাঁরা।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাঁরা বলেন, নতুন ভবন নির্মিত হলে এলাকার রোগীদের জন্য হাসপাতালে আরও উন্নত পরিকাঠামো গড়ে উঠবে। পাশাপাশি নতুন ভবন নির্মাণের মাধ্যমে ভবিষ্যতে এটি আধুনিক ও আকর্ষণীয় চিকিৎসাকেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগীদের জন্য আরও উন্নত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত হবে।

তিনের পাতার পর

সোনার ঝাড়ু হাতে পথ পরিষ্কার

জয় জগন্নাথ ধ্বনি।

অম্বিকাপট্টি থেকে যাত্রা শুরু করে সুসজ্জিত রথ চার্চ রোড, শিলংপট্টি, গান্ধীবাগ, সেন্ট্রাল রোড, নাজিরপট্টি, প্রেমতলা, হাসপাতাল রোড ও রাঙ্গিরখাড়ি অতিক্রম করে পৌঁছে যায় সুকান্ত সরণিতে অবস্থিত অস্থায়ী গুন্ডিচা মন্দির, অর্থাৎ জগন্নাথদেবের মাসির বাড়িতে। পুরো পথজুড়েই চলতে থাকে কীর্তন দলের মৃদঙ্গ, করতাল ও ভক্তিগানের আবেশ। বিশাল সাউন্ড সিস্টেমে নিরবচ্ছিন্ন সংকীর্তন, রাধার সাজে মহিলাদের নৃত্য এবং রথ থেকে প্রসাদ বিতরণ শোভাযাত্রাকে অন্য মাত্রা দেয়। রাস্তার দু-ধারে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ রথ দর্শন করেন। অনেক পথচারীও হঠাৎই ভিড়ে মিশে একবার রথের দড়িতে হাত রেখে নিজের বিশ্বাসের অংশীদার হয়ে ওঠেন। ইসকন প্রাঙ্গণ থেকে অনেকটা পথ রথ টেনে নিয়ে যান কৌশিক।

তবে উৎসবের আবহ সীমাবদ্ধ থাকেনি শুধু ইসকনের আয়োজনে। শিলচরের শ্যামসুন্দর আখড়া থেকে শ্যামসুন্দর ও জগন্নাথদেবের বিগ্রহ নিয়ে বের হয় ঐতিহ্যবাহী রথ। নরসিং আখড়া, ভুবনেশ্বর সাধুঠাকুর আশ্রম, গোপাল জিউর মন্দির, মহাপ্রভুর মন্দির, বাসুদেব আশ্রম, গৌড়ীয় মঠ, রাধাগোপীনাথ মন্দির সহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের রথও শহরের বিভিন্ন সড়ক পরিক্রমা করে। অন্যদিকে বহু প্রাচীন রাধামাধব রোডের রাধামাধব জিউর মন্দিরেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় রথযাত্রা। প্রতিবছরের মতো এবারও সুবিশাল রথটি মন্দিরের সামনেই স্থাপন করা হয় এবং অসংখ্য ভক্ত রথের দড়িতে টান দিয়ে প্রার্থনা নিবেদন করেন। শহরের আর এক উল্লেখযোগ্য আয়োজন ছিল শিলচর সংলগ্ন ঘুংঘুর রাধা সুদর্শন মন্দিরে। সকাল থেকেই সেখানে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষ মঙ্গল আরতিতে অংশ নিয়ে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলভদ্রের দর্শন করেন। পর্যায়ক্রমে পূজা, যজ্ঞানুষ্ঠান, নামসংকীর্তন, ভজন, কীর্তন এবং প্রসাদ বিতরণে দিনভর মুখর থাকে মন্দির চত্বর।

বিকেলে সুসজ্জিত রথে অধিষ্ঠিত করে ভগবান জগন্নাথ, দেবী সুভদ্রা ও ভগবান বলভদ্রকে নিয়ে বের হয় ঐতিহ্যবাহী শোভাযাত্রা। মন্দির থেকে রথটি তাম্বুটিলা, এনআইটি, মেডিক্যাল পয়েন্ট ঘুরে পুনরায় মন্দিরে ফিরে আসে। শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টানাদ, উলুধ্বনি, হরিনাম সংকীর্তন এবং জয়ধ্বনির মধ্যে পুরুষ-মহিলা, যুবক-যুবতী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই গভীর শ্রদ্ধায় রথের দড়ি টেনে মহাপ্রভুর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। উৎসবকে কেন্দ্র করে মন্দির চত্বরে ছিল আনন্দমুখর পরিবেশ। নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে স্বেচ্ছাসেবক এবং স্থানীয় প্রশাসনও ছিল তৎপর। শেষে ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন মন্দির কমিটির সদস্যরা।

উৎসবের আনন্দে পিছিয়ে ছিল না শহরের শিশুরাও। নানা পাড়া ও মহল্লা থেকে নিজেদের হাতে সাজানো ছোট ছোট রথ নিয়ে বের হয় তাঁরা। তাঁদের উচ্ছ্বাস যেন বড়দের ভক্তির সঙ্গেই মিশে গড়ে তোলে উৎসবের সবচেয়ে নির্মল ছবি। তুলাপট্টি ও রাধামাধব রোডে বসে ঐতিহ্যবাহী রথের মেলা। মাটির জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা, রাধাকৃষ্ণ, হাতি, ঘোড়া, পুতুল ও নানা খেলনার পসরা ঘিরে ভিড় করেন ক্রেতারা। অভিভাবকদের হাত ধরে শিশুদের সেই আনন্দ সন্ধ্যা পর্যন্ত মেলাপ্রাঙ্গণকে প্রাণবন্ত করে রাখে। এদিন একটি দিনের জন্য যেন শিলচরের ব্যস্ত রাজপথ হয়ে উঠে ভক্তির স্রোতস্বিনী। রথের চাকার সঙ্গে ঘুরেছে মানুষের বিশ্বাস, রশির সঙ্গে বাঁধা পড়েছে অগণিত প্রার্থনা। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের আবরণে এদিন শিলচর আরও একবার প্রমাণ করল, উৎসবের প্রকৃত শক্তি মানুষের মিলনে, সম্প্রীতিতে এবং হৃদয়ের একাত্মতায়। সম্মিলিত কণ্ঠের 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি মিলিয়ে গেলেও সেই অনুরণন রয়ে যাবে শহরের স্মৃতিতে আরও অনেক দিন।

শ্রীভূমিতে প্রথমবারের মতো রামকৃষ্ণ

সুব্রত ভট্টাচার্যকে। অন্যদিকে, ইস্কন মন্দিরের রথযাত্রায় ছিল ভক্তিমূলক কীর্তন, হরিনাম সংকীর্তন এবং নৃত্য। ভক্তরা জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে মুখরিত করে তোলেন গোটা পরিবেশ। মদনমোহন আখড়া ও কালী মহাবীর বাড়ির রথও শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে। প্রতিটি রথের সঙ্গে বিপুল সংখ্যক নারী-পুরুষ ও শিশু অংশগ্রহণ করেন।

রথযাত্রা উপলক্ষে টাউন কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় বসে ঐতিহ্যবাহী রথমেলা। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকেও বহু ব্যবসায়ী এসে তাদের পসরা সাজিয়ে বসেন। খেলনা, মাটির সামগ্রী, বাঁশ-বেতের তৈরি সামগ্রী, গৃহস্থালির উপকরণ, প্রসাধনী, অলঙ্কার, মিষ্টি, ফাস্টফুড সহ নানা ধরনের দোকানে ক্রেতাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে শিশুদের উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশি। খেলনা ও নাগরদোলা ঘিরে তাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে মেলা প্রাঙ্গণ। এবারের রথযাত্রার অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক ছিল শ্রীভূমি রামকৃষ্ণ মিশনে প্রথমবারের মতো রথযাত্রা উৎসবের আয়োজন। যদিও এই রথ শহরের রাজপথে বের হয়নি, মিশনের নিজস্ব প্রাঙ্গণেই সুসজ্জিত রথ নিয়ে পরিক্রমার আয়োজন করা হয়। রামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ছাত্র এবং অসংখ্য ভক্ত এই রথ পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করেন। মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী প্রেমঘনানন্দজি মহারাজ নিজেও রথ টানায় অংশ নেন এবং ভক্তদের সঙ্গে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। সমবেত কীর্তন, ভজন ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি এক আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি করে।

সব মিলিয়ে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, ঐতিহ্য, মেলা এবং মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এ বছরের রথযাত্রা শ্রীভূমিতে এক উৎসবমুখর আবহ সৃষ্টি করে। আবহাওয়ার কিছুটা প্রতিকূলতা এবং জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা কিছু ক্ষেত্রে কর্মসূচিকে সীমিত করলেও ভক্তদের উৎসাহ ও জনসমাগমে তার কোনও প্রভাব পড়েনি। শহরের সর্বত্র ছিল উৎসবের আবহ, আর 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে দিনভর মুখরিত ছিল শ্রীভূমি।

ভক্তি ও সম্প্রীতির আবহে

মহাপ্রসাদ বিতরণকে কেন্দ্র করে ভক্তদের ব্যস্ততা ছিল চোখে পড়ার মতো। দুপুরের পর থেকেই শুরু হয় মূল আকর্ষণ ঐতিহ্যবাহী রথ টানা। ভক্তদের খোল-করতাল, শঙ্খধ্বনি এবং হরিনাম সংকীর্তনের সুরে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ ভক্তিভরে রথের দড়ি টানায় অংশ নেন এবং জগন্নাথদেবের চরণে প্রণাম নিবেদন করেন।

প্রতিবারের মতো এবারও রথযাত্রার প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল রামকৃষ্ণনগর শহর সংলগ্ন কালাছুপ জগন্নাথ আখড়ার ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা ও মেলা। প্রতি বছরের মতো এবারও এই আখড়াকে কেন্দ্র করে মানুষের ঢল নেমেছিল। রথযাত্রা উপলক্ষে আখড়া প্রাঙ্গণে বসেছিল এক বর্ণাঢ্য মেলা। হরেক রকমের খেলনা, সাজগোজের জিনিস, গৃহস্থালির সামগ্রী, স্থানীয় কুটির শিল্প এবং বিশেষ করে গরম গরম জিলিপি ও ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির দোকানে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। শুধু স্থানীয় এলাকাই নয়, দূর-দূরান্ত থেকে আসা অসংখ্য ধর্মপ্রাণ ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সমাগমে কালাছুপ আখড়া প্রাঙ্গণ পরিণত হয়েছিল এক বিশাল মিলনক্ষেত্রে। শিশুদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস এবং কেনাকাটার ধুম মেলার পরিবেশকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। এলাকার প্রবীণ নাগরিকদের মতে, রামকৃষ্ণনগরের এই উৎসব কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সামাজিক সম্প্রীতি ও মিলনের এক অনন্য নজির। প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ, ভক্তিপূর্ণ এবং আনন্দমুখর পরিবেশে রামকৃষ্ণনগরের সর্বত্র রথযাত্রা উৎসবটি সুসম্পন্ন হয়েছে।

রথযাত্রা উপলক্ষে সেজে উঠেছে

পূজা-অর্চনা, নাম-সংকীর্তন, ভজন, মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং রথ টানার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার বিগ্রহ সুসজ্জিত করে রথে অধিষ্ঠাপন করা হয়। উৎসব উপলক্ষে সকাল থেকেই শতাধিক ভক্ত মন্দিরে উপস্থিত হয়ে পূজা-অর্চনায় অংশ নেন এবং রথ টানার পুণ্যলাভ করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি হাফলং শহর ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকেও বিপুল সংখ্যক ভক্ত মন্দিরে সমবেত হন। বিকেল চারটায় শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দির থেকে ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার বিগ্রহ নিয়ে সুসজ্জিত রথ হাফলং শহর পরিক্রমা করে রামঠাকুর মন্দিরে পৌঁছায়। সেখানে আগামী সাতদিন বিগ্রহগুলি প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এই সময়ে রামঠাকুর মন্দিরে ভজন, কীর্তন সহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

রথযাত্রা উপলক্ষে মন্দির কর্তৃপক্ষ ভক্তদের সুবিধার্থে পরিচ্ছন্নতা, পানীয়জলের ব্যবস্থা, শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, রথযাত্রা হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এই উৎসবে ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে সুসজ্জিত রথে অধিষ্ঠাপন করে ভক্তরা রথ টেনে আশীর্বাদ লাভ করেন। ভক্তি, ঐক্য ও সামাজিক সম্প্রীতির প্রতীক হিসেবে রথযাত্রা উৎসবের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

৪৫ বছর পর গ্রেফতার জিয়াউর

সালে তিনি সেখানে অবস্থান করেন এবং পরে ছদ্মনাম ব্যবহার করে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান পরিবর্তন করে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নজর এড়িয়ে চলেন। গোয়েন্দা নজরদারি ও গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অবশেষে তাকে ঢাকার বনানী এলাকা থেকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতে, এই গ্রেফতারের মাধ্যমে বহুল আলোচিত জিয়াউর রহমান হত্যা মামলার অন্যতম পলাতক দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে আইনের আওতায় আনা গেল এবং দীর্ঘদিনের বিচারিক প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে নতুন অগ্রগতি হল।

শনিবার শ্রীভূমিতে মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু

সফরসূচি নিয়ে মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল শ্রীভূমি সফরে এসে পৌঁছেছেন। শুক্রবার তিনি বিভিন্ন স্থানীয় কার্যসূচিতে অংশ নেবেন। শনিবার পর্যালোচনা সভার পরদিন (রবিবার) তিনি বিভিন্ন স্থানীয় কার্যসূচিতে অংশ নেবেন। সোমবার মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল দিসপুর চলে যাবেন।

আলগাপুর ভিপিএইচসি-তে

লক্ষ্মণনের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন ছাত্রনেতা জহির আহমদ বড়ভুইয়া। স্মারকলিপিতে তিনি উল্লেখ করেন, ১৩ জুলাই পর্যন্ত প্রাপ্ত সরকারি তথ্য অনুযায়ী আলগাপুর ভিপিএইচসি-তে (মডেল হাসপাতাল) গত তিন মাসে মোট ২৯ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান স্থানীয় জনগণের মধ্যে চরম উৎকণ্ঠা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। একইসঙ্গে হাসপাতালের মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য পরিষেবার মান, প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে গুরুতর প্রশ্নও তুলেছেন। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়েছে, প্রাপ্ত তথ্য, নথিপত্র এবং বিভিন্ন সহায়ক প্রমাণের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে যে, হাসপাতালের মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য কর্মসূচির পরিকল্পনা, তদারকি, পর্যবেক্ষণ, সমন্বয় এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় একাধিক গুরুতর ত্রুটি ও ঘাটতি থেকে থাকতে পারে। এসব বিষয় নিরপেক্ষ তদন্তে প্রমাণিত হলে তা হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবার মানকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে বলেই প্রতীয়মান হবে।

এই পরিস্থিতিতে জনস্বার্থে তিনদফা গুরুত্বপূর্ণ দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। প্রথমত, আলগাপুর মডেল হাসপাতালে শিশুমৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের স্বাধীন ও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তদন্ত কমিটিকে হাসপাতালের প্রশাসনিক কার্যক্রম, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য কর্মসূচির বাস্তবায়ন, সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালন, তদারকি, জবাবদিহিতা এবং সরকারি নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণের বিষয়গুলো গভীরভাবে খতিয়ে দেখার অনুরোধ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, তদন্তে যদি কোনও কর্মকর্তা বা কর্মচারীর অবহেলা, প্রশাসনিক ব্যর্থতা, দায়িত্বে গাফিলতি বা অন্য কোনও ধরনের অনিয়ম ও অসদাচরণ প্রমাণিত হয়, তবে প্রচলিত আইন ও বিধি অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে। ছাত্রনেতা জহির স্মারকলিপিতে আরও বলেন, নবজাতক ও শিশুদের জীবন সুরক্ষিত রাখা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তাই জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা অটুট রাখতে এবং স্বাস্থ্যসেবায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গুণগত মান নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষের দ্রুত ও কার্যকর হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। পরিশেষে, জনস্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ প্রদানের জন্য মিশন ডিরেক্টরের নিকট আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন করে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণেরও আহ্বান জানিয়েছেন জহির আহমদ বড়ভুইয়া।

তামেংলং জেলায় স্থানীয় সংগঠনগুলির

গ্রাম কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে এলাকার বর্তমান নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনার পাশাপাশি নিরাপত্তা বাহিনী ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

আলোচনায় বিশেষভাবে চাঁদাবাজি ও অবৈধ কর আদায়ের মতো কর্মকাণ্ড রোধের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা এ ধরনের বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তাদের দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন এবং ভবিষ্যতেও এসব প্রতিরোধে নিরাপত্তা বাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এছাড়াও বৈঠকে স্থানীয় জনগণের সতর্কতা বৃদ্ধি, যুবসমাজের দায়িত্বশীল ভূমিকা এবং সন্দেহজনক বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দ্রুত নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়, যাতে এলাকায় শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ পরিবেশ বজায় থাকে।

বক্তারা তামেংলং জেলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ঐতিহ্যের কথাও তুলে ধরেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে গ্রাম কর্তৃপক্ষ, নাগরিক সমাজের সংগঠন এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান ও পারস্পরিক সমন্বয় আরও শক্তিশালী করার ওপর জোর দেওয়া হয়, যাতে এলাকায় দীর্ঘমেয়াদি শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। বৈঠকের শেষে গ্রাম প্রতিনিধিরা আসাম রাইফেলসের এই জনসংযোগমূলক উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং এলাকার শান্তি, নিরাপত্তা ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে ভবিষ্যতেও সম্মিলিতভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

কিশোর নাথের উদ্যোগে স্থায়ী

সমস্যার স্থায়ী সমাধান করে দেবেন। নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবার রথযাত্রার শুভক্ষণে বিধায়ক কিশোর নাথের উদ্যোগে মন্দিরের জন্য একটি স্থায়ী রথগাড়ির ব্যবস্থা করে দেন। এর ফলে বহু বছরের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার অবসান ঘটে এবং অত্যন্ত আনন্দ-উৎসাহের মধ্য দিয়ে রথযাত্রা সম্পন্ন হয়।

বিধায়কের এই মানবিক ও ধর্মীয় উদ্যোগে এলাকার জনগণ, ভক্তবৃন্দ এবং মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, অশেষ ধন্যবাদ ও শুভকামনা জ্ঞাপন করা হয়। উল্লেখ্য, রথগাড়ির দায়িত্ব গ্রহণ করেন রাজামানু সিন্‌হা। মন্দিরের পূজারী শিবসাগর শর্মা, সভাপতি সমরজিৎ রাজকুমার এবং সম্পাদক রাজমনি সিন্‌হা-সহ মন্দির কমিটির সদস্যরা বিধায়ক কিশোর নাথের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ডিমা হাসাওর বিভিন্ন সংগঠনের

করা হবে। প্রতিনিধি দল আরও জানায়, জেলার মানুষের অধিকার, পরিচয় ও স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে তাঁরা ভবিষ্যতেও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাবে এবং জনগণের ন্যায্য দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন ও প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

লোয়াইরপোয়ায় সাড়ম্বরে পালিত

শুরু করে। শাস্ত্রবিধি মেনে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব, বলরাম ও সুভদ্রার বিশেষ পূজার্চনা, মঙ্গল আরতি, নাম-সংকীর্তন এবং ভজন অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রম প্রাঙ্গণ ভক্তদের জয়ধ্বনি ও হরিনামে মুখরিত হয়ে ওঠে। দুপুরে শতাধিক ভক্তের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। নারী-পুরুষ, শিশু, প্রবীণ সহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে ধর্মীয় উৎসবের আনন্দে সামিল হন। বিকেলে সুসজ্জিত রথে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবকে অধিষ্ঠিত করে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। রথটি বাজারিছড়া, কালাছড়া সহ আশপাশের বিভিন্ন সড়ক পরিক্রমা করে পুনরায় জগন্নাথ আশ্রমে ফিরে আসে। রথের রশি টানতে নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ও তরুণ-তরুণীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে গোটা এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ সন্ধ্যা আরতি, গীতাপাঠ, নাম-সংকীর্তন ও ধর্মীয় আলোচনা। পরে উপস্থিত সকল ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দিনভর ভক্তিমূলক পরিবেশে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে সমগ্র আশ্রম চত্বর। শুধু বাজারিছড়াই নয়, বৃহত্তর লোয়াইরপোয়া ব্লকের লোয়াইরপোয়া, শিবেরগুল, কালাছড়া, সলগই, রাধাপ্যারী, নুরখা, বালিপিলা, রাঙ্গামাটি, মানিকবন্দ সহ বিভিন্ন এলাকায়ও ব্যাপক উৎসাহ- উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা পালিত হয়। প্রতিটি এলাকায় স্থানীয় রথযাত্রা উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, কীর্তন, পূজার্চনা এবং রথ পরিক্রমার আয়োজন করা হয়। প্রতিটি রথের রশিতে ভক্তদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ উৎসবকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। উৎসবকে নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে বাজারিছড়া পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে পুলিশ মোতায়েন, টহলদারি বৃদ্ধি এবং যানবাহন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকায় কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্থানীয় বাসিন্দারা সাধুবাদ জানান।

শিলচরে 'সিওন ইন্ডিয়া'র অন্বেষা

ইকোসিস্টেম গড়ে তুলছে। এই উদ্যোগগুলি টেকসই উন্নয়ন, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং 'বিকশিত ভারত' গঠনের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে অসম সরকারও পরিচ্ছন্ন শক্তি ও সবুজ পরিবহন ব্যবস্থার প্রসারে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। দূরদর্শী নীতি এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে অসমও পরিবেশবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থাকে দ্রুত গ্রহণ করছে। সাংসদ কণাদ উল্লেখ করেন যে, সিওন ইন্ডিয়ার স্কুটি শোরুমের উদ্বোধন শুধু একটি নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সূচনা নয়, এটি একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, নতুন কর্মসংস্থান এবং টেকসই জীবনযাত্রা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শোরুম এতদঞ্চলে পরিবেশবান্ধব যানবাহন ব্যবহারে উৎসাহিত করবে এবং দূষণ হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা ব্যক্ত করেন সাংসদ। সিওন ইন্ডিয়ার অন্বেষা স্কুটি শোরুমের স্বত্বাধিকারী মোহন দেব জানিয়েছেন, স্বদেশে উৎপাদিত সিওন ইন্ডিয়ার স্কুটি ব্যাপক চাহিদা রয়েছে সারা দেশেই। কারণ এই স্কুটি যেমন সুলভ মূল্যে উপলব্ধ, তেমনি বিদ্যুৎ খরচও লাগে অতি কম। মাত্র ১০ টাকার বিদ্যুৎ খরচ করেই ১২০ কিলোমিটার পর্যন্ত যাতায়াত করা যায়। লিথিয়াম ও গ্রাফাইন ব্যাটারি যুক্ত ৫৭ হাজার টাকা থেকে ৮২ হাজার টাকায় সাতটি মডেলে রয়েছে সিওন ইন্ডিয়ার স্কুটি। তাই নবপ্রজন্মের মধ্যে এই স্কুটির চাহিদা বেশি। শিলচর সহ বরাক উপত্যকায় এই স্কুটির দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করবে বলে দৃঢ় প্রত্যয়ী তিনি।

জনতার দরবারে মন্ত্রী কৌশিক

সুপারিশ করেন মন্ত্রী। দ্বিতীয়বার রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এদিন প্রথমবার জেলা বিজেপি কার্যালয়ে জনতার দরবারে অংশ নেন কৌশিক রায়। তাঁকে শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জানাতে দলীয় কর্মী- সমর্থকদের ভিড়ও ছিল চোখে পড়ার মতো। উল্লেখ্য, প্রথমবার মন্ত্রী হওয়ার পরই জেলা বিজেপি কার্যালয়ে জনসংযোগ কক্ষ চালু করেছিলেন কৌশিক রায়। সেই উদ্যোগকে সামনে রেখেই নিয়মিত জনতার দরবারের আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয়বারও হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ার পর একই ধারা বজায় রেখে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ও স্থানীয় সমস্যার দ্রুত সমাধানে গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি।

বর্ষা নামতেই গাগলাছড়া-ফাইসেন রাস্তার বিভিন্ন অংশ বেহাল, দুর্ভোগ

গুরুত্বপূর্ণ গাগলাছড়া-ফাইসেন পূর্ত সড়কের বেহাল একটি অংশ।

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ১৬ জুলাই : রাস্তা না ক্ষেতের জমি সেটাই আন্দাজ করা মুশকিল। বর্ষা নামতেই অত্যন্ত বেহাল হয়ে উঠেছে গাগলাছড়া-ফাইসেন রাস্তার লালামুখ, লালাছড়া থেকে শুরু বালিছড়া, ধলছড়া পর্যন্ত অংশ। জলকাদায় একাকার হয়ে উঠায় বর্তমানে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। দীর্ঘদিন থেকে সংস্কারের অভাবে রীতিমতো মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে হাইলাকান্দি জেলার গাগলাছড়া-লালামুখ, লালাছড়া, বিলাইপুর হয়ে ধলছড়া পর্যন্ত সড়ক। হাইলাকান্দি সীমান্ত সহ প্রতিবেশী রাজ্য মিজোরামের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র বিকল্প এই পূর্ত সড়ক। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বছর থেকে সংস্কারের অভাবে বর্তমানে এই সড়কের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

রাস্তার ব্ল্যাকটপিং উঠে গিয়ে বিশালাকার গর্তের সৃষ্টি হয়ে রয়েছে স্থানে স্থানে। এছাড়া গর্তের পাশাপাশি এই সড়কের স্থানে স্থানে সড়ক না ক্ষেতের জমি সেটা বলা মুশকিল হয়ে উঠেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। নিত্যদিন ঘটছে দুর্ঘটনা। তাছাড়া অটো, ম্যাজিক গাড়ি, সুমো, ট্র্যাভেলার ইত্যাদির মতো যানবাহন চলাচল এখন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। এখানকার মানুষদের লালা কিংবা হাইলাকান্দি শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে গিয়ে এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। চিকিৎসা, উচ্চশিক্ষা সহ বিভিন্ন সরাকারি কাজের জন্য নিত্যদিন ধলছড়া, বালিছড়া, লালাছড়া, লালামুখ হয়ে হাইলাকান্দি সদরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়ে এই বেহাল সড়ক অতিক্রম করে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এলাকার অনেকে এই বেহাল সড়ক নিয়ে সরব হলেও প্রশাসনের কোনও টনক নড়েনি।

দীর্ঘদিন থেকে সড়কটির অবস্থা বেহাল হয়ে থাকলেও হেলদোল নেই সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের। কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকার যখন 'সবকা সাথ সব কা বিকাশ' স্লোগান দিয়ে যোগাযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে তখন অব্যবস্থার নজির হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সড়ক। অভিযোগ, সাংসদ কৃপানাথ মালা একবারও ফিরে তাকাননি এই বেহাল সড়কের দিকে। ফলে এখানকার মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই। অসম-মিজোরামের করিডর হিসেবে এই সড়কটির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এই বেহাল পূর্ত সড়কের সংস্কার একান্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বৃহত্তর এলাকাবাসীর স্বার্থে অবিলম্বে সড়কটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী জনগণ।

পাথারকান্দি পুলিশের গোপন অভিযানে বড় সাফল্য

অটোরিক্সা থেকে ৫,৮০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার, যুবক গ্রেফতার

এসএম জাহির আব্বাস

পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হওয়া মাদক সহ ধৃত পাচারকারী যুবক।

কটামণি, ১৬ জুলাই : শ্রীভূমি জেলায় মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানে আরও একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা পাথারকান্দি থানার অধীন লক্ষীপুর এলাকায় গোপন সূত্রে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত এক বিশেষ অভিযানে একটি অটোরিক্সা থেকে ৫,৮০০টি সন্দেহভাজন ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে পাথারকান্দি পুলিশ। একইসঙ্গে মাদক পাচারের অভিযোগে পাথারকান্দির এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদক চোরাচালান রোধে পুলিশের এই সাফল্যকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার বিকেল প্রায় ৩-২০ মিনিটে গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় যে একটি অটোরিক্সাযোগে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য পাচারের চেষ্টা চলছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাথারকান্দি থানার একটি বিশেষ দল লক্ষীপুর জিপি অফিস সংলগ্ন এলাকায় কৌশলগত অবস্থান নিয়ে নজরদারি শুরু করে। কিছুক্ষণ পর এএস-১০-বিসি-২৩১২ নম্বরের একটি অটোরিক্সা সন্দেহজনকভাবে ওই এলাকা অতিক্রম করার সময় সেটিকে থামিয়ে আইনানুগভাবে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাসির একপর্যায়ে গাড়ির ভেতর থেকে ৫,৮০০টি সন্দেহভাজন ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া ট্যাবলেটগুলির বাজারমূল্য এবং সেগুলির প্রকৃত রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ফরেনসিক পরীক্ষায় পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। অভিযান চলাকালীন স্বাধীন সাক্ষীদের উপস্থিতিতে উদ্ধার হওয়া ইয়াবা ট্যাবলেট, ব্যবহৃত অটোরিক্সা এবং একটি মোবাইল ফোন আইনানুগভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়। অভিযানে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির নাম আফসার আলম (২০)। তিনি মাসুক আহমদের পুত্র এবং শ্রীভূমি জেলার পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত বাংলাটিলা গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, ধৃত যুবকটি একটি বৃহত্তর আন্তঃজেলা বা আন্তঃসীমান্ত মাদক পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। উদ্ধার হওয়া ইয়াবা ট্যাবলেট কোথা থেকে আনা হয়েছিল, কার কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল এবং এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এসব বিষয়কে সামনে রেখে তদন্তকারীরা বিস্তারিত অনুসন্ধান শুরু করেছেন। ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের মতে, সীমান্তবর্তী এলাকাকে ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরেই মাদক পাচারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সংঘবদ্ধ চক্রগুলি। তবে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নিয়মিত নজরদারি ও অভিযানের ফলে একের পর এক পাচারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে শ্রীভূমি জেলার বিভিন্ন এলাকায় ইয়াবা, গাঁজা এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য উদ্ধারের ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে মাদকচক্রের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত আফসার আলমের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য ও মনঃপ্রভাবিত পদার্থ নিয়ন্ত্রণ আইন (এনডিপিএস আক্ট)-এর প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি এই মামলার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তি বা চক্রকে চিহ্নিত করে গ্রেফতারের লক্ষ্যে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। পাথারকান্দি পুলিশ প্রশাসন স্পষ্ট জানিয়েছে, সীমান্ত এলাকাকে ব্যবহার করে কোনওভাবেই মাদক পাচার বা অবৈধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে দেওয়া হবে না। মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে পুলিশের অভিযান ভবিষ্যতেও আরও জোরদার করা হবে। এধরনের অপরাধ দমনে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা এবং তথ্য আদান-প্রদানকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও উল্লেখ করেছে পুলিশ। জেলার সচেতন মহলের মতে, সীমান্তবর্তী এলাকায় ধারাবাহিক পুলিশি অভিযান শুধু মাদক পাচারচক্রের বিরুদ্ধে কড়া বার্তাই দিচ্ছে না বরং তরুণ সমাজকে মাদকের ভয়াবহ গ্রাস থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সিএসএস-আত্মা-র অধীনে হাইব্রিড সব্জি বীজ বিতরণ হাইলাকান্দিতে

হাইলাকান্দিতে হাইব্রিড সব্জি বীজ বিতরণের একটি দৃশ্য।

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ১৬ জুলাই : কৃষকদের মধ্যে উন্নতমানের হাইব্রিড সবজি চাষের প্রসার, বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ এবং কৃষি উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাইলাকান্দি জেলা কৃষি বিভাগের উদ্যোগে সিএসএস-আত্মা ২০২৬-২৭ কর্মসূচির অধীনে জেলার পাঁচটি উন্নয়ন খণ্ডে সফলভাবে হাইব্রিড সজ্জি বীজের আনুষ্ঠানিক বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন খণ্ডগুলিতে এটিএম কর্মীরা প্রদর্শনীমূলক চাষের উদ্দেশে নির্বাচিত কৃষকদের মধ্যে উন্নতমানের হাইব্রিড সব্জি বীজ বিতরণ করেন। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল কৃষকদের উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড সব্জির জাত চাষে উৎসাহিত করা, আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং কৃষি উৎপাদনশীলতা ও কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা।

অনুষ্ঠান চলাকালীন সংশ্লিষ্ট কর্মীরা কৃষকদের উন্নতমানের বীজ ব্যবহারের গুরুত্ব, বৈজ্ঞানিক ফসল ব্যবস্থাপনা এবং আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। জেলার পাঁচটি উন্নয়ন খণ্ডেই কৃষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসূচিটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এই উদ্যোগ কৃষকদের কল্যাণ এবং জেলার টেকসই কৃষি উন্নয়নে জেলা কৃষি বিভাগের অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

অবৈধ মদ ও জুয়ার রমরমা ব্যবসা কালাইনে, ধ্বংসের মুখে যুবপ্রজন্ম

সাময়িক প্রসঙ্গ, কালাইন, ১৬ জুলাই : সমাজ ধ্বংসকারী অবৈধ কার্যকলাপের রম্যভূমিতে পরিণত হয়েছে বৃহত্তর কালাইন এলাকা। কালাইনবাজার সহ বৃহত্তর কালাইন এলাকায় ড্রাগসের অবাধ ব্যবসা চলছে। ড্রাগসের পাশাপাশি তীর, জুয়া এবং অবৈধ মদের বেলাগাম ব্যবসা চলছে। ড্রাগস, তীর, মদ এবং জুয়ার ব্যবসার প্রভাবে কালাইনের যুবসমাজে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলেছে। বিশেষকরে ড্রাগসের ব্যবসার জন্য কালাইন এলাকায় চুরির ঘটনা দারুণভাবে বেড়ে গেছে। বিভিন্ন মন্দির-মসজিদের দানপাত্র চুরির ঘটনা হু হু করে বাড়ছে। এছাড়া তীর এবং জুয়ার ব্যবসার প্রতি যুব প্রজন্ম দারুণভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে। এতে বৃহত্তর কালাইন এলাকার অভিভাবক এবং সচেতন জনগণের রাতের ঘুম উবে গেছে।

অভিভাবক এবং সচেতন জনগণের বক্তব্য, মাদক আসক্তরা নিজেদের আসক্তি মেটাতে চুরির পথকেই বেছে নিচ্ছে। কারণ একবার এক ডোজ ড্রাগ ক্রয় করতে বেশ টাকার প্রয়োজন হয়। কালাইনের সচেতন জনগণের অভিযোগ, কালাইনে চলা মাদক, তীর এবং জুয়ার মতো সমাজধ্বংসী কার্যকলাপের জেরে সমাজে নানাধরনের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে। যার সরাসরি প্রভাবে কালাইন এলাকার সামাজিক পরিবেশ কার্যত বিষিয়ে পড়ছে। জনগণের অভিযোগ,এ ব্যাপারে অনেকবার পুলিশ-প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কোনও ফল হয়নি। জনগণের অভিযোগ, যে গতিতে কালাইনে সমাজধ্বংসী কার্যকলাপ চলছে সেটা বহাল থাকলে শীঘ্রই কালাইন এলাকার যুবপ্রজন্মের ওপর প্রচণ্ড নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সমূহ সম্ভাবনা প্রকট হচ্ছে। বৃহত্তর কালাইনে চলা সর্বনাশা কার্যকলাপ বন্ধ করতে কাছাড়ের সিনিয়র পুলিশসুপার সঞ্জীবকুমার শইকিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বৃহত্তর কালাইনের সচেতন জনগণ।

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় কাটলিছড়া বাগানে তিনদিনের গ্রীষ্মকালীন শিবির

বিভূতি চক্রবর্তী

কাটলিছড়া, ১৬ জুলাই : ক্লাব অ্যালার্ট-এর উদ্যোগে বুধবার কাটলিছড়া বাগানে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে শুরু হল তিনদিনব্যাপী গ্রীষ্মকালীন শিবির। এই বিশেষ আয়োজনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ধনেশ্বর সিং এবং এলেন চালমার্স এমই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তপন পাণ্ডে। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে ক্লাব অ্যালার্টের সাধারণ সম্পাদক রাজকিরণ কালোয়ার দুই বিশেষ অতিথিকে সংবর্ধনা প্রদান করেন। আয়োজক সংগঠনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে তপন পাণ্ডে বলেন, 'ক্লাব অ্যালার্টের পথচলার শুরু থেকে এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে আমি গর্বিত। এধরনের শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের আয়োজন দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।' শিবিরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল হাতেকলমে ভৌত বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্লাস। বিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল বিষয়গুলোকে খেলার ছলে ও সহজভাবে বোঝানোর এই অভিনব প্রচেষ্টা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। পুরো দিনটি ছিল নতুন কিছু শেখার এবং সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের আনন্দে পরিপূর্ণ।

তিনদিনব্যাপী এই গ্রীষ্মকালীন শিবিরে আগামী দিনগুলিতে আরও বিভিন্নধরনের শিক্ষামূলক ও সৃজনশীল কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এদিনের পুরো কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করেন ক্লাবের সভাপতি আলোক মহন্ত, কোষাধ্যক্ষ বিশাল দেব, ক্লাব সদস্য দেবাশিস পাল, দুর্গেশ্বর বারই প্রমুখ।

পড়ুয়াদের খেলার ছলে বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলো দেখাচ্ছেন ক্লাব সভাপতি অলক মহন্ত।

সরকারি মহিলা কলেজে মুখ্যমন্ত্রীর সবুজ সংকেত, সন্তোষ কাটিগড়ায়

রশিদ আহমদ তাপাদার

তারিণীপুর, ১৬ জুলাই : কাটিগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন অবশেষে বাস্তবায়নের পথে আরও একধাপ এগোল। কাটিগড়ায় একটি সরকারি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবিতে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। জানা গেছে, কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবটি অনুমোদনের লক্ষ্যে তিনি সংশ্লিষ্ট দফতরে পাঠিয়েছেন। এই খবরে সমগ্র কাটিগড়াজুড়ে আনন্দ ও আশার সঞ্চার হয়েছে। বহু বছর ধরে কাটিগড়াবাসীর অন্যতম প্রধান দাবি ছিল একটি সরকারি মহিলা কলেজ। সরকার বদলেছে, জনপ্রতিনিধি বদলেছেন। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ দাবি দীর্ঘদিন বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। ফলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার হয়েছেন এলাকার মেয়েরা।

ভারত-বাংলাদেশ ও আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী এই এলাকার ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার জন্য শিলচর কিংবা শ্রীভূমি জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল। দূরত্ব, যাতায়াতের অসুবিধা, আর্থিক সংকট ও নিরাপত্তাজনিত কারণে অনেক

বাস্তবায়নের পথে দীর্ঘদিনের স্বপ্ন

পরিবারের পক্ষেই মেয়েদের বাইরে পাঠানো সম্ভব হয় না। ফলে অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন মাঝপথেই থেমে যায়। রাজ্য সরকার মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে 'নিজুত মইনা' সহ একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছে। তবে কাটিগড়ায় একটি সরকারি মহিলা কলেজের অভাব সেই উদ্যোগকে অনেকটাই অসম্পূর্ণ করে রেখেছিল বলে মনে করেন স্থানীয়রা। বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ নির্বাচিত হওয়ার পর শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তার উদ্যোগে আয়োজিত এক গণ-কনভেনশনের মাধ্যমে কাটিগড়াবাসীর দীর্ঘদিনের এই দাবি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরা হয়। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর ইতিবাচক পদক্ষেপে কলেজ স্থাপনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হওয়ায় নতুন করে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন এলাকার মানুষ। এখন কাটিগড়াবাসীর একটাই প্রত্যাশা, সব প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে যত শীঘ্র সম্ভব সরকারি মহিলা কলেজের নির্মাণকাজ শুরু হোক এবং এলাকার মেয়েরা নিজ এলাকা থেকেই উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করুক।

বিধায়কের তৎপরতায় বসলো নতুন ট্রান্সফর্মার, খুশির হাওয়া কান্দিগ্রামে

সাময়িক প্রসঙ্গ, বড়খলা, ১৬ জুলাই : কান্দিগ্রামের বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার চুরির ঘটনা বিধায়ক কিশোর নাথকে অবগত করার একদিনের মধ্যে নতুন ট্রান্সফর্মার বসল। শুধু নতুন ট্রান্সফর্মার নয় ২৫ কেভিএ ট্রান্সফর্মারের পরিবর্তে বসেছে ৬৩ কেভিএ ট্রান্সফর্মার। এতে গ্রামবাসীরা বেজায় খুশি। এজন্য তারা বিধায়ক কিশোর নাথকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিজেপি-র শ্রীকোণা মণ্ডলের সহ-সভাপতি অমরেশ নাথের উপস্থিতিতে গ্রামবাসীকে 'বিজেপি জিন্দাবাদ, কিশোর নাথ জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে শোনা গেছে। অসহনীয় গরমের সময় খুব তাড়াতাড়ি ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা করায় বিধায়ক কিশোর নাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তারা। তাদের কথায়, বিধায়ক কিশোর নাথের নেতৃত্বে আগামী পাঁচ বছর সমগ্র বড়খলার পাশাপাশি পিছিয়েপড়া চান্দপুর জিপির কান্দিগ্রামে উন্নয়ন হবে। উল্লেখ্য, বড়খলার নবগঠিত চান্দপুর জিপির চান্দপুর দ্বিতীয় খণ্ড কান্দিগ্রামের বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মারটি গত ৮ জুলাই রাতে চুরি হয়েছিল। ফলে কান্দিগ্রামবাসী অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলেন। অন্যদিকে, এই কয়েকদিনের তীব্র গরমে রীতিমতো হাসফাঁস করছিলেন গ্রামবাসী। বিদ্যুতের অভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছিল। বড়খলার বিধায়ক কিশোর নাথ গুয়াহাটিতে বিধানসভা অধিবেশনে ব্যস্ত ছিলেন। ১৪ জুলাই কান্দিগ্রামের ট্রান্সফর্মার চুরির ঘটনাটি বড়খলার বিধায়ক কিশোর নাথকে অবগত করা হয়েছিল। তিনি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার চুরির ঘটনার খবর পেয়ে তীব্র গরমের কথা চিন্তা গুয়াহাটি থেকেও তড়িঘড়ি ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির শ্রীকোণা মণ্ডলের এসসি মোর্চার সভাপতি মহীতোষ দাস, অর্চনা দাস, বিমল দাস, নিপা দাস, প্রাণধন দাস, রাজেন দাস, কুসেন্দ্র দাস প্রমুখ।

নতুনভাবে বসানো ট্রান্সফরমারের পাশে দাঁড়িয়ে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলছেন শ্রীকোণা মণ্ডল বিজেপি-র কর্মকর্তা সহ স্থানীয়রা।

উৎসবের আবহে শ্রীভূমির বিবেকানন্দ কলেজ অব এডুকেশনের ৩২তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

হিল্লোল দত্ত

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন রবীন্দ্রসদন মহিলা কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা শর্মিষ্ঠা খাজাঞ্চি।

শ্রীভূমি, ১৬ জুলাই : ঐতিহ্য ও সুনামের অপূর্ব মেলবন্ধনে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক অবদান। সেই পথচলার আরও এক মাইলফলককে স্মরণীয় করে রাখতে বুধবার উৎসবের আবহে পালিত হল শ্রীভূমির ঐতিহ্যবাহী বিবেকানন্দ কলেজ অব এডুকেশন (ভিসিই)-এর ৩২তম প্রতিষ্ঠা দিবস। অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী, পরিচালন সমিতির সদস্য এবং বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে দিনভর নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে কলেজ চত্বরে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। সকাল সাড়ে ১১টায় কলেজের অধ্যক্ষ ড. জয়িতা ভট্টাচার্য জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এরপর যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধানিবেদন করা হয়। পরে অতিথিদের উপস্থিতিতে মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সোসাইটির সভাপতি কমলেন্দু দত্ত চৌধুরী, সহ-সভাপতি ড. রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী, গভর্নিং বডির সভাপতি রমেন্দ্র ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি ড. মৃণালকান্তি ভট্টাচার্য এবং কলেজের অধ্যক্ষ ড. জয়িতা ভট্টাচার্যকে মঞ্চে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেওয়া হয়। সভাপতির হাতে অনুষ্ঠানের কার্যভার অর্পণের মধ্যদিয়ে আনুষ্ঠানিক পর্ব শুরু হয়। শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর স্বাগত ভাষণে অধ্যক্ষ ড. জয়িতা ভট্টাচার্য কলেজের ৩২ বছরের পথচলার উল্লেখ করে বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আধুনিক, দক্ষ ও মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষক গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে ভিসিই। শিক্ষা-গবেষণা, ফলাফল এবং সহপাঠ্য কার্যক্রমে কলেজের সাফল্যের পাশাপাশি ভবিষ্যতের পরিকল্পনাও তিনি তুলে ধরেন। তার কথায়, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষার গুণগত মান আরও উন্নত করাই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য।

এরপর বক্তব্য রাখেন গভর্নিং বডির সভাপতি রমেন্দ্র ভট্টাচার্য, সোসাইটির সহ-সভাপতি ড. রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী, গভর্নিং বডির সহ-সভাপতি ড. মৃণালকান্তি ভট্টাচার্য, সোসাইটির সভাপতি কমলেন্দু দত্ত চৌধুরী, গীতা সাহা, শর্মিষ্ঠা খাজাঞ্চি, অধ্যাপিকা বিজয়া চক্রবর্তী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা কমলেশ ভট্টাচার্য এবং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি নির্ঝরকান্তি পাল।

বক্তারা বলেন, শিক্ষক তৈরির ক্ষেত্রে ভিসিই দীর্ঘদিন ধরে বরাক উপত্যকায় একটি নির্ভরযোগ্য ও মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজস্ব পরিচিতি গড়ে তুলেছে। শুধু অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষই নয়, মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষক গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও কলেজের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আগামীদিনেও শিক্ষা ও সমাজ গঠনে প্রতিষ্ঠানটি আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। রঙিন পরিবেশনা ও প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে দর্শকদেরও উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অধ্যাপিকা তমালি চৌধুরী। সবশেষে অধ্যাপিকা দেবলীনা দেব ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যদিয়ে ৩২তম প্রতিষ্ঠা দিবসের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

রোজগার.com

আর্মড ভেহিকেল নিগম লিমিটেডে এক হাজারের অধিক শূন্যপদে নিয়োগ

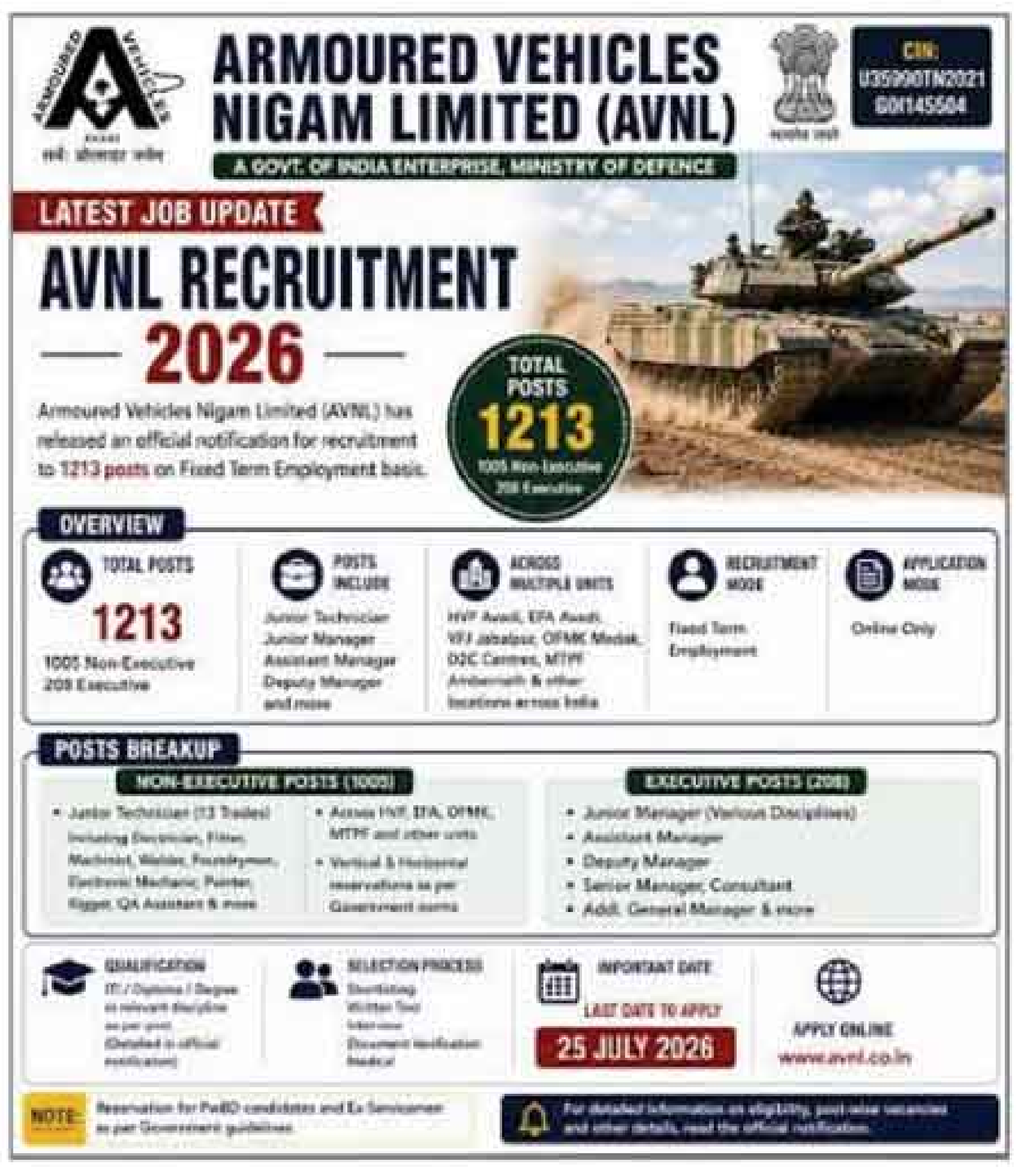
ARMOURED VEHICLES NIGAM LIMITED (AVNL)
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE, MINISTRY OF DEFENCE
CIN: U35990TN2021 GOI145504
LATEST JOB UPDATE
AVNL RECRUITMENT 2026
Armoured Vehicles Nigam Limited (AVNL) has released an official notification for recruitment to 1213 posts on Fixed Term Employment basis.
TOTAL POSTS 1213
1005 Non-Executive 208 Executive
OVERVIEW
TOTAL POSTS 1213
1005 Non-Executive 208 Executive
POSTS INCLUDE
Junior Technician Junior Manager Assistant Manager Deputy Manager and more
ACROSS MULTIPLE UNITS
HVF Avadi, EFA Avadi, VFJ Jabalpur, OFMK Medak, O2C Centres, MTPF Ambernath & other locations across India
RECRUITMENT MODE
Fixed Term Employment
APPLICATION MODE
Online Only
POSTS BREAKUP
NON-EXECUTIVE POSTS (1005)
EXECUTIVE POSTS (208)
Junior Manager (Various Disciplines)
Assistant Manager
Deputy Manager
Senior Manager, Consultant
Addl. General Manager & more
QUALIFICATION
SELECTION PROCESS
IMPORTANT DATE
LAST DATE TO APPLY
25 JULY 2026
APPLY ONLINE
www.avnl.co.in
NOTE: Reservation for PwBD candidates and Ex-Servicemen as per Government guidelines
For detailed information on eligibility, post-wise vacancies and other details, read the official notification.

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা আর্মড ভেহিকেল নিগম লিমিটেড বা AVNL এ ১০০০ এর বেশি শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। টেকনিক্যাল ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন ট্রেডে কর্মী নিয়োগ করা হবে। জুনিয়র টেকনিশিয়ান থেকে শুরু করে ম্যানেজার পর্যন্ত বিভিন্ন পদ খালি রয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্তদের প্রাথমিক মূল বেতন ২১ হাজার টাকা থেকে শুরু হবে। অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া চলছে। সারা দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের যোগ্যতা, আবেদন প্রক্রিয়া, নিয়োগ প্রক্রিয়া ও আবেদনের সময়সীমা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিশদে দেখে নিন আজকের প্রতিবেদনে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

জুনিয়র টেকনিশিয়ান : প্রার্থীকে অবশ্যই ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং (NCVT) দ্বারা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে NTC/NAC (ITI) সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হতে হবে।

ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) : সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় (যেমন- মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, সিভিল, কম্পিউটার সায়েন্স ইত্যাদি) B.E. / B.Tech ডিগ্রি থাকতে হবে।

ম্যানেজার (নন টেকনিক্যাল) : পদ বিশেষে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস হতে হবে। সঙ্গে কিছু পদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

উচ্চতর পদ (DGM/AGM/ Consultant) : এই পদগুলির জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বছরের কাজের অভিজ্ঞতা বা ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের (যেমন কর্নেল পদমর্যাদার) অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বয়সসীমা : ২৫ জুলাই, ২০২৬ অনুযায়ী বিভিন্ন পদের প্রার্থীদের জন্য বয়সসীমা আলাদা আলাদা।

জুনিয়র টেকনিশিয়ান, জুনিয়র ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এবং ডেপুটি ম্যানেজার : সর্বোচ্চ বয়স ৩০ বছর। সিনিয়র ম্যানেজার, ডিজিএম, এজিএম এবং কনসালট্যান্ট : বয়স ৬৫ বছরের নীচে হতে হবে।

তফশিলি জাতি ও উপজাতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। এছাড়া প্রাক্তন সেনাকর্মীদের ক্ষেত্রেও সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ছাড় রয়েছে।

বেতন : নির্বাচিত প্রার্থীদের পদের উপর ভিত্তি করে আলাদা আলাদা স্কেলে বেতন দেওয়া হবে। সর্বনিম্ন পদ অর্থাৎ জুনিয়র টেকনিশিয়ান পদের মাসিক বেতন ২৫ হাজার টাকা থেকে শুরু। অন্যদিকে সর্বোচ্চ পদ, কনসালটেন্টদের মূল বেতন শুরুতেই ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা।

বেতনের পাশাপাশি প্রার্থীরা বার্ষিক ৩ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি (Annual Increment), বছরে ১৮টি অর্জিত ছুটি (Earned Leave), ১০টি ক্যাজুয়াল লিভ, পিএফ (PF), গ্র্যাচুইটি এবং নিজের ও পরিবারের জন্য ইন-পেশেন্ট চিকিৎসা সুবিধা পাবেন।

পরীক্ষার ফলাফল : কিভাবে অনলাইনে আবেদন করবেন?

প্রথমে AVNL-এর অফিশিয়াল ওয়েবসাইট avnl.co.in-এ যান। হোমপেজে থাকা 'Careers' ট্যাবে ক্লিক করুন।

এরপর রেজিস্ট্রেশন লিঙ্কে গিয়ে আপনার নাম, সচল মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি দিয়ে ওটিপি (OTP) ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে নাম নথিভুক্ত করুন।

সফল রেজিস্ট্রেশনের পর আপনার ইমেল বা মোবাইলে লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড চলে আসবে।

এবার লগইন করে আবেদনপত্রটি মনোযোগ সহকারে পূরণ করুন।

আপনার পাসপোর্ট সাইজ ছবি, স্বাক্ষর এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র (যেমন- বয়সের প্রমাণপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট ইত্যাদি) নির্দিষ্ট সাইজে আপলোড করুন। আবেদন ফি জমা দিন। সবশেষে ফর্মটি 'Preview' করে দেখে নিন এবং সব ঠিক থাকলে সাবমিট করে দিন।

আবেদন ফি : সাধারণ (General), ওবিসি (OBC) এবং ইডব্লিউএস (EWS) প্রার্থী: ৩০০ টাকা।

SC / ST / PwBD / প্রাক্তন সেনাকর্মী এবং মহিলা প্রার্থী: কোনও আবেদন ফি লাগবে না।

নির্বাচন প্রক্রিয়া : AVNL-এর এই নিয়োগে পদের উপর ভিত্তি করে নিয়োগ প্রক্রিয়া আলাদা আলাদা।

সিনিয়র ম্যানেজার, ডিজিএম, এজিএম এবং কনসালট্যান্ট পদের জন্য কোনও লিখিত পরীক্ষা হবে না, সরাসরি ইন্টারভিউ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। বাকি পদগুলোর জন্য দুটি ধাপে পরীক্ষা নেওয়া হবে।

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা : জুনিয়র টেকনিশিয়ান, জুনিয়র ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এবং ডেপুটি ম্যানেজার পদের জন্য ১০০ নম্বরের একটি অবজেক্টিভ টাইপ পরীক্ষা হবে। পরীক্ষার সময় ২ ঘণ্টা। এতে কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই। দুটি পার্টে প্রশ্ন বিভক্ত থাকবে :

পার্ট-এ (৫০ নম্বর): বিষয় থাকবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ইংরেজি, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউট, রিজনিং এবং কম্পিউটার অ্যাপটিটিউট। প্রতিটি বিভাগ থেকে ১০টি করে প্রশ্ন থাকবে।

পার্ট-বি (৫০ নম্বর): সংশ্লিষ্ট ট্রেড বা বিষয়ের ওপর প্রশ্ন থাকবে।

ট্রেড টেস্ট / ইন্টারভিউ : শুধু জুনিয়র টেকনিশিয়ান পদের জন্য প্র্যাক্টিক্যাল ট্রেড টেস্ট (কোয়ালিফাইং প্রকৃতির) হবে। বাকি পদগুলির ক্ষেত্রে ১৫ নম্বরের ইন্টারভিউ হবে।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ : অনলাইন আবেদন শুরুর তারিখ : ১১ জুলাই, ২০২৬। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ : ২৫ জুলাই, ২০২৬ (রাত ১১:৫৫ পর্যন্ত)।

বেহাল সড়ক, মূল্যবৃদ্ধি সহ গুচ্ছ ইস্যুতে কাল শ্রীভূমিতে কংগ্রেসের র‍্যালি ও ধরনা

হিল্লোল দত্ত

সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ। রয়েছেন অন্যান্যরাও।

শ্রীভূমি, ১৬ জুলাই : শ্রীভূমি জেলার বেহাল রাস্তাঘাট, লাগামছাড়া দ্রব্যমূল্য, অসম বিধানসভায় বাংলাভাষার প্রতি অনিহা, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন এবং ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ পানীয়জল পৌঁছে দেওয়ার দাবিতে আগামী ১৮ জুলাই (শনিবার) শান্তিপূর্ণ র‍্যালি ও জেলা কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে ধরনা কর্মসূচির ঘোষণা করেছে করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস। জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ জানান, শনিবার সকাল এগারোটায় ইন্দিরা ভবনে অবস্থিত জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে সকল শাখা সংগঠন, ব্লক কংগ্রেস, বুথ কমিটি এবং সর্বস্তরের কংগ্রেস কর্মীরা জড়ো হবেন। সেখান থেকে প্রধান প্রধান পথ হয়ে সকাল সাড়ে এগারোটায় একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল বের হয়ে জেলা কমিশনারের কার্যালয়ে পৌঁছাবে। পরে সেখানে ধরনা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এই কর্মসূচিকে সফল করতে বৃহস্পতিবার ইন্দিরা ভবনে করিমগঞ্জ শহর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অনুরাগ দত্ত-এর আহ্বানে শহরের বিভিন্ন বুথ কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের নিয়ে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আসন্ন পুরসভা নির্বাচন এবং ১৮ জুলাইয়ের র‍্যালি-ধর্না কর্মসূচি সফল করার কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি, গত বিধানসভা নির্বাচনে যেসব বুথে কংগ্রেস ভালো ফল করেছে, সেই বুথগুলির কর্মকর্তাদের উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কংগ্রেসের মিডিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান শাহাদত আহমদ চৌধুরী, শুভঙ্কর দাস, অনুরাগ দত্ত, প্রদীপ কুরি, সন্দীপ নন্দী, ধ্রুবজ্যোতি দাস, রাজা দত্ত, দীপন রায়, ননী সূত্রধর, জ্যোতিষ পুরকায়স্থ, কামিল আহমদ, মিনহাজ আহমদ, বিক্রম বণিক, টিনা সেনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অন্যদিকে, জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ ব্লক কংগ্রেস সভাপতিদের নিয়ে পৃথক এক বৈঠকও করেন। সেখানে তিনি নির্দেশ দেন, প্রতিটি মণ্ডল ও বুথ থেকে যাতে ব্যাপক সংখ্যক কংগ্রেস কর্মী র‍্যালি ও ধরনা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন, সে বিষয়ে সাংগঠনিক উদ্যোগ নিতে। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শাহাদত আহমদ চৌধুরী অভিযোগ করেন, জেলার অধিকাংশ সড়কের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। ভাঙাচোরা রাস্তায় প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটছে। একইসঙ্গে জেলাজুড়ে বিশুদ্ধ পানীয়জলের সংকট, স্বাস্থ্য পরিষেবার অব্যবস্থা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগে রয়েছেন। তাঁর দাবি, দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট রাজ কায়েম হয়েছে। এসব জনস্বার্থের বিষয়েই জেলা কংগ্রেস আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হয়েছে বলে মন্তব্য করেন শাহাদত আহমদ চৌধুরী। এদিনের পৃথক পৃথক সভায় নীরজ বিশ্বাস, সুস্মিত দেব, দুলন পাল, অহি রঞ্জন দে, শংকর বণিক, মদন দাস, নিত্যসুন্দর দাস, হাসিনা রহমান সহ জেলা ও ব্লক কংগ্রেসের একাধিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয়দের উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা হয়ে ওঠছে পুনর্বিকশিত অমৃত ভারত স্টেশনগুলি, দাবি রেলের

মালিগাঁও, ১৬ জুলাই : অমৃত ভারত স্টেশন যোজনা-র অধীনে অসমের মাজবাট এবং পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি রোড ও হলদিবাড়ি রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্বিকাশ ও উন্নয়নের ফলে এই অঞ্চল ও এর আশেপাশের বাসিন্দাদের জন্য সুবিধা, গর্ব ও অগ্রগতির এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা, যাত্রী, ব্যবসায়ী এবং নিত্যযাত্রীরা তাঁদের সংশ্লিষ্ট এলাকার স্টেশনের এই রূপান্তরে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেছেন— দীর্ঘকাল ধরেই এই স্টেশনগুলি আশেপাশের এলাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ জীবনরেখা হিসেবে কাজ করে আসছে। আধুনিকীকৃত এই স্টেশনগুলি অগ্রগতির প্রতীক। এগুলো প্রতিটি এলাকার অনন্য সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বজায় রেখে রেলওয়ের পরিকাঠামো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ভারত সরকারের অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। পুনর্বিকাশের আগে, এই স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের প্রায়ই নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। এর কারণ ছিল— সীমিত অপেক্ষাগার, যাত্রীদের জন্য অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধা, চলাচলের জন্য অপর্যাপ্ত জায়গা এবং ক্রমবর্ধমান রেল ব্যবহারকারীদের অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো। পুনর্বিকাশ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এই প্রতিবন্ধকতাগুলি কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে। এর জন্য যাত্রীদের সুবিধার্থে উন্নত স্টেশন ভবন, বড় ওয়েটিং হল, উন্নত প্ল্যাটফর্ম, প্রশস্ত চলাচলের জায়গা, আধুনিক শৌচাগার, ভালো আলো ব্যবস্থা, অত্যাধুনিক যাত্রী তথ্য ব্যবস্থা, প্রতিবন্ধীবান্ধব সুবিধা, সুন্দর ভূদৃশ্য নির্মাণ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। রূপান্তরিত স্টেশনগুলি এখন আরও সুরক্ষিত, আরামদায়ক ও নির্বিঘ্ন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করছে, যা হাজার হাজার যাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে।

আশা করা হচ্ছে পুনর্নির্মিত স্টেশনগুলি পর্যটনকে উৎসাহিত করে, আশপাশের এলাকায় নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করে, স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে সহায়তা করে এবং আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। স্টেশনের উন্নত পরিকাঠামো এই শহরগুলির সামগ্রিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তুলছে, যা অধিক জনসমাগম ঘটাচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে স্থানীয় পণ্যের প্রসার ঘটাচ্ছে। স্টেশনটির এই রূপান্তরে সন্তোষ প্রকাশ করে মাজবাটের বাসিন্দা বিশাল দাস ও জলি দে বলেন যে, স্টেশনটিতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে— এর ফলে যাত্রীরা এখন আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও অনেক বেশি আরামদায়ক পরিবেশ পাচ্ছেন। স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে পাওয়া ব্যাপক প্রশংসা এই রূপান্তরমূলক প্রকল্পগুলির ইতিবাচক প্রভাবকেই তুলে ধরে। এটি আধুনিক, সর্বজনীন ও ভবিষ্যৎ-উপযোগী রেলওয়ে স্টেশন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকে পুনর্ব্যক্ত করে— যেসব স্টেশন কেবল যাত্রীদের সুবিধাই বাড়ায় না, বরং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও অর্থবহ অবদান রাখে।

প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য বিশ্বজিৎ সিং অসুস্থ

সাময়িক প্রসঙ্গ, লক্ষীপুর, ১৬ জুলাই : প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য তথা জয়পুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সমাজকর্মী বিশ্বজিৎ সিং ছেত্রী অসুস্থ হয়ে বর্তমানে শিলচরের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গত সোমবার সকালে তিনি হঠাৎ করে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের লোকজন তাকে নিয়ে যান শিলচরের এক বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে তাঁকে আইসিইউতে রেখে চিকিৎসা চলছে বলে জানা যায়। বিশ্বজিৎ সিং ছেত্রী তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের আমলে পূর্ব উধারবন্দ জেলা পরিষদ আসন থেকে পরপর দুবারের নির্বাচিত জেলা পরিষদ সদস্য ছিলেন। তাঁর অসুস্থতার খবর শুনে অনেকেই উদ্বিগ্ন। খোঁজ খবর নিচ্ছেন বিভিন্ন স্তরের মানুষ। জয়পুরের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব বিশ্বজিৎ সিং ছেত্রীর সুস্থতা কামনা করেছেন বিভিন্ন মহলের মানুষ।

চারিংপথার গ্রাম পঞ্চায়েতে দুর্নীতি, সভানেত্রী ও স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা

সাময়িক প্রসঙ্গ, ডবকা, ১৬ জুলাই : হোজাই জেলার ৬২ নম্বর বিন্নাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চারিংপথার গ্রাম পঞ্চায়েতকে ঘিরে সরকারি অর্থের অপব্যবহার ও দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ সামনে এসেছে। পঞ্চায়েতের সভানেত্রী আবিদা বেগম এবং তাঁর স্বামী মামুন রশিদের বিরুদ্ধে সরকারি তহবিল আত্মসাতের অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ ঘটনার প্রতিবাদে পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি মোরাঝাড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন চারিংপথার গ্রামের বাসিন্দা নাছির উদ্দিন। অভিযোগে বলা হয়েছে, হোজাই জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েতের কাজের জন্য বিনামূল্যে কম্পিউটার সরবরাহ করা হলেও, একটি বেসরকারি দোকান থেকে ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও ডেস্কটপ কেনা হয়েছে বলে দেখিয়ে সরকারি তহবিল থেকে অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে তিনটি পৃথক ভাউচারের মাধ্যমে যথাক্রমে ৭১ হাজার ৫০০ টাকা, ৫৬ হাজার ১৭৫ টাকা এবং আরও ৫৬ হাজার ১৭৫ টাকা ভুয়ো বিলের ভিত্তিতে উত্তোলন করা হয়। অথচ পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ওই সামগ্রীগুলির কোনও অস্তিত্ব নেই বলে দাবি অভিযোগকারীর। এছাড়া, ওয়াটার মোটর মেরামতের নামে ৮১ হাজার ৯৫৭ টাকা ব্যয়ের হিসাব দেখানো হলেও বাস্তবে কোনও কাজ করা হয়নি বলেও অভিযোগ উঠেছে। আরও অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জিও-ট্যাগ ডবকা শহরে করা হয়েছে, যা চারিংপথার গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাভুক্ত নয়। নাসির উদ্দিনের অভিযোগ, গ্রামসভার বৈঠকে একাধিক ওয়ার্ড সদস্য এবং সভানেত্রী নিয়মিত অনুপস্থিত থাকেন। তাঁদের পরিবর্তে সভানেত্রীর স্বামী মামুন রশিদ বৈঠকে অংশ নিয়ে উপভোক্তার তালিকা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প নির্বাচন করেন। পাশাপাশি রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রভাব খাটিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং প্রতিবাদ করলে সরকারি সুবিধাভোগীর তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগকারী জানান, বিষয়টি পূর্বে হোজাই জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিকের নজরে আনা হলেও কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তিনি সরকারি অর্থের অপব্যবহার, ভুয়ো নথি তৈরি এবং প্রশাসনিক অনিয়মের নিরপেক্ষ তদন্তের পাশাপাশি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে পঞ্চায়েতের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজের নিরীক্ষার দাবি জানিয়েছেন। এদিকে, অভিযোগের ভিত্তিতে মোরাঝাড় থানায় ১৩৪/২০২৬ নম্বর মামলা রুজু হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), ২০২৩-এর একাধিক ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত সভানেত্রী আবিদা বেগম বা তাঁর স্বামীর প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি। অভিযোগের সত্যতা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।

ধুবড়িতে ১.৫৫ কোটি টাকার বাজেয়াপ্ত মাদক ধ্বংস

পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে বাজেয়াপ্ত মাদক সামগ্রী।

সাময়িক প্রসঙ্গ, ধুবড়ি, ১৬ জুলাই : ধুবড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার ২০তম এপিবিএন-এর পানবাড়ি ক্যাম্পে নির্ধারিত আইনি প্রক্রিয়া মেনে বিপুল পরিমাণ বাজেয়াপ্ত মাদকদ্রব্য ও সাইকোট্রপিক পদার্থ ধ্বংস করা হয়েছে। ধুবড়ির সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই মাদকদ্রব্য নিষ্কাশন কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য এবং অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন এনডিপিএস মামলায় বাজেয়াপ্ত হওয়া মাদক ও সাইকোট্রপিক পদার্থের অপব্যবহার রোধ এবং সমাজ থেকে মাদকের বিস্তার নির্মূল করার লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেগুলির নিষ্পত্তি করা হয়। ধ্বংস করা মাদকদ্রব্যের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। জেলা পুলিশের দাবি, মাদকবিরোধী অভিযানের পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা মাদকদ্রব্যের যথাযথ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমাজকে মাদকের অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এ প্রসঙ্গে ধুবড়ির পুলিশ সুপার বলেন, এই উদ্যোগ একটি মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ধুবড়ি জেলা পুলিশের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন। ভবিষ্যতেও মাদক পাচার ও মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

জাতীয় শিশু বিজ্ঞান সম্মেলন উপলক্ষে হোজাই জেলা আয়োজক কমিটি গঠিত

সাময়িক প্রসঙ্গ, লংকা, ১৬ জুলাই : জাতীয় শিশু বিজ্ঞান সম্মেলন-২০২৬ সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে হোজাই জেলার শ্রীমন্ত শংকরদেব নগরে অবস্থিত বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ে বুধবার এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সম্মেলনের হোজাই জেলা আয়োজক কমিটি গঠন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিদর্শক রঞ্জন কুমার ডেকা। অনুষ্ঠানে অসম বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ পরিষদের (এএসটিইসি) রাজ্য পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. উৎপল ফুকন। এছাড়া হোজাই জেলা শিশু বিজ্ঞান উৎসবের প্রাক্তন জেলা সমন্বয়কারী তারাশঙ্কর দত্ত এবারের জাতীয় শিশু বিজ্ঞান সম্মেলনের বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। নবগঠিত কমিটিতে বিদ্যালয় পরিদর্শক রঞ্জন কুমার ডেকাকে সভাপতি, ড. সুজিত কুমার আচার্য ও ড. মোস্তাফিজুর রহমানকে সহ-সভাপতি, তারাশঙ্কর দত্ত ও বিমল দাসকে মেন্টর সমন্বয়কারী, রাজকুমার দীক্ষিত ও ড. সাথী দে-কে কার্যকরী সভাপতি এবং বিজ্ঞান শিক্ষক মিনাল ভূমিছকে জেলা সমন্বয়ক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। পাশাপাশি দেবাশিস দাস ও রাজেশ চৌহানকে সরকারি সমন্বয়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ড. অভিজিৎ কটকি, শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. উৎপল ফুকন, উপ-সভাপতি হিসেবে ড. প্রদীপ কুমার সাহু, দীপঙ্কর বরকটকি ও রাহুল চৌহান, জেলা শিক্ষক সমন্বয়ক হিসেবে সুদ্বীপ দেবরায় এবং সহকারী জেলা শিক্ষক সমন্বয়ক হিসেবে আক্রামুল ইসলাম, সুজিত চক্রবর্তী, আকাশ সিং ও সুরজ দাসকে নিয়ে একটি শক্তিশালী জেলা আয়োজক কমিটি গঠন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন শিক্ষা আধিকারিক, একাধিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রাক্তন শিশু বিজ্ঞানী, আর্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্রের খণ্ড সমন্বয়ক এবং বিজ্ঞানকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় জাতীয় শিশু বিজ্ঞান সম্মেলন-২০২৬ সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়নই অসমকে দেশের শীর্ষ পাঁচ রাজ্যের শ্রেণিভুক্ত করার ভিত্তি : বিজেপি

গুয়াহাটি, ১৬ জুলাই : গত ১০ জুলাই অসম বিধানসভায় উপস্থাপিত রাজ্য বাজেটে অসমের শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়নের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। এর মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়ন হলে অসম দেশের শীর্ষ পাঁচ রাজ্যের শ্রেণিভুক্ত হবে, বলেছে অসম প্রদেশ বিজেপি।

বুধবার এক প্রেস বিবৃতিতে অসম প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র ড. দেবজিৎ মহন্ত বলেছেন, ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার স্বপ্ন অনুযায়ী অসমকে দেশের শীর্ষ পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে স্থান করে দিতে শিল্পখাতের সম্প্রসারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্য পূরণে রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। এর প্রতিফলন দেখা গেছে গত ১০ জুলাই বিধানসভায় উপস্থাপিত রাজ্য বাজেটে।

বিবৃতিতে ড. দেবজিৎ বলেন, বাজেটে কোকরাঝাড়ের রূপশ্রী বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ এবং বিদ্যুৎ খাতে পাম্পড স্টোরেজ ব্যবস্থার সংযোজনকে একটি সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বঙাইগাঁওয়ে মাল্টি-মোডাল লজিস্টিক পার্ক নির্মাণের পাশাপাশি 'নেইবারহুড ফার্স্ট' নীতির ভিত্তিতে প্রায় ৩,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কোকরাঝাড় থেকে ভুটান পর্যন্ত প্রায় ৬৯ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে রূপশ্রী বিমানবন্দরকে সব ঋতুতে বিমান চলাচলের উপযোগী করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে এটিআর-৭২ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে এ-৩২০ বিমান পরিচালনার উপযোগী পরিকাঠামো গড়ে তোলার কথা বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে।

আশা করা হচ্ছে, রূপশ্রী বিমানবন্দর নিম্ন অসমকে পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় এবং প্রতিবেশী দেশ ভুটান ও বাংলাদেশের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করবে এবং বাণিজ্য ও ব্যবসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া, নবায়নযোগ্য শক্তির সম্প্রসারণ এবং টেকসই শিল্পোন্নয়ন নিশ্চিত করতে আগামী পাঁচ বছরে ২৭,১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ৪,৯০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংরক্ষণ ক্ষমতা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে অসম সরকার।

শিল্প সম্প্রসারণে গতি আনতে 'অসম সমবায় সমিতি আইন, ২০০৭'-এর সংশোধন করে সমবায় সমিতি নিবন্ধনের সময়সীমা ৬০ দিন থেকে কমিয়ে ৩০ দিন করা হয়েছে। এর ফলে ব্যবসা শুরু ও পরিচালনা আরও সহজ হবে। গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে যাতে নিবন্ধন বা সরকারি অনুমোদন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সেই লক্ষ্যেই অসম মন্ত্রিসভা ২০২২ সালের ৭ মার্চ একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এখন শুধুমাত্র স্ব-ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতেই গ্রামে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প স্থাপন করা যাবে। শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও পরিদর্শনের বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে তিন বছর পর্যন্ত কোনও লাইসেন্স, নিবন্ধন বা ট্রেড লাইসেন্স ছাড়াই যে কেউ ক্ষুদ্র, ছোট বা মাঝারি শিল্প শুরু করতে পারবেন। 'অ্যাডভান্টেজ অসম ২.০' রাজ্যে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই সম্মেলনে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (মউ), বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এবং শিল্পপতিদের ঘোষণার ভিত্তিতে প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে মোট ২৮৫টি মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলির ভিত্তিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শীর্ষ পাঁচটি ক্ষেত্র যথাক্রমে, শিল্পে ৮২,৫৫৪ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ খাতে ৬৬,২৮৭ কোটি টাকা, খনি ও খনিজ সম্পদে ১৩,৬০০ কোটি টাকা, তথ্যপ্রযুক্তিতে ৪,৭৮৬ কোটি টাকা এবং পরিবেশ ও বন বিভাগে ৪,৪০১ কোটি টাকা। অসমকে মাছ, দুধ, মাংস এবং ডিম উৎপাদনে আত্মনির্ভর করে তুলতে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে ঘোষিত বিভিন্ন পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও কৃষকদের উৎসাহিত করেছে। বর্তমানে রাজ্যে দুধ উৎপাদন ২৮ শতাংশ বাড়িয়ে ৫৭ লক্ষ লিটারে উন্নীত করার লক্ষ্যে বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতি লিটার দুধে ৫ টাকা ভর্তুকি প্রদানের সিদ্ধান্তও একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। 'মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভর অসম অভিযান' প্রকল্পের অধীনে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে অতিরিক্ত ৫০ হাজার যুবক-যুবতীকে অন্তর্ভুক্ত করে স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এছাড়া, অসমের গৌরবময় ২০০ বছরের চা শিল্পের বিকাশে 'অসম চা শিল্প বিশেষ প্রণোদনা প্রকল্প'-এর অধীনে অর্থোডক্স চায়ের ক্ষেত্রে প্রতি কেজিতে ১৫ টাকা এবং সিটিসি চায়ের ক্ষেত্রে প্রতি কেজিতে ৩ টাকা ভর্তুকি দেওয়ার সরকারি ঘোষণাকে চা শিল্পের জন্য অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক বলে মনে করা হচ্ছে।

লায়নেস ক্লাবের উদ্যোগে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির চন্দ্রনাথপুরে

শিবিরে উপস্থিত লায়নেস ক্লাবের সদস্য সহ অন্যান্যরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৬ জুলাই : শিলচর লায়নেস ক্লাবের উদ্যোগে চন্দ্রনাথপুরে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ঋতুস্রাবকালীন স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা এবং ক্যান্সার সচেতনতা বিষয়ক এক বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ১৫ জুলাই অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক মহিলা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ঋতুস্রাবকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার গুরুত্ব, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উপায় এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের স্বাস্থ্যগত উপকারিতা তুলে ধরা হয়। সচেতনতামূলক পর্ব শেষে উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়। এরপর একই স্থানে ক্যান্সার সচেতনতা বিষয়ক এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আসাম ক্যান্সার সেন্টারের চিকিৎসক ডা. মনোজিৎ বণিক ক্যান্সারের বিভিন্ন লক্ষণ, প্রতিরোধের উপায়, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয়ের গুরুত্ব এবং সময়মতো চিকিৎসা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন।

তাঁর বক্তব্য উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলচর লায়নেস ক্লাবের সভাপতি লায়ন সম্পা দেব রায় ধর, সদস্য লায়ন ড. ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য, লায়ন শাখী ভট্টাচার্য, লায়ন সঙ্গীতা দেব এবং ক্লাবের সার্ভিস চেয়ারপার্সন ও প্রকল্পের আহ্বায়ক লায়ন সংযুক্তা দত্তরায়। শিলচর লায়নেস ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জনস্বাস্থ্য, নারীকল্যাণ এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক উদ্যোগ ধারাবাহিকভাবে গ্রহণ করা হবে।

পদব্যঞ্জনা

আচারি কুমড়ো

বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়লেই বেশ ঝাল ঝাল খাবার খেতে ইচ্ছে হয় অনেকের। আপনিও কি সেই দলে? কিন্তু নিরামিষের দিন হলেই মুশকিল। সেক্ষেত্রে সহায় হয়ে উঠতে পারে আচারি কুমড়ো। কেবল ঝাল নয়, একই খাবারে টক ও মিষ্টির স্বাদও পাবেন। এই নিরামিষ পদ গরম ভাত বা রুটি— সবকিছুর সঙ্গেই মানানসই। রইল আচারি কুমড়োর রেসিপি।

উপকরণ : ৫০০ গ্রাম কুমড়ো, ২-৩ টেবিল চামচ সর্ষের তেল, এক মুঠো চিনেবাদাম, ২টি তেজপাতা, আধ চা-চামচ পাঁচফোড়ন, ১টি শুকনো লঙ্কা, দেড় চামচ আদা-রসুন বাটা, এক চিমটে হিং, আধ চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো, আধ চা-চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, ১ চা-চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, ১ চা-চামচ ধনে গুঁড়ো, আধ চা-চামচ জিরে গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ কসৌরি মেথি, মাঝারি আকারের টম্যাটো, ১ চামচ আমচুর গুঁড়ো, আধ চা-চামচ গুড় বা চিনি, স্বাদমতো নুন।

প্রণালী : খোসাসমেত কুমড়ো ডুমো ডুমো করে কেটে নিন। চাইলে খোসা ছাড়িয়েও রান্নাটা করা যায়। তার পর ধুয়ে নিয়ে জল ঝরিয়ে রেখে দিন। এবার একটি কড়াইয়ে তেল গরম করতে দিন। তেলে চিনেবাদাম ভেজে তুলে রাখুন। চাইলে বাদাম না-ও দিতে পারেন। বাদাম তুলে রেখে তেলে তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ও পাঁচফোড়ন দিয়ে দিন। খানিক ভাজা ভাজা হয়ে এলে তাতে আদা-রসুন বাটা এবং হিং দিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকুন। এ বার আঁচ বন্ধ করে দিন, যাতে মশলা পুড়ে না যায়। সেই অবস্থায় তাতে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো এবং ধনে গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। এতে অল্প গরম জল মিশিয়ে গ্যাস জ্বালিয়ে দিন। এ বার ভাল করে নেড়েচেড়ে মশলা কষাতে থাকুন খানিকক্ষণ। এর মাঝেই কসৌরি মেথি মেশাতে হবে।

কাসনপোড়া ইলিশের ঝোল

বর্ষার মরসুম মানেই টাটকা তাজা ইলিশ। সে খিচুড়ির সঙ্গে হোক বা গরম ভাতে, ঝাল, ঝোল, অম্বল, নানাভাবেই এই মাছ খাওয়া যায়। স্বাদ এবং গন্ধই এই মাছকে আলাদা করেছে অন্য মাছের থেকে। ঝোল, ঝাল, ভাপা— সবভাবেই ইলিশ খাওয়া হয়। একবার রান্না করে দেখুন পূর্ববঙ্গীয় কায়দায় ইলিশের কাসনপোড়া ঝোল। বড়ি, বেগুন দিয়েও ঝোল হতে পারে, আবার শুধুই মাছের ঝোল হতে পারে। রান্নায় স্বাদ বাড়ায় কাসনপোড়ার স্বাদ এবং গন্ধ। কাসন হলো সর্ষে। বাঙালিদের মধ্যে সর্ষে পুড়িয়ে মাছ রান্নার চল রয়েছে।

উপকরণ : ৪ টুকরো ইলিশ মাছ, ২ টেবিল চামচ কালো সর্ষে, ২ টেবিল চামচ সাদা সর্ষে, ১টি শুকনো লঙ্কা, ৪-৫টি কাঁচালঙ্কা, আধ চা-চামচ কালোজিরে, আধ চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো, রান্নার জন্য সর্ষের তেল, স্বাদমতো নুন।

প্রণালী : কালো এবং সাদা সর্ষে, শুকনো লঙ্কা, শুকনো কড়াইয়ে ভেজে নিয়ে গুঁড়িয়ে নিন। কাসনপোড়া মানে সর্ষেপোড়া হলেও, তা পুড়ে গেলে তেতো লাগবে। তাই পুড়ে গেলে চলবে না। কড়াইয়ে তেল দিয়ে নুন-হলুদ মাখানো ইলিশ হালকা ভেজে নিন। ওই তেলে কালোজিরে এবং চেরা কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিন। একটু গরম জল দিয়ে নুন, হলুদ যোগ করুন। জল ফুটে গেলে মাছ দিয়ে ফুটিয়ে নিন। যদি বেগুন, বড়ি দিয়ে ঝোল করতে হয়, তা হলে আগে থেকে সেগুলো ভেজে ঝোলে ফোটাতে হবে। সব শেষে দিন শুকনো কড়াইয়ে নেড়ে নেওয়া সর্ষের গুঁড়ো। ঢাকা দিয়ে মিনিট ৫ রান্না করলেই তৈরি হয়ে যাবে ইলিশের কাসনপোড়া ঝোল।

এঁচোড়-পোস্ত

উপকরণ : ২৫০ গ্রাম এঁচোড়, ৪ টেবিল চামচ পোস্ত, পরিমাণমতো সর্ষের তেল, ১টি দারুচিনি, ৪টি এলাচ, ৪টি লবঙ্গ, এক চিমটে জিরে, ১ চা-চামচ আদা-রসুন বাটা, আধ চা-চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, আধ চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো, আধ চা-চামচ জিরে গুঁড়ো, স্বাদমতো নুন, ৩টি কাঁচালঙ্কা, এক চিমটে গরম মশলা গুঁড়ো।

প্রণালী : ছোট ছোট করে এঁচোড় কেটে ফেলুন। রান্নার আগে সেদ্ধ করে নিন অল্প করে। ও দিকে অল্প জলে মিহি করে পোস্ত বেটে নিন। এ বার কড়াইয়ে তেল গরম করে দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ ও জিরে ফোড়ন দিন। এতে এঁচোড় ঢেলে দিয়ে ভাল করে ভেজে নিতে হবে। তার মধ্যে আদা-রসুন বাটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিন। এরপর লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো এবং পোস্ত বাটা একসঙ্গে কড়াইয়ে মিশিয়ে দিন। পোস্ত বাটার পাত্র ধোয়া জলও ঢেলে দিতে পারেন তাতে। এবার ভাল করে মশলা কষানোর পালা। নুন আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ধরে কষালে স্বাদ আরও ভালভাবে পাওয়া যাবে। এর ফলে পোস্তবাটার কাঁচা গন্ধও চলে যাবে। এবার যতটা প্রয়োজন ততখানি জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিন। আঁচ কমিয়ে ১৫ মিনিট রান্না হতে দিন। তারপর শেষে গরম মশলার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে রান্না সম্পন্ন করতে পারেন। পরিবেশন করুন গরম ভাতের সঙ্গে।

রূপচর্চার নতুন সংযোজন 'চকোলেট থেরাপি'

বুড়ো হতে কেউই চান না। যৌবন ধরে রাখার অদম্য বাসনাতেই মেতেছে বিশ্ব। তা শুধু তারকাদের প্রয়াস নয়, সাধারণ মানুষজনও বার্ধক্য ঠেকিয়ে রাখার নানা থেরাপিতে ভরসা করছেন এখন। বয়স যতই বাড়ুক, ত্বকে সামান্য বলিরেখাটুকুও রাখতে চাইছেন না অনেকে। সেজন্য অ্যান্টি-এজিং থেরাপির এত পসার বাড়ছে। কেউ লেজার দিয়ে বলিরেখার চিহ্ন মিটিয়ে দিচ্ছেন, আবার কেউ নানা রকম রিজেনারেটিভ থেরাপির দিকে ঝুঁকছেন। এর মধ্যেই চকোলেট থেরাপি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। চকোলেট এখন মুখে মাখার চলও হয়েছে। আর তা এখন বিলাসবহুল স্পা ও বিউটি ক্লিনিকগুলোতে রীতিমতো জনপ্রিয়। চকোলেটে থাকা উচ্চমাত্রার ফ্ল্যাভোনল ও পলিফেনল ত্বককে ভিতর থেকে টান টান ও তরুণ রাখতে সাহায্য করে বলেই দাবি করা হয়েছে। চকোলেট দিয়ে কী কী থেরাপি হচ্ছে?

চকোলেট অ্যান্টি-এজিং সিগনেচার ফেসিয়াল : ত্বক ঝুলে যাওয়া এবং বলিরেখা দূর করতে এই ফেসিয়াল করাচ্ছেন অনেকে। মনে করা হয়, চকোলেট মুখে মাখলে কোলাজেনের উৎপাদন বাড়ে, এতে ত্বকের মৃত কোষ পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। ফলে ত্বকের রক্ত সঞ্চালন বেড়ে জেল্লা ফিরে আসে। এই ফেসিয়ালে ওটমিল ও কোকো ক্লিনজার দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করে এক্সফোলিয়েশন করে আলট্রাসনিক যন্ত্রের সাহায্যে ডার্ক চকোলেট অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট সিরাম ত্বকের ভেতরে প্রবেশ করানো হয়। শেষে কোকো মাস্ক দিয়ে মালিশ করা হয়।

খরচ : পার্লার বা ক্লিনিকে এই ফেসিয়ালের প্রতি সেশনের খরচ দেড় হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকার মতো। তবে কী ধরনের ক্লিনিক বা স্পা-তে করাচ্ছেন, তার ওপর খরচ নির্ভর করবে।

কোকো হাইড্রেটিং বডি র‍্যাপ : এটি এক প্রকার 'ডিটক্সিফিকেশন থেরাপি'। গোটা শরীরেই চকোলেটের মাস্ক লাগিয়ে দেওয়া হয়। ডার্ক চকোলেট গলিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে পুরো শরীরে লেপে দেওয়া হয়। এরপর একটি থার্মাল ফয়েল বা চাদর দিয়ে শরীর ৩০ মিনিট মুড়িয়ে রাখা হয়, যাতে চকোলেটের পুষ্টিগুণ ত্বকের ভিতর প্রবেশ করে। শেষে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিয়ে দেওয়া হয়।

খরচ : এই থেরাপির আনুমানিক খরচ প্রতি সেশনে ৩০০০ থেকে ৬০০০ টাকা। তবে শরীরের কতটা অংশে চকোলেট র‍্যাপ করা হবে ও তা কতক্ষণ থাকবে, সেই অনুযায়ী খরচ নির্ভর করবে।

হোয়াইট চকোলেট অ্যান্ড রোজ ডি-ট্যান থেরাপি : রোদে পোড়া দাগছোপ, মেচেতার দাগ বা বহু পুরনো কোনও দাগ তুলতে এই থেরাপি করান অনেকেই। এটি করলে ত্বকে বলিরেখা পড়ে না বলেই দাবি করা হয়। স্পর্শকাতর ত্বকের জন্যও এই থেরাপি কার্যকর। হোয়াইট চকোলেটের নির্যাস এবং গোলাপজলের একটি হাইড্রেটিং মাস্ক তৈরি করে ত্বকে মালিশ করা হয়। এটি ত্বকের মেলানিন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। থেরাপিটি করার পরেই ত্বক খুব উজ্জ্বল ও মসৃণ দেখায়।

খরচ : এই থেরাপির আনুমানিক খরচ ১২০০ থেকে ২৫০০ টাকা। তবে গোটা শরীরে ডি-ট্যান থেরাপি করাতে হলে যে কোনও বিলাসবহুল স্পা-তে প্রতি সেশনে খরচ পড়তে পারে প্রায় ৪০০০ থেকে ৫০০০ টাকা।

চকোলেট ও রেড ওয়াইন থেরাপি : হলিউড ও বলিউডে তারকাদের খুবই পছন্দের 'স্কিন গ্লো থেরাপি'। রেড ওয়াইনের রেসভেরাট্রল এবং চকোলেটের অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট মিলে ত্বকের ক্ষত মেরামত করতে পারে। মৃত কোষ ও ত্বকে জমে থাকা টক্সিনও দূর হয় এই থেরাপিতে। এটি করালে মুখ ও গলার চামড়া কুঁচকে যায় না বলেই দাবি করা হয়। ডার্ক চকোলেট গলিয়ে তার সঙ্গে রেড ওয়াইন ও মধু মিশিয়ে ত্বকে মালিশ করা হয়।

তবে বিলাসবহুল স্পা বা ক্লিনিকে এর সঙ্গে আরও নানারকম এসেনশিয়াল অয়েলও মেশানো হয়। কেবল ম্যাসাজ নয়, চকোলেট ও রেড ওয়াইন দিয়ে ত্বকের কিছু থেরাপিও করানো হয়।

খরচ : আনুমানিক খরচ নামী ক্লিনিকগুলোতে সেশন প্রতি ৮০০০ থেকে ১৫০০০ টাকার মতো। কী কী উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে, তার ওপর ভিত্তি করে খরচ আরও বেশিও হতে পারে।

চমক দিন ঘরোয়া ফেস ওয়াশে

বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করা প্রতিদিনের রূপরুটিনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু বাজারচলতি ফেসওয়াশে থাকা সালফেট, প্যারাবেন এবং কৃত্রিম সুগন্ধি ত্বকের ক্ষতি করে। প্রাকৃতিক আর্দ্রতা কেড়ে নেয়। ফলে বেশি ফেসওয়াশ ব্যবহার করলে ত্বক শুকিয়ে যেতে থাকে। এর চেয়ে ভাল উপায় হলো ফেসওয়াশ বাড়িতেই বানিয়ে নেওয়া।

ঘরোয়া উপকরণে এখন অনেকেই বাড়িতে ফেস-ক্রিম, ফেস-মাস্ক বা ফেস-অয়েল বানিয়ে নিচ্ছেন। বলিউডের অনেক তারকা ও মডেলও তা তৈরি করে দেখান। তবে মুখে মাখার ক্রিম হোক বা ক্লিনজার, যা-ই বানা না কেন, তা করতে হবে ত্বকের ধরন বুঝে। শুষ্ক ত্বকের জন্য যেধরনের ফেসওয়াশ প্রয়োজন, তৈলাক্ত ত্বকের ক্ষেত্রে তা অচল। তাই ফেসওয়াশ বানাতে হবে ত্বকের ধরন বুঝেই।

তৈলাক্ত ত্বকের জন্য : তৈলাক্ত ত্বকে অতিরিক্ত সেবাম বা তেল ক্ষরণের কারণে ব্রণ ও র‍্যাশের সমস্যা বেশি হয়। তাই এমন ত্বকের জন্য বেসন ও হলুদের ফেসওয়াশ ভাল। ২ চামচ বেসন, আধ চা-চামচ নিমপাতা গুঁড়ো বা পুদিনাপাতা বাটা, সামান্য হলুদ গুঁড়ো এবং প্রয়োজনমতো গোলাপজল মিশিয়ে নিতে হবে। মুখে হালকা হাতে মালিশ করে পাঁচ মিনিট রেখে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেলতে হবে। বেসন ত্বকের অতিরিক্ত তেল শুষে নেয়, হলুদের অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল গুণ ব্রণের সমস্যা দূর করে।

শুষ্ক ত্বকের জন্য : শুষ্ক ত্বক ধোয়ার পরে টান টান হয়ে যায় এবং চামড়া ওঠার সমস্যা দেখা দেয়। তাই এমন উপাদান প্রয়োজন, যা ত্বক পরিষ্কারের পাশাপাশি আর্দ্রতা ধরে রাখবে। ১ চামচ মিহি ওট্‌সের গুঁড়ো, ১ চামচ মধু এবং ১ চামচ কাঁচা দুধ মিশিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করে নিন। এটি মুখে ও গলায় বৃত্তাকারে মালিশ করে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। ওট্‌স প্রাকৃতিক স্ক্রাবের মতো কাজ করবে এবং দুধ-মধু ত্বক নরম করবে।

স্পর্শকাতর ত্বকের জন্য : সংবেদনশীল বা স্পর্শকাতর ত্বকের জন্য এমন উপাদান প্রয়োজন যা মাখলে জ্বালা বা চুলকানি হবে না। অনেকের ত্বকেই অ্যালার্জির সমস্যা হয়। তাই সেক্ষেত্রে কেনা ফেসওয়াশ একেবারেই ব্যবহার করা যাবে না। ২ চামচ তাজা অ্যালোভেরা জেল, ২ চামচ ঠাণ্ডা করা গ্রিন টি এবং ২ ফোঁটা ল্যাভেন্ডার এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে নিন। গ্রিন টি ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে তা অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে ভাল করে ফেটিয়ে নিতে হবে। এই তরলটি মুখে লাগিয়ে ৫ মিনিট রেখে ধুয়ে নিন।

টিপ্‌স

মহিলাদের সুরক্ষায় 'সেফটি ম্যাপ'

একা অফিস থেকে ফিরছেন, নতুন কোনও শহরে ঘুরতে গিয়েছেন বা রাতে জরুরি কাজে বের হতে হয়েছে— এমন পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা নিয়ে অনেক মহিলাই উদ্বিগ্ন থাকেন। এই সমস্যার সমাধানে এখন প্রযুক্তির সাহায্যে এসেছে সেফটি ম্যাপ। এটি এমন একটি ডিজিটাল ম্যাপ, যা কোনও এলাকার নিরাপত্তা সম্পর্কে আগাম ধারণা দেয়। সেফটি ম্যাপের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এটি বিভিন্ন এলাকার নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য এক জায়গায় দেখায়। কোথাও যদি আগে ছিনতাই, ইভটিজিং, চুরি, স্টকিং বা অন্য কোনও অপরাধের ঘটনা ঘটে থাকে, তা হলে সেই তথ্য ম্যাপে চিহ্নিত থাকে। ফলে বাইরে বের হওয়ার আগে কোন্ রাস্তা তুলনামূলক নিরাপদ, আর কোন্ জায়গা এড়িয়ে চলা উচিত, তা সহজেই বোঝা যায়। শুধু তা-ই নয়, অনেক সেফটি ম্যাপে ব্যবহারকারী নিজেরাও তথ্য যোগ করতে পারেন।

ধরুন, কোনও এলাকায় রাস্তার আলো নেই, নির্জন পরিবেশ বা নিরাপত্তার সমস্যা রয়েছে। সেক্ষেত্রে সেই তথ্য অ্যাপে জানালে অন্য ব্যবহারকারীরাও আগে থেকেই সতর্ক হতে পারবেন। ফলে একে-অপরকে নিরাপদ রাখতে এই ধরনের অ্যাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। অনেক সেফটি ম্যাপে আরও কিছু জরুরি ফিচার থাকে। যেমন, পরিবারের সদস্য বা বন্ধুর সঙ্গে লাইভ লোকেশন শেয়ার করার সুবিধা, এক ট্যাপে এসওএস অ্যালার্ট পাঠানো, জরুরি নম্বরে ফোন করা এবং কাছাকাছি পুলিশ স্টেশন বা নিরাপদ জায়গার অবস্থান দেখার ব্যবস্থা। বিপদের মুহূর্তে এই সুবিধাগুলো দ্রুত সাহায্য পেতে কাজে লাগে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সেফটি ম্যাপ যতই কার্যকর হোক না কেন, এটিকে একমাত্র নিরাপত্তার উপায় হিসেবে ভাবা উচিত নয়। বাইরে বের হলে সতর্ক থাকা, মোবাইল ফোন চার্জে রাখা, জরুরি নম্বর সেভ করে রাখা এবং আশপাশের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা অত্যন্ত জরুরি।

কোথাও যদি আগে ছিনতাই, ইভটিজিং, চুরি, স্টকিং বা অন্য কোনও অপরাধের ঘটনা ঘটে থাকে, তা হলে সেই তথ্য ম্যাপে চিহ্নিত থাকে। ফলে বাইরে বের হওয়ার আগে কোন্ রাস্তা তুলনামূলক নিরাপদ, আর কোন্ জায়গা এড়িয়ে চলা উচিত, তা সহজেই বোঝা যায়। শুধু তা-ই নয়, অনেক সেফটি ম্যাপে ব্যবহারকারী নিজেরাও তথ্য যোগ করতে পারেন।

প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের সেফটি ম্যাপ মহিলাদের নিরাপদ যাতায়াতে নতুন ভরসা হয়ে উঠছে। সচেতনতার সঙ্গে এই ফিচার ব্যবহার করলে বিপদের আশঙ্কা অনেকটাই কমানো সম্ভব। তাই স্মার্টফোন ব্যবহার করলে এই ধরনের নিরাপত্তামূলক টুল সম্পর্কে জেনে রাখা এবং প্রয়োজন হলে কাজে লাগানো শ্রেয়।

কুঁচকে যাওয়া চামড়া সহজে হবে তুলতুলে

মুখের ত্বকের যত্নে যতটা সময় দেন, ততটা গুরুত্ব কি হাত পায়? অথচ বয়সের ছাপ সবচেয়ে আগে ধরা পড়ে হাতেই। কিছু সহজ অভ্যাস নিয়মিত মেনে চললে হাতের ত্বক দীর্ঘ দিন কোমল ও তরুণ দেখাতে পারে। কারণ, সবার আগে বার্ধক্যের ছাপ পড়ে হাতেই। তা সে বার্ধক্যে পৌঁছনোর যত আগেই হোক। হাতকে বয়সের তুলনায় আরও বয়স্ক দেখাতে পারে। সাবান আর বাড়তি ময়েশ্চারাইজার ছাড়া আর কোনও প্রসাধনী জোটে না হাতে। অথচ বাড়ি থেকে অফিস, ট্রেন থেকে মেট্রো— হাতই সবচেয়ে জরুরি অঙ্গ।

রোজের অযত্নে হাতের তালুর উপরের অংশের চামড়া কুঁচকে যেতে থাকে, বলিরেখা পড়তে থাকে, দৃশ্যমান হয়ে ওঠে শিরা। ঘুম, সূর্যালোকের ক্ষতিকর রশ্মি, অ্যালকোহল, ধূমপান, পরিবেশ দূষণ নানা কারণে হাতের বয়স বাড়তে থাকে। তবে কিছু সহজ অভ্যাস নিয়মিত মেনে চললে হাতের ত্বক দীর্ঘ দিন কোমল ও তরুণ দেখাতে পারে।

১. এসপিএফ : হাতে কালো ছোপ পড়ার মূল কারণ সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি। আর তাই মুখের পাশাপাশি হাতের ত্বককেও সুরক্ষিত রাখতে হবে সানস্ক্রিন দিয়ে। প্রতিদিন বাইরে বেরোনোর সময়ে এবং প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর মুখে ও হাতে মেখে নিতেই হবে সানস্ক্রিন।

২. বার্ধক্যরোধ করার উপাদান : মুখের ত্বকের জন্য যে সমস্ত অ্যান্টি-এজিং উপাদান কাজ করে, সেগুলো আপনার হাতের ত্বকের সুরক্ষায়ও সমান কার্যকর। হাতের তারুণ্য ধরে রাখতে রেটিনয়েড ব্যবহার করতে পারেন, যা ত্বকের গঠন সুন্দর করে এবং কোলাজেন তৈরিতে সাহায্য করে। পাশাপাশি, পেপটাইড এবং গ্রোথ ফ্যাক্টর হাতের ত্বকের কোষ পুনর্গঠনে সাহায্য করে।

৩. ত্বকের উপরের স্তর : হাতে ক্রিম, লোশন, তেলের ব্যবহার যত কম হয়, ততই বেশি হয় সাবানের ব্যবহার। দিনভর ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকের। স্বাস্থ্যবিধির জন্য তা উপকারী হলেও হাতের চামড়ার জন্য তা আদপে ভাল নয়। এর ফলে ত্বক শুষ্ক হতে থাকে। আর তাই আর্দ্রতা ফেরানোর জন্য সেরামাইড এবং হায়ালুরোনিক উপাদান মেশানো ক্রিম মাখা উচিত ঘন ঘন।

৪. সঠিক ক্রিম : অনেকেই এখন হাতের ত্বকের জন্য নির্দিষ্ট ক্রিম কিনছেন। তবে যে কোনও ময়েশ্চারাইজার নয়, দেখে নিতে হবে তাতে যেন অ্যালকোহল এবং সুগন্ধি না থাকে। এই ধরনের উপাদান উপকারের বদলে অপকার বেশি করবে। এমনকী ত্বকের নানা রকমের রোগের কারণও হয়ে দাঁড়াতে পারে হাতের ওই ক্রিম।

৫. হাত ধোয়ার কৌশল : কর্কশ বা প্রচণ্ড ক্ষারযুক্ত সাবানের বদলে মৃদু সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। তা ছাড়া প্রচণ্ড গরম বা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জলের বদলে ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করলে ভাল হয়। তা হলে হাতের উপরের চামড়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে।

৬. ট্রিটমেন্ট : মুখের মতো হাতের ত্বকের যত্নেও একই ধরনের আধুনিক ট্রিটমেন্ট নেওয়া যেতে পারে। হাত এই ধরনের চিকিৎসায় খুব দ্রুত সাড়া দেয় এবং এর ফলাফলও বেশ চোখে পড়ার মতো। ফিলার ব্যবহার করে হাতের ভলিউম বাড়ানো যায় বা টান টান ভাব ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। আবার, ত্বকের পিগমেন্টেশন বা কালো দাগ দূর করে ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে 'আইপিএল' (ইন্টেন্স পালস্‌ড লাইট) এবং 'লেজার রিসারফেসিং' দারুণ কাজ করে। এছাড়া, হাতের খসখসে ভাব দূর করে কোলাজেন তৈরি করতে এবং ত্বকের মসৃণতা বাড়াতে রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সি মাইক্রো নিডিলিং বেশ কার্যকর।

৭. ঘরোয়া কাজ : বাসন মাজা, কাপড় কাচা বা ঘর পরিষ্কার করার সময়ে ব্যবহৃত নানা রাসায়নিক হাতের ত্বকের ক্ষতি করতে পারে। তাই এই ধরনের কাজের সময়ে দস্তানা ব্যবহার করলে ত্বক অনেকটাই সুরক্ষিত থাকে।

‘পর পর দুটো বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠা সহজ নয়’

বিশ্বকাপ নাকি সাজানো, জবাব দিলেন মেসি

আটলান্টা, ১৬ জুলাই : ফুটবল বিশ্বকাপ কি পুরোটাই সাজানো? ফিফা কি আগে থেকেই ঠিক করে নিয়েছে লিওনেল মেসির হাতে ট্রফি তুলে দেবে? প্রতি ম্যাচে রেফারি টেনে খেলাচ্ছে আর্জেন্টিনাকে! ভার-এর সাহায্য পাচ্ছেন মেসিরা! অভিযোগের তালিকা লম্বা। বিশ্বকাপ যত এগিয়েছে, অভিযোগ তত বেড়েছে। ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠে নিন্দকদের জবাব দিলেন মেসি। মেসি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ২০২২ সালের বিশ্বকাপ থেকে চলতি বিশ্বকাপ পর্যন্ত তারাই বিশ্বের সেরা দল। এটা প্রমাণিত।

মেসি বলেন, এই কথাগুলো খুব কষ্ট দেয়। গত চার বছর ধরে আমরাই বিশ্বের সেরা দল। সেটা কারও পছন্দ হোক বা না হোক। পর পর দুটো বিশ্বকাপে দেখালাম, আমরা কাকতালীয় ভাবে জিতিনি। কেউ আমাদের সুবিধা দেয়নি। পর পর দুটো বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠা সহজ নয়। এই দলটা সেটা করে দেখিয়েছে। চলতি বিশ্বকাপে বার বার কঠিন পরিস্থিতি থেকে জিতেছে আর্জেন্টিনা। তার পরেও সমালোচনা থামেনি।

মেসির মতে, ইংল্যান্ডের কাছে হেরে গেলে পরিস্থিতি অন্য রকম হয়ে যেত। কিন্তু তারা তা হতে দেননি। আর্জেন্টিনার অধিনায়ক বলেন, যদি আমরা ইংল্যান্ডের কাছে হেরে যেতাম, তা হলে অনেকে অর্বাচীনের মতো কথা বলত। ওদের সেই সুযোগটাই দিইনি। আমরা জানি আমরা কতটা ভাল খেলি। তাই কে কী বলল, তাতে কিছু যায়-আসে না। কিন্তু আমার মনে হয় কিছু বলার আগে ভাবা উচিত। এমন কিছু বলা উচিত নয়, যাতে পরে আফসোস করতে হয়। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয় দিয়েগো মারাদোনাকে উৎসর্গ করেছেন মেসি। খেলা শেষে তিনি বলেন, আমি নিশ্চিত, দিয়েগো উপরে বসে হাসছেন। এই দিনটা ওর কাছেও বিশেষ দিন হয়ে রইল। ওকে এই আনন্দ দিতে পেরে আমরা খুশি। এই জয় ওকে উপহার দিলাম। বিশ্বকাপের মঞ্চে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড ম্যাচ মানেই তার গুরুত্ব আলাদা। দু’দেশের সম্পর্কের কারণেই এই লড়াইয়ের সূত্রপাত। আর তাই এই লড়াইয়ে জেতার আনন্দও আলাদা। খেলা শেষে মেসি বলেন, এটা বিশ্বকাপের আরও একটা ম্যাচ হলেও বাকি ম্যাচের থেকে আলাদা। সমর্থকেরা এই জয়টা চেয়েছিল। কারণ, ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার মতো আনন্দ আর কিছুতে নেই। সেটা আমরা সমর্থকদের দিতে পেরেছি। মেসি-সহ পুরো আর্জেন্টিনা দল এই প্রথম বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলল। কিন্তু ১৯৬৬, ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপের লড়াইয়ের কথা তাদের জানা। ফকল্যান্ড যুদ্ধ তাদের স্মৃতিতে। তাই পিছিয়ে পড়ার পর যে লড়াইটা আর্জেন্টিনা করেছে তা ফুটবল ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

মেসি জানিয়েছেন, এই ম্যাচে হারার উপায় ছিল না। তাদের জিততেই হত। সেটাই করেছেন তারা। মেসি বলেন, আর্জেন্টিনার কেউ এই ম্যাচটা হারতে চায়নি। এই হার হজম করতে পারতাম না। সেটা সকলেই জানে। তাই হয়তো আনন্দ কিছুটা বেশিই হচ্ছে। আমি জানি, গোটা আর্জেন্টিনা এখন আনন্দে লাফাচ্ছে।

‘ফুটবলের লজ্জা’, নিশ্চিত লাল কার্ড দেখলেন না আর্জেন্টিনা তারকা!

আটলান্টা, ১৬ জুলাই : বিশ্বকাপে টানা সাত ম্যাচে জয়। ফাইনালে উঠে গিয়েছে আর্জেন্টিনা। কিন্তু বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না লিওনেল মেসিদের। বুধবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল খেলতে নেমেছিল আর্জেন্টিনা। সেখানেই এনজো ফার্নান্ডেজের একটি ট্যাকল ঘিরে প্রশ্ন উঠছে। ফুটবলমহলের প্রশ্ন, কেন লাল কার্ড দেখানো হল না এনজোকে? সোশ্যাল মিডিয়াতেও রেফারিং নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ফুটবলপ্রেমীরা। বুধবার ম্যাচের শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে ছিল দুই দল। প্রথম ১০ মিনিটের মধ্যেই অন্তত আটটি ফাউল হয়। এহেন পরিস্থিতিতেই এনজোর ট্যাকল ইংরেজ তারকা এলিয়ট অ্যান্ডারসনের বিরুদ্ধে। ম্যাচের বয়স তিন মিনিট, এলিয়ট তখন বল পায়ে এগোচ্ছেন। সেসময়ে পিছন থেকে ছুটে এসে ইংরেজ ফুটবলারের উরুতে সজোরে লাথি মারেন এনজো। মাথাতেও হাত দিয়ে আঘাত করেন। চোখের সামনে এমন ঘটনা দেখে প্রতিবাদ করেন জুড বেলিংহ্যামরা। রেফারি ছুটে এসে এনজোকে শান্ত হতে নির্দেশ দেন। কিন্তু এহেন ‘অপরাধে’র পরেও এনজোকে কার্ড দেখাননি রেফারি। ফুটবলমহল বলছে, লাল কার্ড দেখানো উচিত ছিল এনজোকে। শেষ পর্যন্ত তাঁর গোলেই ম্যাচে ফেরে নীল-সাদা ব্রিগেড। ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠে যায় আর্জেন্টিনা। কিন্তু নেটিজেনরা বলছেন, রেফারি পক্ষপাতিত্ব করছেন। মাথায় মারার পরেও কার্ড দেখানো হচ্ছে না, সেটা ফুটবলের বিরাট লজ্জা। উল্লেখ্য, সেমিফাইনালের শুরু থেকেই রেফারিকে নিয়ে বিতর্ক ছিল। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, ইসমাইল এলফাথ আসলে লিওনেল মেসির প্রিয় রেফারি। তাঁর অধীনে খেললে ম্যাচ হারেন না মেসি। সেই ‘সুনাম’ বজায় রাখতেই কি এনজোকে কার্ড দেখাননি এলফাথ? উঠছে প্রশ্ন। এছাড়াও প্রিকোয়ার্টার ফাইনালে মিশরের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার ম্যাচেও রেফারির ভূমিকা নিয়ে প্রবল বিতর্ক হয়েছে। বিশ্বকাপ একেবারে শেষলগ্নে পৌঁছে গেলেও আর্জেন্টিনার ‘কমিটির টিম’ তকমা এখনও মোছা গেল না।

‘আর্জেন্টিনার চতুর্থ নয়, দ্বিতীয় শিরোপা জিতবে স্পেন’

মাদ্রিদ, ১৬ জুলাই : একের পর এক কামব্যাকের গল্প লিখে বিশ্বকাপে ছুটছে আর্জেন্টিনা। এবার তুলির শেষ আঁচড় দেওয়ার পালা। তাদের প্রত্যাবর্তন দেখে তাই অনেকেই মনে করছেন চতুর্থ বিশ্বকাপটা আলবিসেলেস্তাদের নামেই খোদাই হতে যাচ্ছে। এজন্য আগামী ১৯ জুলাই প্রতিপক্ষ স্পেনকে হারাতে হবে আর্জেন্টিনাকে। তবে নিউ ইয়র্ক/নিউ জার্সিতে আর্জেন্টিনা নয় স্পেন বিজয়োল্লাস করবে বলে মনে করছেন ইকার ক্যাসিয়াস। স্পেন কিংবদন্তির মতে, আর্জেন্টিনার চতুর্থ নয়, স্পেনের দ্বিতীয় শিরোপা হতে যাচ্ছে। ফাইনালের লড়াইয়ের আগে এভাবেই মাঠ গরম করে রাখলেন ক্যাসিয়াস। সামাজিক মাধ্যমে কয়েকটি পোস্ট দিয়ে স্পেনের সাবেক গোলরক্ষক লিখেছেন, ‘আর্জেন্টিনা, তোমাদের চতুর্থ তারকা (শিরোপা) পাওয়া হচ্ছে না! আমরা দ্বিতীয় শিরোপার দিকে এগোচ্ছি!! এগিয়ে চলো স্পেন!’ শুধু বিশ্বকাপ নয়, ফিনালিসিমাও স্পেন জিতবে বলে ক্যাসিয়াসের বিশ্বাস। তাই ফিফাকে দু’টি শিরোপাই প্রস্তুত রাখতে বলা রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক গোলরক্ষক লিখেছেন, ‘এই রোববার ফিনালিসিমা এবং বিশ্বকাপ, দুটোই আমাদের! দুটো ট্রফিই প্রস্তুত রাখো ফিফা!’ ৮৪ মিনিট পর্যন্ত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে এগিয়ে থাকা ইংল্যান্ড শেষে ২-১ গোলে হারায় কোচ টমাস টুখেলের সমালোচনাও করেছেন ক্যাসিয়াস। তিনি লিখেছেন, ‘নিজেদের ভুল কৌশলের কারণেই ম্যাচ হেরেছে ইংল্যান্ড। ওরা শেষ ৩০ মিনিট আর্জেন্টিনাকে যা খুশি তাই করার সুযোগ দিয়েছে। এটা হতে পারে না।

বিশ্বকাপের এক হৃদয়বিদারক মুহূর্তের মুখোমুখি ইংলিশ কিংবদন্তি

লন্ডন, ১৬ জুলাই : বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে হেরে ফাইনালের স্বপ্ন ভঙ্গ ইংল্যান্ডের। ইংলিশদের এমন বিদায়ে ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত একটি আবেগঘন চিত্রের অবতরণ হয়েছে। আমেরিকান ফুটবল ক্লাব ইন্টার মায়ামির সহ-মালিক ডেভিড বেকহ্যামের জন্য এই মুহূর্তটি ছিল চরম এক মনস্তাত্ত্বিক ও দ্বন্দ্বের। কারণ এক দিকে দেশ, অন্যদিকে নিজের ক্লাবের আর্জেন্টাইন মহাতারকা মেসির দলের কাছে হার। তাতেও দেশের পক্ষেই গেছে তাঁর সমর্থন। হারে বিষণ্ন দেখা দেখে এই ইংলিশ তারকাকে। ইংল্যান্ডের বিদায়ের পর ডেভিড বেকহ্যাম তাঁর সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে মনের কষ্ট ও খেলোয়াড়দের প্রতি গর্ব প্রকাশ করে লেখেন, ‘আমাদের সবার জন্যই এটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক একটি মুহূর্ত, তবে এই স্মৃতিগুলো আমাদের সব সময় অনুপ্রাণিত করবে এবং চিরকাল বেঁচে থাকবে।’ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল বেকহ্যামের প্রিয় জন্মভূমি ইংল্যান্ড এবং তাঁর ক্লাবের সবচেয়ে বড় তারকা লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। ম্যাচটিতে ইংল্যান্ড ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনার কাছে ২-১ ব্যবধানে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেয়। ম্যাচটিতে মেসি নিজে কোনও গোল না করলেও আর্জেন্টিনার করা দু’টি গোলেই তিনি দু’টি অসাধারণ অ্যাসিস্ট করেন। তাঁর এই জাদুকরী পারফরম্যান্সের কারণেই ইংল্যান্ডের সোনালি প্রজন্মের বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। গ্যালারিতে বসে থাকা সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক বেকহ্যামকে একদিকে তাঁর দেশের বিদায়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে দেখা যায়, অন্যদিকে তাঁর নিজের রিক্রুট করা খেলোয়াড়ের শ্রেষ্ঠত্বও মেনে নিতে হয়।

মেসিকে ২০২৩ সালে বেকহ্যাম বহু কাঠখড় পুড়িয়ে, বিশ্বকে চমকে দিয়ে ইন্টার মায়ামিতে নিয়ে এসেছিলেন। সেই মেসিই আন্তর্জাতিক মঞ্চে বেকহ্যামের দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। বেকহ্যাম মায়ামির দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ক্লাবটির ব্র্যান্ড ভ্যালু ১.২ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে গেছেন মূলত মেসির ওপর ভর করেই।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

এসেট রিকোভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ (এআরএমবি) শিলচর (৮৩১৫০০)
মণ্ডল কার্যালয়, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর-৭৮৮০০১ (আসাম), email: cs8315@pnb.bank.in

Ref No. ARMB/Silchar/E-Auction/sale-notice/26-2027 **Date: 16/07/2026**

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি ই-নিলাম বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮ (৬) এবং রুল ৯ (১)-য়ে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কে বন্ধক হিসেবে রাখা স্থাবর সম্পত্তি নিলাম বিজ্ঞপ্তি।

এমর্মে অবগত করা হচ্ছে যে, বন্ধকদাতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নিকট ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত পাওনাদারের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে, ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক দখলকৃত (গঠনমূলক/বাস্তব/প্রতীকী) এবং উক্ত পাওনাদারের অনুকূলে বন্ধক/চার্জকৃত নিম্নবর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি/সম্পদসমূহ, নিচে প্রদত্ত সারণিতে উল্লিখিত তারিখে, **‘যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় এবং যেভাবে আছে সেভাবে’** বিক্রয় করা হবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে সংরক্ষিত মূল্য এবং জামানতের অর্থ নিচে প্রদত্ত সরণিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংরক্ষিত সম্পত্তির সূচি

ক্রম নং	ক) ব্রাঞ্চের নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম এবং ঠিকানা	জামানতে থাকা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ স্বত্বাধিকারীর নাম (সম্পত্তির জামিনদার)	(ক) সার্ফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-র ইউ/এস ১৩(২) মতে ডিমান্ড নোটিশের তারিখ (খ) বকেয়া পরিমাণ (গ) সার্ফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-র ইউ/এস ১৩(৪) মতে দখল নেওয়ার (ঘ) দখল নেওয়ার ধরন প্রতীকী/শারীরিক	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ) (খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) (গ) বিড বৃদ্ধি পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	সুরক্ষিত ঋণদাতাদের জানা দায়বদ্ধতার বিবরণ
১	করিমগঞ্জ (০০৩৬২০) আয়াতুর রহমান **আয়াতুর রহমান** পিতা-মৃত ফয়জুর রহমান, গ্রাম-বাখরশাল, পোঃঅঃ জবাইনপুর, জেলা-করিমগঞ্জ, আসাম-৭৮৮৭১৩। **মোঃ মাতাবুর রহমান (জামিনদার)** পিতা-মৃত ফয়জুর রহমান, গ্রাম-বাখরশাল, পোঃঅঃ জবাইনপুর, জেলা-করিমগঞ্জ, আসাম-৭৮৮৭১৩। **মোঃ হিফজুর রহমান (জামিনদার)** পিতা-মৃত ফয়জুর রহমান, গ্রাম-বাখরশাল, পোঃঅঃ জবাইনপুর, জেলা-করিমগঞ্জ, আসাম-৭৮৮৭১৩।	**সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সব ধরনের সম্পত্তি সহ জমি** যার পরিমাপ ০৭ কাঠা, ০৯ ছটাক যার দাগ নং-২৫৪ (নতুন), ২য় আরএস পাট্টা নং-১৫৭, ব্লক নং-৮, যার মৌজা-বাখরশাল ২য় খণ্ড, পরগনা ইগারোসাথি, জেলা করিমগঞ্জ, আসাম, পিন-৭৮৮৭১৩, এই অবস্থানে মোঃ মাতাবুর রহমান, মোঃ হিফজুর রহমান এবং মোঃ আয়াতুর রহমান এর নামে রয়েছে। **চতুঃসীমা-উত্তর :** আব্দুস সুবহান এর জমি, **দক্ষিণ :** লুৎফুর রহমান এর বসতবাড়ি, **পূর্ব :** আজিজুর রহমান এর বসতবাড়ি, **পশ্চিম :** মইনুল হক এর বসতবাড়ি।	(ক) ০৩-০৫-২০২৪ **(খ) ৩১,৩০,৩০৭.৮১** টাকা + তার সঙ্গে প্রযোজ্য সুদ ০১-০৫-২০২৪ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় সংবলিত (গ) ১১-০৯-২০২৪ (ঘ) প্রতীকী দখল	(ক) ৬৩.১৮ লক্ষ (খ) ৬.৩১৮ লক্ষ (০৩-০৮-২০২৬-য়ে বা তার আগে) (গ) ০.৫০ লক্ষ	০৪-০৮-২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা	ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়
২	করিমগঞ্জ (০০৩৬২০) মেসার্স জয়রাম ইলেকট্রিক্যালস **রাজদীপ বণিক,** স্বত্বাধিকারী-জয়রাম ইলেকট্রিক্যালস, পিতা রতন বণিক, হাইস নং-৯৮, ওয়ার্ড নং-২১, মদন মোহন রোড, করিমগঞ্জ, আসাম-৭৮৮৭১৩, মোবাইল-৯৪০১২১০৪৯১। **শ্রমতী নিভা বণিক (বন্ধকদাতা),** স্বামী রাজদীপ বণিক, ওয়ার্ড নং-২৬, ইন্দ্র রোড, পোঃঅঃ-করিমগঞ্জ-৭৮৮৭১৩, আসাম।	**সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সব ধরনের সম্পত্তি সহ আইপি জমি এবং বিল্ডিং** যার মৌজা-করিমগঞ্জ টাউন, বনমালী ২য় খণ্ড, ব্লক নং-৩, পরগনা-কুশিয়ারকুল, জেলা করিমগঞ্জ, আসাম এর অন্তর্গত যার পরিমাপ ০.০৭ একর = ৪.২৩ কাঠা, যার পুরাতন দাগ নং-২১৬, খতিয়ান নং-৭, পাট্টা নং-১৬৪, নতুন দাগ নং-২৮০, এই অবস্থানে নিভা বণিক, স্বামী রতন বণিক এর নামে রয়েছে। যা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস করিমগঞ্জ এর পঞ্জীয়নকৃত দলিল নং-৫৬৬, তারিখ-০৯-০২-২০০৭ এই অবস্থানে রয়েছে। **চতুঃসীমা-উত্তর :** সুরেশ দাস এর বসতবাড়ি, **দক্ষিণ :** রামু দাস এর বসতবাড়ি, **পূর্ব :** খালি জমি, **দক্ষিণ :** ৬ প্রশস্ত রাস্তা।	(ক) ১৭-০৭-২০২৪ **(খ) ৭০,০৫,৭২১.১৩** টাকা + তার সঙ্গে প্রযোজ্য সুদ ০১-০৭-২০২৪ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় সংবলিত (গ) ২৪-০৯-২০২৪ (ঘ) প্রতীকী দখল	(ক) ৪৫.৪৫ লক্ষ (খ) ৪.৫৪ লক্ষ (০৩-০৮-২০২৬-য়ে বা তার আগে) (গ) ০.৫০ লক্ষ		
৩	শিলচর (০০৩৭২০) পঙ্কজ কুমার পাল **পঙ্কজ কুমার পাল,** পিতা মৃত প্রভাত চন্দ্র পাল, সারদা লেন, অম্বিকাপট্টি, শিলচর, আসাম-৭৮৮০০৪।	**সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সবধরনের সম্পত্তি সহ একটি প্লট** যার পরিমাপ ৩ (তিন) ছটাক জমির উপর আসাম টাইপ বিল্ডিং। যার দলিল নং-৩৮৯৬, তারিখ-১৩-০৮-২০০৮ এই অবস্থানে পঙ্কজ কুমার পাল এর নামে রয়েছে। যা ২য় আরএস পাট্টা নং-১০৯৬, দাগ নং-৭৮৪৫ এর অন্তর্গত যার মৌজা শিলচর টাউন, পরগনা বরাকপার, জেলা কাছাড় এই অবস্থানে রয়েছে। **যার চতুঃসীমা-(দলিল মতে)** **উত্তর :** তাপস পাল এর জমি। **দক্ষিণ :** গোপাল চন্দ্র পাল এর জমি। **পূর্ব :** ফাটক বাজারের রাস্তা। **পশ্চিম :** কুসুমবালা পাল এর জমি।	(ক) ০৫-১০-২০১৩ (খ) ৩০,৬৬,৯৩০.৪১ টাকা + তার সঙ্গে প্রযোজ্য সুদ ৩০-০৮-২০১৩ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় (গ) ২০-০৩-২০১৪ (ঘ) প্রতীকী-দখল	(ক) ১১.৪৭ লক্ষ (খ) ১.১৪৭ (০৩-০৮-২০২৬-য়ে বা তার আগে) (গ) ০.৫০ লক্ষ		
৪	করিমগঞ্জ (০০৩৬২০) রফিকুল ইসলাম চৌধুরী **রফিকুল ইসলাম চৌধুরী (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা),** পিতা মৃত আব্দুল মতিন চৌধুরী, গ্রাম ও পোঃঅঃ-সুতারকান্দি, জেলা করিমগঞ্জ, আসাম-৭৮৮৭১২। **নুরুল ইসলাম চৌধুরী (জামিনদার এবং বন্ধকদাতা),** পিতা মৃত আব্দুল মতিন চৌধুরী, গ্রাম ও পোঃঅঃ-সুতারকান্দি, জেলা-করিমগঞ্জ, আসাম-৭৮৮৭১২। **সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (জামিনদার এবং বন্ধকদাতা),** পিতা মৃত আব্দুল মতিন চৌধুরী, গ্রাম ও পোঃঅঃ-সুতারকান্দি, জেলা-করিমগঞ্জ, আসাম-৭৮৮৭১২। **আলেয়া বেগম চৌধুরী (জামিনদার এবং বন্ধকদাতা),** পিতা মৃত আব্দুল মতিন চৌধুরী, গ্রাম ও পোঃঅঃ-সুতারকান্দি, জেলা-করিমগঞ্জ, আসাম-৭৮৮৭১২। **হিফজুর রহমান চৌধুরী** পিতা মোঃ ফায়াজ আলি চৌধুরী, গ্রাম-হামিন্দাপুর, পোঃঅঃ-সুতারকান্দি, করিমগঞ্জ, আসাম-৭৮৮৭১২ **(জামিনদার)।**	**সংশ্লিষ্ট জমিতে থাকা সবধরনের সম্পত্তি সহ একটি প্লট** যার পরিমাপ ০৯ কাঠা, ১১ ছটাক, যার সিএস দাগ নং-৮৭১ (পুরাতন), যার খতিয়ান নং-৩৯৮, যার ১ম আরএস অনুরূপ দাগ নং-১০১ (নতুন), যার পিরিয়ডিক পাট্টা নং-২৩০, মৌজা-সুতারকান্দি, পরগনা কুশিয়ারকুল, এই অবস্থানে রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, নুরুল ইসলাম চৌধুরী, সিরাজুল চৌধুরী এবং আলেয়া বেগম চৌধুরী এর নামে রয়েছে। যারা সবাই আব্দুল মতিন চৌধুরীর আইনি উত্তরাধিকারীগণ। **যার চতুঃসীমা-** **উত্তর :** হাজি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর জমি। **দক্ষিণ :** মহবুবুর রহমান চৌধুরীর জমি। **পূর্ব :** স্বত্বাধিকারীর অন্য জমি। **পশ্চিম :** হাজি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর জমি।	(ক) ২৮-০৬-২০২১ (খ) ৪৩,৬৫,২৩৯.১২ টাকা ৩১-০৩-২০২১ তারিখ পর্যন্ত + তার সঙ্গে প্রযোজ্য সুদ ০১-০৪-২০২১ ইং হইতে ও অন্যান্য ব্যয় (গ) ০২-০৬-২০২২ (ঘ) প্রতীকী-দখল	(ক) ১৩.৬০ লক্ষ (খ) ১.৩৬ (০৩-০৮-২০২৬-য়ে বা তার আগে) (গ) ০.৫০ লক্ষ		

শর্তাবলী: উক্ত নিলাম বিক্রয়টি সুরক্ষা সুদের (প্রয়োগকরণ) বিধি ২০০২-য়ে নির্ধারিত শর্তাদি এ শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্ত সাপেক্ষ থাকবে :

১। সম্পত্তিগুলি **‘যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়’** এবং **‘যেভাবে আছে সেভাবে’** এবং **‘যে ভিত্তিতে রয়েছে’** হিসেবে বিক্রয় হবে।
২। উল্লিখিত তফশিল বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম তথ্য সম্পর্কে জানানো হয়েছে, তবে অনুমোদিত ঘোষিত এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, বিভ্রান্তি বা বাদ পড়লে অনুমোদিত অফিসারকে জবাবদিহি করতে পারবেন না।
৩। নিলাম বিক্রয় **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে উল্লিখিত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্ন স্বাক্ষরকারী দ্বারা সম্পন্ন করা হবে।
৪। নিলামের বিস্তারিত বিবরণ এবং শর্তাবলী **https://baanknet.com**-এ দেখুন।
৫। ব্যাঙ্কের অজানা কোনও সম্পত্তির (ই-নিলাম) ক্ষেত্রে, সরকারের বা অন্য কারো কাছে থাকা কোনও চার্জ, লিয়েন, দায় বা অন্য কোনও বকেয়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা বা ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। আগ্রহী দরদাতাকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তিনি যেন সম্পত্তির উপর থাকা দায়, যেমন বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি বিষয়ে নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করে নেন।
৬। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনও প্রকার কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনও সময়ে যে কোনও দরপত্র গ্রহণ করার, গ্রহণযোগ্য না হলে সমস্ত দরপত্র প্রত্যাখ্যান করার, অথবা নিলাম স্থগিত/বাতিল/স্থগিত/বন্ধ করার বা এর শর্তাবলী পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৭। দরপত্র দাখিল করার পূর্বে সম্পত্তি ও তার বিবরণ পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হওয়া দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। দরদাতা প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে সম্পত্তি পরিদর্শন করবেন।

তারিখ ঃ ১৬-০৭-২০২৬
স্থান ঃ শিলচর

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সিকিউরড ক্রেডিটর

সার্ফেসি আইন, ২০০২ এর বিধি ৮ (৬) এবং বিধি ৯ (১) এর অধীনে পরিসংখ্যান বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

NOTICE INVITING TENDER

No. ASRLMS/RAJABAZAR-CLF/IFC/2026-27/001

Sealed tenders are invited from the Individual/Farm/Dealer/Company/Distributor for supply of various agriculture equipment/machineries for the Integrated Farming Cluster (IFC) under BMMU, Rajajabazr, Cachar District.

Sl. No.	Name of Machine/Equipments	Specification	Quantity (Nos.)
1	RICE MILL	3 HP, 2800 RPM	1
2	ANIMAL FEED MACHINE	3 HP	2
3	ARECA NUT DEHUSKING MACHINE	2 HP	1
4	POWER TILLER	20 HP	1
5	ELECTRONIC ANIMAL WEIGHT SCALE	UPTO 300 KG	1
6	PADDY WEIGHT MACHINE	UPTO 200 KG	1
7	PORTABLE DIESEL WATER PUMP	5.5 HP	1
8	EGG INCUBATOR	200 W HEATER POWER	1
9	PULVERIZER GRINDING MACHINE	3 HP	1
10	TRACTOR	40 HP	1
11	PADDY THRESHER MACHINE	5 HP	1
12	CULTIVATOR	30 HP	1
13	TIPPING TRAILER	1.5 TON	1

Eligibility and Preference Criteria for Selection of Vendor/Supplier

1. Preference shall be given to locally registered Individual/Farm/Dealer/Company/Distributor having prior experience in supplying equipment, machinery or other materials to Government Departments, Panchayati Raj Institutions or IFC Projects.
2. The vendor/supplier must possess a valid and updated GST Registration Certificate and GSTIN.
3. Selection shall ordinarily be made in favour of the Lowest Evaluated Bidder (L1), subject to fulfilment of technical specifications, quality standards and eligibility criteria.
4. The vendor/supplier shall submit at least 2–3 experience/work completion certificates.
5. The supplied equipment/machinery must conform to prescribed quality standards and specifications and the supplier shall provide warranty and after-sales service support wherever applicable.
6. Payment will be made after successful delivery, installation and demonstration of all equipment.

Address for Submission of Bids:Smriti CLF, Laboc Bazar, Laboc Gram Panchayat.
PO: Laboc , Pin 788102, District- Cachar (Assam)
President & Secretary,
Smriti CLFCLF,Laboc GP
BMMU Rajabazar, Cachar, Assam.

Last Date of Submission: 04/08/2026

Sd/-
President (Smriti CLF)
ASRLM, BMMU Rajabazar
Rajabazar Development Block

Sd/-
Secretary (Smriti CLF)
ASRLM, BMMU Rajabazar
Rajabazar Development Block

NOTICE INVITING TENDER

No. ASRLMS/RAJABAZAR-CLF/IFC/2026-27/002

Sealed tenders are invited from the Individual/Farm/Dealer/Company/Distributor for supply of various agriculture equipment/machineries for the Integrated Farming Cluster (IFC) under BMMU, Rajajabazr, Cachar District.

Sl. No.	Name of Machine/Equipments	Specification	Quantity (Nos.)
1	RICE MILL	3 HP, 2800 RPM	1
2	ANIMAL FEED MACHINE	3 HP	2
3	ARECA NUT DEHUSKING MACHINE	2 HP	1
4	POWER TILLER	20 HP	1
5	ELECTRONIC ANIMAL WEIGHT SCALE	UPTO 300 KG	1
6	PADDY WEIGHT MACHINE	UPTO 200 KG	1
7	PORTABLE DIESEL WATER PUMP	5.5 HP	1
8	EGG INCUBATOR	200 W HEATER POWER	1
9	PULVERIZER GRINDING MACHINE	3 HP	1
10	TRACTOR	40 HP	1
11	PADDY THRESHER MACHINE	5 HP	1
12	CULTIVATOR	30 HP	1
13	TIPPING TRAILER	1.5 TON	1

Eligibility and Preference Criteria for Selection of Vendor/Supplier

1. Preference shall be given to locally registered Individual/Farm/Dealer/Company/Distributor having prior experience in supplying equipment, machinery or other materials to Government Departments, Panchayati Raj Institutions or IFC Projects.
2. The vendor/supplier must possess a valid and updated GST Registration Certificate and GSTIN.
3. Selection shall ordinarily be made in favour of the Lowest Evaluated Bidder (L1), subject to fulfillment of technical specifications, quality standards and eligibility criteria.
4. The vendor/supplier shall submit at least 2–3 experience/work completion certificates.
5. The supplied equipment/machinery must conform to prescribed quality standards and specifications and the supplier shall provide warranty and after-sales service support wherever applicable.
6. Payment will be made after successful delivery, installation and demonstration of all equipment.

Address for Submission of Bids: Matribhumi CLF, Harinagar Village, Harinagar Gram Panchayat, PO: Harinagar, Pin 788107, Block- Rajabazar, District- Cachar (Assam)
President & Secretary,
Matribhumi CLF, Harinagar GP
BMMU Rajabazar, Cachar, Assam.

Last Date of Submission: 04/08/2026

Sd/-
President (Matribhumi CLF)
ASRLM, BMMU Rajabazar
Rajabazar Development Block

Sd/-
Secretary (Matribhumi CLF)
ASRLM, BMMU Rajabazar
Rajabazar Development Block

ইংরেজদের হারিয়ে বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনা

আবারও প্রত্যাবর্তন...

বাণীব্রত চক্রবর্তী

আর্জেন্টিনা-২ ইংল্যান্ড-১

সেই প্রত্যাবর্তনের গল্পটা আবারও লিখল আর্জেন্টিনা। ৮৫ মিনিটের স্ট্রেস শেষে আপাতত আরও একবার বিশ্বজয়ের দোরগোড়ায় আর্জেন্টিনা। দারুণ একটা কামব্যাকে সাহেবদের হারিয়ে শেষের কবিতার পঙক্তিগুলো স্মরণীয় করে রাখার অপেক্ষায় মেসি। সেমিতে জয়ে নিজের প্রতিভা এবং মস্তিস্ককে কাজে লাগানোর পর মেসি বলতে পারেন— আই এম দ্য বেস্ট।

নিজে গোল করেননি। কিন্তু আর্জেন্টিনার ২-১ ব্যবধানে জয়ে উভয় গোলেই অ্যাসিস্ট ছিল মেসির। শেষের ২০ মিনিট যতই নান্দনিক হোক না কেন, শুরুটা ছিল ঠিক তার বিপরীত।

শুরুর দিকে আটলান্টা স্টেডিয়ামে শুরুতে শুধুই মারামারি। এ কী চলছে? একে কি ফুটবল বলে? কিন্তু আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি নিজের সীমাবদ্ধতা জানেন। এদিন আরেকটা ট্যাকটিক্সও ছিল, ইংল্যান্ডকে খেলতে দিও না। যে কারণে রড্রিগো ডি'পলের জায়গায় কোচ লিওনেল স্কালোনি ডানদিকে নামালেন গিউলিয়ানো সিমিওনেকে। বাবা দিয়েগো সিমিওনের মতোই লড়াকু। বাকি কাজটা করলেন ডি'পলের মতোই— ধস্তাধস্তি। শুধু একটু দ্রুত গতিতে। তবে অন্য ম্যাচের তুলনায় আর্জেন্টিনা ডিফেন্সকে প্রথমার্ধে অনেক সংঘবদ্ধ দেখিয়েছে। মারামারি করেই হোক বা যেভাবে জুড বেলিংহ্যামরা জায়গা পাননি। ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুখেল সাকা বা মাদুয়েকে থাকতে কেন মর্গান রজার্সকে প্রথম একাদশে রাখলেন, তা একটা প্রশ্ন। তবে একটা কাজ টুখেল বেশ যত্ন নিয়েই করার চেষ্টা করেছিলেন।

ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে একজন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, লিওনেল মেসিকে আটকাতে জোনাল মার্কিং করবেন কিনা। টুখেল একেবারে পুলিশম্যান মার্কিংয়ে এলিয়ট অ্যান্ডারসনকে মেসির পিছনে জুড়ে দিলেন। কমবয়সে এরকম চার-পাঁচটা এলিয়টকে মেসি জল পান করে নিতেন। এখন বয়স হয়েছে, মাঝে-মধ্যে দাঁতে বিঁধে যায়। তাতেও দুয়েকবার অবিশ্বাস্যভাবে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। দু'দলের বলই মাঝমাঠের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াল। বিস্তর ফাউল ও দুটো হলুদ কার্ড। গোলের আশেপাশেও কেউ পৌঁছতে পারেননি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই স্বমহিমায় ফিরল আর্জেন্টিনার রক্ষণ। এরকম হাইভোল্টেজ ম্যাচে একটাও ভুল করতে নেই। সেটা বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন লিসান্দ্রো মার্টিনেজ। বাজে ক্লিয়ারেন্স, অফসাইড তৈরি করতে ভুল। মুহূর্তের মধ্যে বক্সে ক্রস তুলে দিলেন মর্গান। ইংরেজ উইঙ্গার অ্যান্থনি গর্ডন জালে বল জড়িয়ে দিলেন। নাহুয়েল মোলিনা কভার পর্যন্ত করলেন না। ম্যাচের বয়স তখন ৫৫ মিনিট। এবার টুখেল পুরো ডিফেন্সে তালা লাগানোর চেষ্টা করলেন। বক্সের সামনে পায়ের জঙ্গল। কিন্তু সেটাকে ছিঁড়ে বেরনোর মতো স্কিলফুল কেউ নেই আর্জেন্টিনা দলে। নীল-সাদা ভক্তরা 'ঈশ্বর' আরাধনার মধ্যে এক 'অ্যাঞ্জেল'-র জন্য হা-হুতাশ করছেন হয়তো। ম্যাচের প্রথমার্ধটা মুলত ছিল সমান সমান। ইংল্যান্ড লম্বা বলে খেলার পরিকল্পনা নিয়েছিল এবং পেছন থেকে গোলকিপার পিকফোর্ড লম্বা করে বলগুলো দুই ফ্লাঙ্কে ফেলছিলেন। এই পরিকল্পনা থেকে অ্যান্থনি গর্ডন ডান প্রান্ত থেকে আসা সার্ভিস থেকে গোল করে ইংল্যান্ডকে এগিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু গোল করার পর থেকেই ইংল্যান্ড কেন জানি খুব রক্ষণাত্মক হয়ে পড়ে, তারা চাইল গোলটা শুধু ধরে রাখতে।

দ্বিতীয়ার্ধে আর্জেন্টিনা পুরোপুরি আধিপত্য বিস্তার করে খেলেছে। এই আধিপত্যের মূলে ছিল তাদের উইং প্লে। ফুটবলে ফ্লাঙ্ক (উইং) থেকে তৈরি হওয়া আক্রমণ থেকে প্রচুর গোল আসে এবং আর্জেন্টিনা সেটাই দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে। লাওতারো মার্তিনেজের উচ্চতা বেশি না হলেও তিনি ইংল্যান্ডের দু'জন লম্বা ডিফেন্ডারের মাঝখান থেকে দুর্দান্তভাবে লাফিয়ে নিখুঁত হেডারে জয়সূচক গোলটি করেন। সাধারণত বল যখন ওভাবে উইং থেকে আসে, তখন ডিফেন্ডার ও গোলকিপারের জন্য বলের ফ্লাইট বোঝা কঠিন হয়ে যায়।

এই ম্যাচে লিওনেল মেসির ভূমিকা ছিল চতুর। প্রথমার্ধে খুব বেশি বল টাচ না করলেও দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর অবস্থান প্রতিপক্ষকে ব্যাকফুটে রাখে। মেসি একদম সাইড লাইনের কাছাকাছি রাইট ফ্লাঙ্কে বেশি অবস্থান করছিলেন, যাতে ইংল্যান্ডের ডিফেন্ডারদের তাঁর কাছে চ্যালেঞ্জ করতে আসতে সময় লাগে। মেসি সেখান থেকে বল নিয়ে ভেতরে ঢুকেছেন এবং ম্যাচের দু'টি গোলই এসেছে তাঁর অ্যাসিস্ট থেকে।

বক্সের বাইরে থেকে এনজো ফার্নান্দেজের অসাধারণ শটে সমতা ফেরানো গোলটা মনে রাখার মতো। ইংলিশ গোলকিপার জর্ডন পিকফোর্ড আগেই কিছুটা বাঁদিকে সরে গিয়েছিলেন আর বলটি দারুণভাবে বাঁক খেয়ে জালে জড়ায়। ফলে পিকফোর্ড চেষ্টা করেও বলের নাগাল পাননি।

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে তদন্ত চাইল ব্রিটেন সরকার

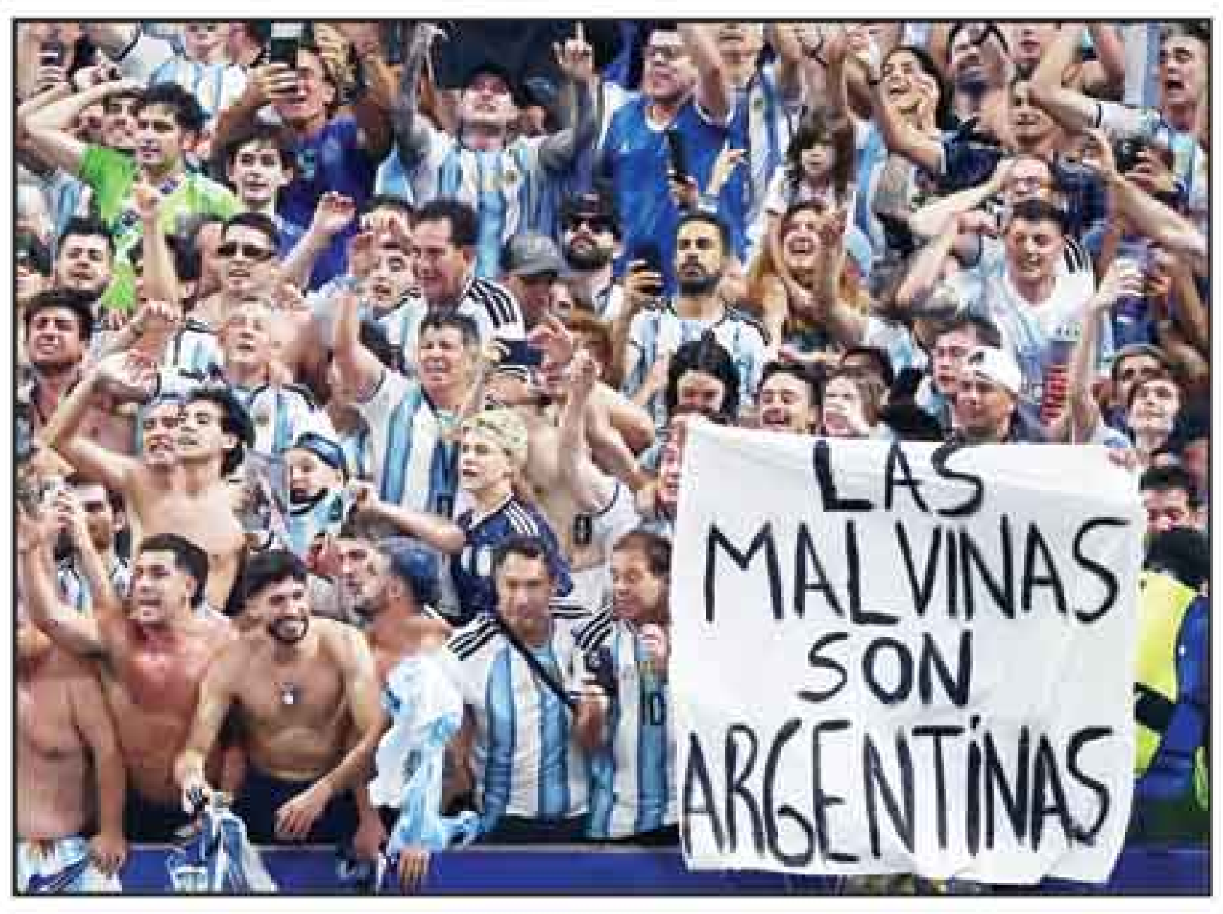

লন্ডন, ১৬ জুলাই : ম্যাচ জিতেই মাঠে হিটলারি আচরণ! বিশ্বকাপের মঞ্চে রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছে আর্জেন্টিনা। কূটনীতিবিদদের অনেকেই মনে করছেন, খেলায় হার-জিত রয়েছে। কিন্তু ম্যাচ জেতার পর লিওনেল মেসিরা যে কাজটা করেছেন সেটা জনমতকে উপেক্ষা করে একনায়কের ক্ষমতার আস্ফালনের সমতুল্য। গোটা ঘটনা নিয়ে ইতোমধ্যেই তদন্তের দাবি করা হয়েছে ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে।

বিতর্কের কেন্দ্রে আবারও সেই ফকল্যান্ড আইল্যান্ড। বুধবার বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে ইংল্যান্ডকে হারায় আর্জেন্টিনা। সেই ম্যাচের পর মাঠে রীতিমতো অনভিপ্রেত ছবি দেখা যায়। দুই পক্ষের ফুটবলাররা বিবাদে জড়ান। জটলা হয়। সে-সবের মাঝেই ফকল্যান্ড যুদ্ধের স্মৃতি উস্কে একটি ব্যানার হাতে নিয়ে মাঠে নেমে পড়েন লে সেলসোরা। ওই ব্যানারে লেখা ছিল, 'লাস মালভিনাস সন আর্জেন্টিনাস'। অর্থাৎ, 'মালভিনাস আমাদেরই।' ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জকে আর্জেন্টিনায় মালভিনাস বলে ডাকেন। ম্যাচ চলাকালীন গ্যালারিতেও ওই একই পোস্টার দেখা যায়। এমনকী ম্যাচ চলাকালীনও আর্জেন্টিনার সমর্থকরা ওই স্লোগান দেন।

উল্লেখ্য, আর্জেন্টিনার উপকূল থেকে প্রায় ৫০০-৬০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ স্বশাসিত এলাকা হলেও ১৮৩৩ সাল থেকে সেটা ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে। তবে আর্জেন্টিনা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করে আসছে, দ্বীপগুলো তাদের ভূখণ্ডের অংশ। ফকল্যান্ডের 'মালিকানা' দাবি করে ১৯৮২ সালে যুদ্ধ ঘোষণা করেন আর্জেন্টিনার একনায়ক প্রেসিডেন্ট লিওপোল্ড গালতিয়েরি। পালটা সেনা পাঠায় ব্রিটেনও। কারণ, ফকল্যান্ডবাসী গণভোটে জানিয়েছিলেন, তারা ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণেই থাকতে চান। তা সত্ত্বেও বহুবার ফকল্যান্ডকে নিজেদের বলে দাবি করে আসছে আর্জেন্টিনা।

ফকল্যান্ড আইল্যান্ডের 'মালিকানা' দাবি করে মেসিরা যেভাবে পোস্টার নিয়ে মাঠে নেমেছেন, সেটার তীব্র বিরোধিতা করেছে ইংল্যান্ড। বাণিজ্য সচিব পিটার কাইল বলেন, এই আচরণ একেবারেই উপযুক্ত নয়। যথাযথ তদন্ত করুক ফিফা। অতীতে এমন রাজনৈতিক বার্তা দিয়ে নির্বাসনের শাস্তি পেয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়া তারকা পার্ক জং উ। এবার কি মেসিরাও শাস্তি পাবেন? নাকি সেই শাস্তি কার্যকর হবে বিশ্বকাপ মিটে যাওয়ার পর?

গুরনুরকে সতর্ক করে দিল আইসিসি

দুবাই, ১৬ জুলাই : প্রথম একদিনের ম্যাচে অপরাধ করেছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচের আগে সেই ভারতীয় বোলারকে সতর্ক করে দিল আইসিসি। অকারণে প্রতিপক্ষ ব্যাটারের দিকে বল ছোড়ার অপরাধে সতর্ক করা হয়েছে। ভবিষ্যতে একই অপরাধ করলে কড়া শাস্তি পেতে পারেন সেই বোলার গুরনুর ব্রার।

মঙ্গলবার প্রথম একদিনের ম্যাচ ছিল। ঘটনাটি ঘটে ইংল্যান্ডের ইনিংসের অষ্টম ওভারে। ডেলিভারির পর বল কুড়িয়ে ব্রার সেটি ছুড়ে মারেন ইংরেজ ব্যাটার বেন ডাকেটের দিকে। ম্যাচ আধিকারিকদের মতে, এই আচরণ যথাযথ নয় এবং বিপজ্জনক। সতর্কিত হওয়ার পাশাপাশি একটি ডিমেরিট পয়েন্টও পেয়েছেন ব্রার।

মাঠের দুই আম্পায়ার এবং তৃতীয় ও চতুর্থ আম্পায়ার একসঙ্গে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আইসিসি-র আচরণবিধির ২.৯ ধারা ভেঙেছেন ব্রার। সেখানে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক ম্যাচে কোনও বোলার যদি বিপক্ষ ব্যাটারের গায়ে বা আশেপাশে বল ছুড়ে থাকেন যা যথাযথ নয় এবং বিপজ্জনক, তখন তিনি এই শাস্তি পাবেন। এটি প্রথম পর্যায়ের অপরাধ। তাই সতর্ক করা হয়েছে। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে ম্যাচ ফি-র ৫০ শতাংশ জরিমানা করার পাশাপাশি একটি বা দু'টি ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়ে থাকে।

যদি কোনও ক্রিকেটার ২৪ মাসে চার বা তার বেশি ডিমেরিট পয়েন্ট পান, তা হলে সেটি সাসপেনশন পয়েন্টে রূপান্তরিত হবে। সেক্ষেত্রে ওই ক্রিকেটার নির্বাসিত হতে পারেন। দু'টি সাসপেনশন পয়েন্ট পেলে একটি টেস্ট, দু'টি একদিনের ম্যাচ বা দু'টি টি-টোয়েন্টিতে নির্বাসিত করা হতে পারে। ২৪ মাস পর ডিমেরিট পয়েন্ট সরিয়ে নেওয়া হয়।

অসম প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগে আত্মপ্রকাশ করছে বরাক লিজেন্ডস

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৬ জুলাই : বরাক উপত্যকার নিজস্ব ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট দল 'বরাক লিজেন্ডস' বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আগামী ১ আগস্ট থেকে শুরু হতে যাওয়া অসম প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগ (এপিসিএল) ২০২৬-এ প্রথমবারের মতো অংশ নেবে এই দল। আগস্ট মাসজুড়ে চলবে এই প্রতিযোগিতা। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বরাক লিজেন্ডসের যাত্রা কেবল একটি নতুন ক্রিকেট দলের আত্মপ্রকাশ নয়, বরং বরাক উপত্যকার প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের জন্য নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভবিষ্যতে বরাকের খেলোয়াড়রা রাজ্য, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের সাফল্যের স্বাক্ষর রাখবেন বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

সংগঠকদের মতে, অসমে খেলাধুলোর পরিকাঠামো ও ক্রীড়া সংস্কৃতির বিকাশে রাজ্য সরকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, বরাক লিজেন্ডস তারই একটি ইতিবাচক প্রতিফলন। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে রাজ্যে ক্রীড়া উন্নয়নের যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে, এই নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি সেই ধারাকেই আরও শক্তিশালী করবে।

বরাক লিজেন্ডসের পক্ষ থেকে উপত্যকার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষকে দলের পাশে থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। সংগঠকদের আশা, সকলের সমর্থন ও সহযোগিতায় বরাক লিজেন্ডস ভবিষ্যতে বরাক উপত্যকার গর্ব এবং পরিচয়ের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

ভাইরাল ইংরেজ গোলকিপারের 'চিট শিট'

আটলান্টা, ১৬ জুলাই : পেনাল্টি হলোই না। তবু ভাইরাল ইংল্যান্ড গোলরক্ষকের 'চিট শিট'! আটলান্টায় হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে আর্জেন্টিনা শিবিরে তখন উৎসবের আমেজ। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ২-১ গোলে জিতে টানা দ্বিতীয়বার ফাইনালে উঠেছে লিওনেল মেসির দল। ঠিক তখনই আর্জেন্টিনা অধিনায়কের নজর পড়ে ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক জর্ডন পিকফোর্ডের জলের বোতলে। তারপর ঘটে গেল মজাদার মুহূর্ত। বোতলে সাঁটা পেনাল্টি ঠেকানোর গোপন চিরকুট। খেলা শেষ হওয়ার পর আর্জেন্টিনার এক কোচিং স্টাফ পিকফোর্ডের জলের বোতলটি তুলে নেন। পরে সেটি মেসি, এনজো-সহ কয়েকজন ফুটবলারের হাতে পৌঁছয়। বোতলের গায়ে লাগানো 'পেনাল্টি চিট শিট'-এ 'লা আলবিসেলেস্তে'র সম্ভাব্য পেনাল্টি শুটারদের নাম। এমনকী তাঁরা কে কোন্ দিকে শট নেন, তা নিয়ে ছিল বিস্তারিত নোট। সেই নোট পড়ে মেসি ও তাঁর সতীর্থরা হাসতে হাসতে একে-অপরকে দেখাতে থাকেন।

মেসির কোলে ইয়ামাল

মাদ্রিদ, ১৬ জুলাই : এই মুহূর্তে চর্চা লিওনেল মেসি এবং লামিনে ইয়ামালকে নিয়ে। দুই প্রজন্মের দুই তারকা সোমবার বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি। এর মধ্যেই ভাইরাল ১৮ বছর আগের এক ছবি। যেখানে শিশু ইয়ামালকে স্নান করাচ্ছেন এলএম১০। অতীতের সেই দিনে তিনি কি কল্পনাও করতে পেরেছিলেন, একদিন সেই পুঁচকে শিশু বিশ্বকাপের ফাইনালে তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবেন?

ফ্ল্যাশব্যাকে গেলে দেখা যাবে, বার্সিলোনার প্রাক্তনী মেসি আর বর্তমান ইয়ামালের ছবি। যেখানে বছর কুড়ির মেসি বাথটবে বসিয়ে স্নান করাচ্ছেন শিশু ইয়ামালকে। দুই তারকার দেখা হয়েছিল সেই ২০০৮ সালে। ইউনিসেফের বার্ষিক চ্যারিটি অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে শিশু ইয়ামাল এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে ছবি তুলেছিলেন মেসি। অনেকেই বলেন, মেসির আশীর্বাদধন্য ইয়ামাল। তাঁরা কখনও দেশ বা ক্লাবের জার্সিতে একে-অপরের বিপক্ষে খেলেননি। প্রায় দু'দশক আগে ইয়ামাল তখন মাত্র কয়েক মাসের শিশু। উল্লেখ্য, মেসির যাত্রা শুরু হয়েছিল বার্সিলোনার অ্যাকাডেমি লা মাসিয়া থেকেই। অন্যদিকে, এই অ্যাকাডেমিরই আরেক সেরা 'ফসল' ইয়ামাল।

গুয়াহাটিতে শুরু ডুরান্ড ট্রফি সফর

ঐতিহাসিক 'ডুরান্ড কাপ ২০২৬'-র আকর্ষণীয় বিশেষ প্রদর্শনীতে ফুটবলার, ক্রীড়া সংগঠক এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর আধিকারিকদের উপস্থিতিতে গুয়াহাটিতে বৃহস্পতিবার ভারতের প্রাচীনতম ফুটবল ট্রফির জয়যাত্রাকে স্বাগত জানাচ্ছেন অসমের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী বিশ্বজিৎ দৈমারি। ছবি : শুভময় ভট্টাচার্য।

ক্রীড়া প্রতিনিধি, গুয়াহাটি, ১৬ জুলাই : ১৩৫তম ইন্ডিয়ান অয়েল ডুরান্ড কাপের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার গুয়াহাটিতে ডুরান্ড কাপ ট্রফি সফরের সূচনা করলেন অসমের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী বিশ্বজিৎ দৈমারি। এবারের ডুরান্ড কাপের পাঁচটি আয়োজক শহরের অন্যতম গুয়াহাটি।

দেশব্যাপী ট্রফি সফরের অংশ হিসেবে ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপ, প্রেসিডেন্টস কাপ এবং সিমলা ট্রফি পাঁচটি আয়োজক শহর ঘুরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রদর্শিত হবে। ফলে ফুটবলপ্রেমীরা কাছ থেকে ঐতিহাসিক এই ট্রফিগুলো দেখার সুযোগ পাবেন।

অনুষ্ঠানে বিশ্বজিৎ দৈমারি বলেন, 'অসমের ক্রীড়া সংস্কৃতিতে ফুটবলের শিকড় অত্যন্ত গভীর। ডুরান্ড কাপ আয়োজন আমাদের কাছে যেমন গর্বের, তেমনই আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার বড় সুযোগ। শুধু প্রতিভা খুঁজে বের করলেই হবে না, পরিকাঠামো, তৃণমূল স্তরে প্রশিক্ষণ এবং ধারাবাহিক উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিভা তৈরি করতে হবে। বিশ্বমানের স্টেডিয়ামের পাশাপাশি শিশুদের ছোটবেলা থেকেই খেলার সুযোগ করে দিতে হবে। যুবসমাজে বিনিয়োগ এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর মতো সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে ভারত ফুটবলে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের বিশেষ সচিব কওসার জামিল হিলালি, বাংলা সাব এরিয়ার জিওসি তথা ডুরান্ড কাপ আয়োজক কমিটির সহ-সভাপতি মেজর জেনারেল দীনেশকুমার সিং, গজরাজ কর্পসের প্রধান মেজর জেনারেল অমিত ধীর, ইনভিক্টাস ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার অনুপম শর্মা, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের ডিরেক্টর অঙ্কুর ভরালি এবং নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড এফসির ফুটবলার পার্থিব গগৈ।

মেজর জেনারেল দীনেশকুমার সিং বলেন, ডুরান্ড কাপ শুধু একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা নয়, উত্তর-পূর্বের তরুণ ফুটবলারদের অনুপ্রাণিত করারও একটি বড় মঞ্চ। অসম সরকারের সহযোগিতায় স্থানীয় প্রতিভা তুলে আনা এবং দেশের ফুটবল কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করাই তাঁদের লক্ষ্য।

অন্যদিকে, গতবারের চ্যাম্পিয়ন নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড এফসির প্রতিনিধি পার্থিব গগৈ বলেন, ডুরান্ড কাপ জয় তাঁদের শিখিয়েছে কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য এবং আত্মবিশ্বাসের মূল্য। ঘরের মাঠে সমর্থকদের উৎসাহ নিয়ে ফের শিরোপা রক্ষার লক্ষ্যে নামতে মুখিয়ে রয়েছে দল।

অনুষ্ঠানের পর তিনটি ট্রফি দু'দিনের জন্য গুয়াহাটি সফরে বেরিয়ে পড়ে। বৃহস্পতিবার সেগুলো অসম বিধানসভা ও বীর লাচিত বরফুকনের মূর্তি প্রাঙ্গণে প্রদর্শিত হয়। শুক্রবার ট্রফিগুলো আইআইটি গুয়াহাটি এবং সিটি সেন্টার মলেও নিয়ে যাওয়া হবে।

আগামী ২৫ জুলাই কলকাতা, শিলং, ইম্ফল, গুয়াহাটি এবং রাঁচিতে শুরু হচ্ছে ১৩৫তম ইন্ডিয়ান অয়েল ডুরান্ড কাপ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় শ্রীলঙ্কা সশস্ত্র বাহিনীর একটি দল-সহ মোট ২৪টি দল খেলবে।

রাহুলের চোট

লন্ডন, ১৬ জুলাই : টি-২০'তে পরপর দুই সিরিজে হোয়াইটওয়াশ। ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে রীতিমতো চিন্তার ভাঁজ সমর্থকদের কপালে। খানিকটা গেল গেল রবও উঠেছে। তবে তার মধ্যেই আশার আলো ওয়ানডে'তে। তিন ম্যাচের সিরিজে প্রথম ম্যাচটি জিতে নিয়েছেন শুভমান গিলরা। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ওয়ানডে জিততে পারলেই সিরিজ ভারতের পকেটে। কিন্তু সেই ম্যাচে নামার আগে ধাক্কা খেল মেন ইন ব্লু শিবির। এদিনের ম্যাচে খেলতে পারবেন না কেএল রাহুল। ফরম্যাট আর অধিনায়ক বদলাতেই যেন ফিরে এসেছে ভারতীয় ক্রিকেটের পরিচিত দাপট। শুভমনের নেতৃত্বে মঙ্গলবার এজবাস্টনে খেলতে নেমেছিল টিম ইন্ডিয়া। আসলে ওয়ানডে ফরম্যাটের জন্য ইদানীং ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকরা একটু বেশি করে অপেক্ষা করেন রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির প্রত্যাবর্তনের জন্য। যদিও দীর্ঘদিন পরে মাঠে নেমে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন।

আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ ফিফার

জুরিখ, ১৬ জুলাই : ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুখেল। মিশর কোচ হোসেম হাসান। সুইস ডিফেন্ডার ম্যানুয়েল আকাজি। মিশরের ফরোয়ার্ড মোস্তাফা জিকো। 'অপরাধী' এবং তাঁদের 'অপরাধের' তালিকা তৈরি। ১৯ জুলাইর পর করা হবে পদক্ষেপ। এঁদের প্রত্যেকের বিশ্বকাপ অভিযান শেষ। কিন্তু মেগা টুর্নামেন্টে নানা কর্মকাণ্ডের জেরে এবার সকলের ওপরই নেমে আসতে পারে ফিফার শাস্তির খাঁড়া।

উল্লেখিত সকলের 'অপরাধ' মোটামুটি একই। বিশ্বকাপে রেফারিং নিয়ে ক্ষোভের বিস্ফোরণ করা। টুখেল করেছিলেন শেষ আটে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ম্যাচের পর। বাকি তিনজনের নিশানায় ছিল আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ম্যাচে নেওয়া রেফারির সিদ্ধান্ত। প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পরই তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পর্ব শুরু হবে বলে শোনা যাচ্ছে ফিফার অন্দরে। রেফারির রিপোর্টের ভিত্তিতে করা হবে পদক্ষেপ। মেক্সিকো ম্যাচে জ্যারেল কোয়ানসাকে লাল কার্ড দেখানো নিয়ে চটেছিলেন টুখেল। রেফারি আলিরেজা ফাঘানির সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'রেফারিং ভাল হয়নি। যে কোনও দল যে কোনও মুহূর্তে ছিটকে যেতে পারে এমন রেফারির জন্য।'

তবে সবচেয়ে বিতর্কিত সমালোচকের তকমা নিশ্চিতভাবেই পাবেন মিশর কোচ হাসান ও তাঁর ছাত্র জিকো। শেষ ষোলোয় আর্জেন্টিনার কাছে হারার পর ফরাসি রেফারি ফ্রাসোয়াঁ লেটেক্সিয়েরকে নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভের বিস্ফোরণ হয়েছে তাঁদের। হাসানের কথায়, 'খেলা শুরুর আগেই ম্যাচের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। মাঠের ভেতরে সেভাবেই চলেছে সবটা। ম্যাচের আগে রেফারিকে প্রভাবিত করার কাজে আর্জেন্টিনা যে সফল, দেখতেই পাচ্ছি। ওদের চাপেই এই ফলাফল হলো।' জিকো আবার শোনান, 'রেফারিই আমাদের যাবতীয় পরিশ্রম অর্থহীন করে দিলেন।' এবার সে-সব কথার জন্য শাস্তি পেতে চলেছেন তাঁরা।

বিশ্বকাপজুড়ে বিতর্কে ফিফা সভাপতি

জুরিখ, ১৬ জুলাই : বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনো। ২০২৬ বিশ্বকাপ শুরু আগ থেকেই নানা বিতর্ক যার নিত্যসঙ্গী।

তাঁর ফিফা সভাপতি নির্বাচন এখনও প্রশ্নের মুখে। বারবার তাঁর বিরুদ্ধে ওঠে আর্থিক দুর্নীতি-পক্ষপাতের অভিযোগ। তবে এসবের মাঝেও তিনি নিজের জায়গায় অনড়। সফলভাবে ২০২২ বিশ্বকাপ আয়োজন করেছেন। ২০২৬ বিশ্বকাপও শেষের দিকে। যদিও এই বিশ্বকাপে নানা বিতর্কে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছেন তিনি। যেভাবে আমেরিকার বিভিন্ন বিদ্বেষমূলক আচরণ এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের একগুঁয়েমি চোখ বুজে সহ্য করে গিয়েছেন তিনি, যা আলোড়ন তুলেছে বিশ্বজুড়ে। কখনও ফুটবলারদের সঙ্গে বাজে আচরণ। ইরান ফুটবলারদের আমেরিকায় বেশিক্ষণ থাকতে না দেওয়া। রেফারিকে ঢুকতে না দেওয়া, এমন নানা অভিযোগে বিদ্ধ হয়েছেন তিনি। সেসঙ্গে রয়েছে রেফারিং এবং ভিএআর বিতর্ক।

চলতি বিশ্বকাপে ফিফা সভাপতির সবচেয়ে দৃষ্টিকটু বিতর্কটা ছিল আমেরিকার ফুটবলার বালোগুনের লাল কার্ড বাতিল। অভিযোগ, সরাসরি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হস্তক্ষেপে আমেরিকার ওই স্ট্রাইকারের লাল কার্ড বাতিল করেছেন ফিফা সভাপতি। ওই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্কের জেরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ফিফা সভাপতির বিরুদ্ধে তদন্তও চেয়েছে। যদিও ফিফার সাফ দাবি, ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফিফার বিচার বিভাগ। সেটার সঙ্গে সভাপতির কোনও সম্পর্ক নেই।

অবশ্য বিতর্ক শুধু বিশ্বকাপে নয়। ফিফা সভাপতি হওয়া নিয়েও ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। প্রাক্তন উয়েফা সভাপতি মিশেল প্লাতিনি অভিযোগ করেছেন, ২০১৬ সালে তাঁকে ফিফা সভাপতি হতে অনৈতিকভাবে বাধা দেওয়া হয়েছিল। ইনফান্তিনো-সহ পাঁচ ফুটবল কর্তার বিরুদ্ধে জোড়া মামলা করেছেন প্রাক্তন কিংবদন্তি ফুটবলার।

সেপ ব্লাটারের পরবর্তী ফিফা সভাপতি হিসেবে প্লাতিনিকেই এগিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ব্লাটারের একটি আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে প্লাতিনির নাম জড়িয়ে তাঁকে ২০১৬ সালে ফিফা সভাপতি হতে বাধা দেওয়া হয়। ২০১৫ সালে ফিফার এথিক্স কমিটি প্লাতিনিকে আট বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠায়। ফলে তাঁর ফিফা সভাপতি হওয়া হয়ে ওঠেনি। প্লাতিনি মনে করছেন, তাঁকে বাধা দেওয়ার মানুষকে কৌশলে নেতৃত্ব দিয়েছেন বর্তমান ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো।

জিয়ানি ইনফান্তিনোর মূল বার্ষিক বেতন ২৬ লক্ষ সুইস ফ্রাঁতে অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে ২০২৫ সালে তাঁর বার্ষিক বোনাস এক ধাক্কায় ৩৩ শতাংশ বেড়েছে। আগে যা ছিল ১৬.৫ লক্ষ সুইস ফ্রাঁ, এখন তা দাঁড়িয়েছে ২২ লক্ষে। অর্থাৎ, শুধু বোনাস বাবদই বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.৫ লক্ষ সুইস ফ্রাঁ। এছাড়া তিনি ২৪ হাজার সুইস ফ্রা অনুদান হিসেবে পান।

ফিফা সভাপতির বেতন বাড়ল কেন? আসলে গত বছর ক্লাব বিশ্বকাপে দারুণ সাফল্য পেয়েছে ফিফা। সে কারণে বেতন বৃদ্ধি ইনফান্তিনোর। আসলে ক্লাব বিশ্বকাপ এবং আমেরিকার মাটিতে চলতি বিশ্বকাপে বিরাট রোজগার বেড়েছে ফিফার। তাই ইনফান্তিনোর বেতন ৩৩ শতাংশ বেড়েছে বলে খবর।

রিপন কুমার নাথ কর্তৃক সেলিমা পাবলিকেশন্স (প্রাঃ) লিমিটেড, মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর : ৭৮৮ ০০২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক : **তৈমুর রাজা চৌধুরী**, ফোন : ০৩৮৪২-৭৯৬২৬৮। e-mail : sprasanga@gmail.com, samayikprasanga@rediffmail.com
গুয়াহাটি কার্যালয় : হাউস নং-১২এ, কবরস্থান পথ, দারান্ধা, পাঞ্জাবাড়ি রোড, ছয় মাইল, গুয়াহাটি-৭৮১০২২
Postal Regn. No. SC-04/2019-21 RNI Regn. No. RN 34006/80